সাইমুম-২.১

আবার তেলআবিবে

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

২০09 সালে ইরা পাবলিকেশন্স এর আন্ডারে প্রকাশিত হয় সাইমুম সমগ্র-১। সেখানে প্রথম তিনটি বই দেয়া হয়। তার সাথে ফিলিস্তিনের উপর লেখা নতুন একটি কাহিনী আবার তেলআবিবে শিরোনামে অপারেশন তেলআবিব–২ এর পর যোগ করা হয়।

সেই আবার তেলআবিবে অংশটি এখানে দেয়া হল।

মিটিং কক্ষটি পূর্ণ। ওভাল টেবিলটির ১১টি চেয়ারের কোনটাই খালি নেই। এক্সিট দরজাগুলোর সবগুলোই বন্ধ।

ইসরাইল থেকে পালিয়ে আসা ইসরাইল সরকারের আপাতকালীন প্রবাসী মন্ত্রীসভার বৈঠক। দেয়ালে টাঙানো ইসরাইল রাষ্ট্রের মানচিত্রের নিচে বিশেষ চেয়ারটায় বসেছেন প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটন। তার ডান পাশে বসেছেন নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রজার রবিন আর বাম পাশে সিকিউরিটি ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের (সিনবেথ) চীফ জেনারেল শামিল এরফান। এ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন বিদেশে গোয়েন্দা কর্মের (মোসাদ) প্রধান মেজর জেনারেল লুইস কোহেন, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের (শেরুত মোদিন) নতুন প্রধান জেনারেল দানিয়েল দোরিন এবং সশস্ত্র বাহিনীর নতুন প্রধান আইজ্যাক এ্যারন।

বৈঠক শুরু হয়ে গেছে।

বৈঠকের শুরুতে নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রজার রবীন বৈঠক সম্পর্কে ব্রীফ করে বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রীসভাকে ব্রীফ করবেন। ঘোষণা দেয়া হলো, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, এখন ব্রীফ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী:

আষাঢ়ের পানি ভরা মেঘের মত ভারী প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটকের মুখ। সে আগেই নড়েচড়ে বসেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কণ্ঠ থামতেই মুখ খুলে গেল প্রধানমন্ত্রীর।

কথা শুরু করল ইসরাইল থেকে পালিয়ে আসা আপাতকালীন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক, 'মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা ইসরাইল দখলকারী ফিলিস্তিন সরকারের ঘোষণা শুনেছেন। আমাদের ইসরাইল সরকারের অধীনে বিদেশ থেকে এসে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করা লাখ লাখ ইহুদি রাতারাতি তাদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুর অধিকার হারিয়েছে। তারা যে দেশ থেকে এসেছে সে দেশে চলে যাওয়া তাদের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতবড় অন্যায়ের কেউ প্রতিবাদ করল না। শুধু বৃটেন উদ্বাস্তুদের জন্যে তার উদ্বেগের কথা জাতিসংঘকে জানিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি কথাও উচ্চারণ করেনি, যদিও সেখান থেকেই বেশি ইহুদি এসেছে ফিলিস্তিনে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। সেখানে সরকারের কেউ কেউ ইসরাইলের পক্ষ নিলেও কংগ্রেস ও সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মার্কিন সরকার ইসরাইলের পক্ষ নেয়ার ঘোরতর বিরোধীতা করেছে। এমনকি লাখ লাখ ইহুদি উদ্বাস্তু হওয়া এবং তাদেরকে তাদের স্ব স্ব দেশে ফেরত পাঠানোর ভয়ংকর সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করতে তারা নারাজ। আমি সিনেট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু নেতাদের সাথে কথা বলেছি, অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা যেন রাতারাতিই পাল্টে গেছে। তারা বলেছে, ইসাইল রাষ্ট্র ও এক শ্রেণীর ইহুদির বাড়াবাড়ির কারণে আজ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমরা কিছু করতে অপারগ। এখানে প্রায় সব দেশপ্রেমিক আমেরিকানের মত হলো, একশ্রেণীর ইহুদিরা লাখ লাখ ফিলিস্তিনবাসিকেই শুধু অর্ধ সহস্র বছরের বেশি সময় ধরে উদ্বাস্তু করে রাখেনি, আমেরিকানদের ওপরও ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

আইনানুগ আমেরিকানরা এটা মেনে নিয়েছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, কিন্তু ইসরাইলকে সহায়তা করতে তারা রাজি নয়। তাদের এই চূড়ান্ত কথা শোনার পর তাদেরকে বলার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি যোগাযোগ করেছিলাম আমেরিকায় ইহুদিদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ‘কাউন্সিল অব জুইস এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র নেতৃবৃন্দসহ ইহুদি ধর্মীয় সমিতিগুলোর নেতাদের সাথেও। কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু আমেরিকানদের যে সেন্টিমেন্ট, তাতে এই সময় কিছু করা সম্ভব নয় বলে তারা জানিয়েছে। তারা বলছে এই সময় কিছু করতে গেলে কাউন্সিল ও এসোসিয়েশনগুলো বিপদে পড়তে পারে। কিছু করা গেলেও তার জন্যে সময় চাই বলে তারা জানিয়ে দিয়েছে। ধর্মীয় সমিতির ধর্ম নেতাদের সাথে আলাপ করেছি। তারা আমেরিকানদের চেয়ে আমাদের প্রতি বেশি বিক্ষুব্ধ ও আক্রমণাত্মক। তারা নির্লজ্জের মত একথা স্পষ্ট করেই বলেছে যে, ইসরাইল ও জায়নবাদীদের রাজনৈতিক অভিলাষের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মভীরু ও নিরপরাধ ইহুদিরাও আজ বিপদের মুখে পড়েছে। ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে তারা আর বিপদ বাড়াতে চায় না। এই হলো আমাদের স্বজাতিদেরও কথা। অর্থাৎ এখন আমাদের কোন বন্ধু নেই। সামরিক সাহায্য দূরের কথা অর্থনৈতিক সাহায্যও কারও কাছ থেকে পাওয়ার আশা নেই। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘও একথা মনে করতে চাচ্ছে যে, ইসরাইলে যা ঘটেছে সেটা ক্ষমতার ইন্টারন্যাল পরিবর্তন। ইসরাইলে ক্ষমতা দখলকারী ফিলিস্তিন সরকার ফিলিস্তিন স্থানীয় ইহুদী ও খৃষ্টানদের সমর্থন যোগাড় করে এই ইমেজই দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এই চালাকির প্রতি সমর্থন দিয়েই আমাদের বন্ধুরাও বলছে, ইসরাইলে ফিলিস্তিনিদের অভ্যুত্থানে বিদেশী সাহায্য বা বিদেশী সৈন্যের কোন অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারা আরও বলছে, এই ঘটনায় আরব রাষ্ট্রগুলোও খুব উৎসাহ দেখায়নি, এমনকি তাদের কেউ স্বীকৃতিও দেয়নি ইসরাইলের ফিলিস্তিন সরকারের প্রতি। এসব যুক্তি তুলেই আমাদের বন্ধু দেশগুলো আমাদের এড়িয়ে চলতে চাচ্ছে। এই অবস্থায় যা করতে হবে আমাদেরকেই করতে হবে।

বলে থামলো আপাতকালীন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক। থেমেই আবার বলে উঠলেন, কি করতে হবে এ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা আপনারা বলুন।

সবার মধ্যে একটা নড়াচড়ার ভাব পরিলক্ষিত হলো। নড়েচড়ে বসল সবাই।

কিন্তু সবাই চুপ-চাপ।

মুখ খুলল প্রথমে মন্ত্রীসভার জুনিয়র সদস্য পুনর্বাসন-পুনর্গঠন মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবান। বলল সে, আমরা যে যুদ্ধে জেতার কথা, সে যুদ্ধে জিতিনি, দেশকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এখন দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। তারা আকারে ছোট শক্তি ছিল বলে অ্যাসেট্রিক ওয়ার (হিট এন্ড রান, গোপন তৎপরতা, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে ওরা আমাদের পরাজিত করেছে। এখন আমরা ছোট শক্তি হয়ে পড়েছি, আর ওরা বড়। আমাদেরকে এখন 'অ্যাসিমেট্রিক ওয়ার'-এর পথ গ্রহণ করতে হবে।

থামল তরুণ মন্ত্রী আবা ইবান।

প্রধানমন্ত্রী শার্লটক অন্যদের দিকে তাকাল। সকলেই ইসরাইল আবা ইবানের যুক্তি ও মত সমর্থন করল।

সবশেষে কথা বলার পালা দেশরক্ষামন্ত্রী রজার রবিনের। তিনি কোন মত প্রকাশ না করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন।

বলতে শুরু করল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক, 'ইশ্বরকে ধন্যবাদ যে, 'আমরা সকলে এক ভাবেই ভাবছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন, যে যুদ্ধের কথা আপনারা বলেছেন, সেই যুদ্ধ আমরা শুরু করেছি। প্রথম আক্রমণ হিসেবে ইসরাইল দখলকারী ফিলিস্তিন প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ও তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করার সব ব্যবস্থা আমরা সম্পন্ন করেছি। আজ জেরুসালেমে ওদের মসজিদুল আকসায় শোকরানা দিবসের সমাবেশ। সেখানে ওদের প্রধান মাহমুদ সস্ত্রীক আসবে। তাকে সস্ত্রীক কিডন্যাপ করা হবে। আমাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের একটা অংশ অক্ষত আছে। তারাই এগিয়ে এসেছে বড় এই দায়িত্ব পালনে। সাফল্য সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

থামলো স্যামুয়েল শার্লটক।

ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর মুখ তুলে বলল, অনুষ্ঠান ঘণ্টা দুই আগে শেষ হওয়ার কথা। তার মানে আমাদের মিশন বাস্তবায়নের কাজ কমপক্ষে দু'ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে। কোন একটা খবর খুব শীঘ্রই আমরা পাব।

'আমিন। জিহবা আমাদের সাহায্য করুন।' প্রধানমন্ত্রীর কথার মধ্যেই সবাই এক বাক্যে এই প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করল।

থেমে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক।

সবার প্রার্থনার কণ্ঠ থেমে যেতেই সেই তরুণ মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবান বলল, কিন্তু মাত্র কিডন্যাপই সাফল্য নয়, এই কিডন্যাপ দিয়ে আমরা কি করতে চাচ্ছি, এ নিয়ে আমরা নিশ্চয় কিছু ভেবেছি।

থ্যাংক ইউ ইয়ংম্যান, উপযুক্ত জিজ্ঞাসাই তোমার মনে জেগেছে।

একটু থামল প্রধানমন্ত্রী। পরমূহুর্তেই বলতে শুরু করল আবার, প্রধানমন্ত্রী দম্পতিকে জিম্মি বানিয়ে আমরা দাবি করবো: এক. ফিলিস্তিন সরকারকে ইসরাইল ত্যাগ করে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় সরে যেতে হবে, দুই. সকল ইহুদি উদ্বাস্তুকে অবিলম্বে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইসরাইলে তাদের স্ব স্ব বাড়ি ও সম্পত্তিতে ফিরে যাবার সুযোগ দিয়ে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে এবং তিন. অবৈধ দখলদার সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

থামল প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু এই ধরনের কিডন্যাপের ঘটনা ও এইসব শক্ত দাবি-দাওয়া করে আমরা আমাদের টিকিয়ে রাখব কেমন করে? ছোট্ট তোয়া দ্বীপ তখন সবার চোখে পড়ে যাবে। এই কিডন্যাপকে দুনিয়ার কেউ সমর্থন করবে না, আমাদের বন্ধুরাও নয়। এই অবস্থায় আমরা দাবি-দাওয়া করে আমরা আমাদের টিকিয়ে রাখব কেমন করে? ছোট্ট তোয়া দ্বীপ তখন সবার চোখে পড়ে যাবে। এই কিডন্যাপকে দুনিয়ার কেউ সমর্থন করবে না, আমাদের বন্ধুরাও নয়। এই অবস্থায় আমাদের দাবি-দাওয়া আদায় তো দূরের কথা, আমাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। স্যার নিশ্চয়

এটা চিন্তা করেছেন। তাই আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। বলল অর্থ বিভাগের জন্যে দায়িত্বশীল মন্ত্রী তরুণ অর্থনীতিবিদ শিমন সুলেমান।

শিমন সুলেমান থামতেই প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক বলল, শিমন, তুমি যে পরিণতির বিষয় সামনে এনেছ, তা অবশ্যই ভাবনার বিষয় যদি কিডন্যাপের ঘটনা তোয়া থেকে আমরা ঘটাই। কিন্তু কিডন্যাপ তো আমরা করছি না। তোয়া এবং আমরা এই কিডন্যাপের সাথে জড়িত নই। কিডন্যাপের পরপরই ইসরাইলের এক ঠিকানা থেকে মিডিয়াকে জানানো হবে, 'ইসরাইল পিপল আর্মি' (আইপিএ) এই কিডন্যাপের ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হয়েছে তিনটি ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। সুতরাং কিডন্যাপের দায় ইসরাইল পিপল আর্মির ঘাড়ে গিয়ে বর্তাবে। অতএব তোয়া কিংবা আমাদের কোন পরিণতি নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

কথা বলার জন্যে হাত তুলেছিল ইসরাইলের তরুণ মন্ত্রী আবা-ইবান।

কিন্তু দেশরক্ষা মন্ত্রীর সামনে রাখা ওয়ারলেসটা 'বিপ' 'বিপ' সংকেত দিতে শুরু করল।

'এক্সকিউজ মি অল' বলে দেশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীন ওয়ারলেসটা তুলে নিয়ে ঘরের এক পাশে সরে গেল। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা।

ওয়ারলেসে কোন কথা বলল না। নীরবে ওপারের কথা শুনে 'থ্যাংকস' দিয়ে ওয়ারলেস বন্ধ করে দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর কাছে এল।

সবার দৃষ্টি দেশরক্ষা মন্ত্রীর ওপর নিবদ্ধ।

দেশরক্ষা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে কানে কানে কিছু বলে ফিরে এসে বসল তার চেয়ারে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখটা প্রথমে কিছুটা ম্লান হয়ে গেলেও পরে স্বাভাবিক হয়ে এল।

উদ্বেগ দেখা দিল উদগ্রীবভাবে অপেক্ষমান মন্ত্রীদের মনে। মিশন কি তাহলে ব্যর্থ হয়েছে।

মন্ত্রীদের সবার চোখ এবার প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী একটু নড়েচড়ে বসল।

মুখ তুলল। বলতে শুরু করল, 'প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। উদ্বেগের কিছু নেই। আমরা হানড্রেড পারসেন্ট চাই বটে, কিন্তু সবক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট পূরণ হয় না। কিডন্যাপ মিশন আমাদের সফল হয়েছে। তবে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা পাইনি। সেদিন সে প্রার্থনা সভায় প্রধানমন্ত্রী হাজির থাকতে পারেননি। তবে প্রধানমন্ত্রী মাহমুদকে না পেলেও তাঁর স্ত্রী এমিলিয়া এবং বায়তুল আকসা মসজিদের খতিব ও ফিলিস্তিন আন্দোলনের সাইমুমের আধ্যাত্মিক নেতা শেখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দির ইয়াসিনি এই দু'জনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং এতক্ষণে তাদের ইসরাইলের বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে।

লং লিভ ইসরাইল। মিশন সাকসেসফুল। প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের দরকার নেই। তাঁর স্ত্রী এমিলিয়া কিংবা শেখুল ইসলাম আব্দুল্লাহকে হাতে পাওয়াই যথেষ্ট ছিল। জিহবাকে ধন্যবাদ যে, দু'জনকেই পাওয়া গেছে। এটা সোনায় সোহাগা। বলল কয়েকজন তরুণ মন্ত্রী সমস্বরে।

যে উদ্দেশ্যে কিডন্যাপ করা সেই চাপ যাতে কার্যকরী হয়, সেটাই এখন নিশ্চিত করতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেসের সাহায্য আমরা পাব আশা করছি। কিডন্যাপের সমালোচনা হবে, কিন্তু সেই সাথে বিশ্বের দৃষ্টি ও মনোযোগের ফোকাস আমাদের ওপর কেন্দ্রীভূত হবে। এটাই আমরা চাই। বিশ্বের মনোযোগ আমরা আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। তার সাথে আমরা সমবেদনাও কিছু পাব। বলল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক।

ভালো ফল নির্ভর করছে দীর্ঘদিন তাদের ধরে রাখতে পারার উপর। আমরা সেটা পারছি কিনা এটাই বড় কথা। বন্দীদের কোথায় রাখা হবে, আমরা জানতে চাইবো না। কিন্তু আমরা জানতে চাচ্ছি, যেখানেই আমরা তাদের রাখি, তারা যেন পালাতে না পারে বা উদ্ধার হতে না পারে, আবার তাদের কোন বড় ক্ষতিও না হয় সবই আমরা নিশ্চিত করতে পারছি কিনা। বলল তৃতীয় একজন তরুণ মন্ত্রী।

এসব বিষয় আমরা আগেই ভেবেছি। সব ভেবেই আমরা স্থান বাছাই করেছি যার চেয়ে কোন নিরাপদ স্থান এখন আমাদের হাতে নেই।

প্রধানমন্ত্রী থামলো।

কোন সিনিয়র মন্ত্রী কথা বলছেন না। সবাই গম্ভীর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তারা জানেন এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হয়, কি হচ্ছে। তারা ভালোভাবেই অবহিত যে, তারা কি বিপদ, কি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং তাদের সামনে সমস্যা কি, সম্ভাবনাই বা কি। এজন্যে তাদের মনে প্রশ্নের চাইতে ভাবনার ভাবটাই বেশি।

প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতেই চতুর্থ একজন তরুণ মন্ত্রী বলল, এক্সকিউজ মি স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি কিডন্যাপের ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর বাইরের দুনিয়ার চাপ থেকে আমাদের 'তোয়া' এবং আমরা কতটা নিরাপদ থাকব? ইসরাইল সরকার যে তার অন্তবর্তীকালীন রাজধানী তোয়া দ্বীপে স্থাপন করেছে, এটা অন্তত পাশ্চাত্যের সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছে। কিডন্যাপের দায় বাইরের দুনিয়া আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করবে কিনা?'

জরুরি একটা বিষয় বলেছ ইয়ংম্যান, বলতে শুরু করল প্রধানমন্ত্রী, তবে এ ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা আমরা ঠিক করেই রেখেছি। কিডন্যাপের ঘটনা প্রচার হওয়ার সাথে সাথে আমরা এ ঘটনার সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করব। আমরা বলব, এ্যাফেকটেড হয়েছে এমন অনেক গ্রুপ আছে, তাদেরই হট হেডেড কেউ এই কাজ করেছে। কিডন্যাপাররা যে দাবি করেছে, সেসব দাবি ইসরাইল সরকার আগেই ঘোষণা করেছে। এসব দাবি অবিলম্বে পূরণ হোক, এসব দাবি পূরণে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মহল আমাদের সাহায্য করুন আমরা এটা চাই, কিন্তু কিডন্যাপারদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর একটা কথা, ইউরোপ ও আমেরিকার আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো এই বিপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি ঠিক, কিন্তু আমাদের আশ্রয়স্থল, বর্তমান রাজ্য ও রাজধানী তোয়া দ্বীপ রক্ষায় তারা আমাদের সাহায্য করবে। তারা এ প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছে। এমনকি তোয়ার তিন পাশে আরও কয়েকটি দ্বীপ আছে, যার সর্বমোট আয়তন দুই হাজার বর্গমাইল, এ দ্বীপেও আমাদের অধিকারের তারা গ্যারান্টি দিয়েছে। এসব দ্বীপের কোনটির ওপর সাইপ্রাস, কোনটির ওপর বৃটিশ মালিকানার দাবি ছিল। তারা সে দাবি ছেড়ে দিয়েছে। তারা এও নিশ্চয়তা দিয়েছে

যে, প্রায় তিন হাজার বর্গমাইলের দ্বীপ এলাকা নিয়ে আমরা একটা প্রবাসী ইসরাইল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি। সুতরাং আমাদের পায়ের তলায় মাটি আছে, আপনারা নিশ্চিত থাকুন।

থামল প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু স্যার যে দুই হাজার বর্গমাইলের দ্বীপমালার কথা বললেন, সেখানে তো সাইপ্রিয়ট ও বৃটিশ জনবসতি আছে, তাদের কি হবে? বলল শিমন সুলেমান।

এটা সমস্যা ছিল, কিন্তু তারও সমাধান হয়ে যাচ্ছে। সাইপ্রাস ও বৃটেন উভয়েই তাদের লোক সরিয়ে নিচ্ছে বিকল্প জায়গায়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দ্বীপগুলো আমাদের দখলে আসবে। প্রধানমন্ত্রী বলল।

ধন্যবাদ স্যার দুঃখের মধ্যেও বড় একটা শুভ সংবাদের জন্যে। আরেকটা বিষয় স্যার, আমাদের এই তোয়া দ্বীপে কয়েকটা আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী গ্রুপ আছে যারা ইহুদি বংশোদ্ভুত হলেও জাত ক্রিমিনাল। এরা ইতিমধ্যেই কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়েছে, যাদের দ্বারা আমাদের সরকারি লোকরা পর্যন্ত আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দরকার। বলল পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবান।

ধন্যবাদ ইবান বিষয়টা উত্থাপন করার জন্যে। ঘটনাগুলো এবং তাদের বিষয়টা জেনারেল শামিল এরফান ইতিমধ্যেই আমার নজরে এনেছেন। আমি নির্দেশ দিয়েছি তাদের ওপর চোখ রাখা এবং তাদের ব্যাপারে সব তথ্য সংগ্রহ করতে। এ্যাকশনে যাওয়ার আগে যদি তাদের সব ব্যাপার জানা যায় তবে তাদের সমূলে উপড়ে ফেলা যায়। তবে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের সকলকে ধৈর্যের সাথে এগোতে হবে। এখনই এই সময়ে ভাল-মন্দ সবার সহযোগিতা আমাদের দরকার।

এবার দেশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীনের ওয়ারলেস সংকেত দিয়ে উঠল।

'এক্সকিউজ মি অল' বলে ওয়ারলেস নিয়ে ঘরের এক পাশে সরে গেল।

এবারও সে ওপারের কথা শুনে কোন কথা না বলে ধন্যবাদ দিয়ে ওয়ারলেস বন্ধ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরে এল। বলল কানে কানে কিছু কথা। তারপর ফিরে এসে বসল সে তার চেয়ারে।

প্রধানমন্ত্রীর চোখে আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে।

সবার দৃষ্টি প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলল। বলল, প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগণ, আমাদের মিশন সব ঝুঁকি পেরিয়ে নিরাপদ অবস্থার মধ্যে এসে গেছে। মিশন এখন জিম্মিদের নিয়ে তাদের যেখানে রাখা হবে, সেদিকে এগোচ্ছে। সবাই প্রার্থনা করুন মিশনের বাকি অংশটুকুও যেন নিরাপদ হয়।

একটু থামল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক। তার পরেই বলে উঠল, মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ মন্ত্রীসভার আজকের বৈঠকের এখন মুলতবি হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ।

উঠে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই।

গাজায় সাইমুমের একটা আঞ্চলিক সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন আহমদ মুসা।

বক্তৃতার তখন পিক আওয়ার।

হলভর্তি সাইমুমের শ্রোতা। পিনপতন নীরবতা।

পকেটের মোবাইল আবারো বেজে ওঠল আহমদ মুসার বেসুরো আওয়াজে। আরো কয়েকবার বেজেছে এর আগে। তখন এ্যাভয়েড করেছে।

এবার আর কল রিজেক্ট করল না আহমদ মুসা।

বক্তৃতা অব্যাহত রেখেই আহমদ মুসা এক হাত দিয়ে মোবাইল বের করে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখল ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের পিএস-এর টেলিফোন। কোন জরুরি খবর বা মেসেজ না থাকলে আহমদ মুসাকে তার টেলিফোন করার কথা নয়।

কল রিসিভিং বাটনে চাপ দিয়ে সবার উদ্দেশ্যে 'এক্সকিউজ মি' বলে আহমদ মুসা মোবাইল কানের কাছে তুলে নিল।

‘হ্যালো’ বলে আহমদ মুসা সাঁড়া দিতেই ওপার থেকে মাহমুদের পিএস ড. আব্দুল্লাহ আকরামের কম্পিত, ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সালাম দিয়ে বলল, স্যার, ম্যাডাম এমিলিয়া কিডন্যাপড হয়েছে, তার সাথে কিডন্যাপড হয়েছে বায়তুল আকসার মহামান্য খতিব শেখুল ইসলাম শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দির ইয়াসিনি।

বলছ কি তুমি! কখন ঘটল? কি করে ঘটল? কোথায় ঘটল? মাহমুদ কোথায়? ঝড়ের মত প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হলো আহমদ মুসার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

‘স্যার, আপনি জানেন জেরুসালেমে মসজিদুল আকসায় আজ শোকরানা দিবস উপলক্ষে দোয়ার অনুষ্ঠান ছিল। দোয়ার অনুষ্ঠান শেষে মানুষ যখন ফেরার মুখে ছিল, ম্যাডামসহ খতিব সাহেবানরা যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন অনেকগুলো বোমার বিস্ফোরণ হয়, গুলী-গোলাও হয়। এরই মধ্যে তারা কিডন্যাপড হন। বলল ড. আব্দুল্লাহ আকরাম।

মাহমুদের কি খবর, অনুষ্ঠানে তো তারও যাওয়ার কথা ছিল। আহমদ মুসা বলল।

স্যার, শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী স্যারকে প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে জরুরি প্রয়োজনে তেলআবিবে আসতে হয়। ম্যাডাম যান ওখানে।

‘ইন্নালিল্লাহে..........., মাহমুদ এখন কোথায়? আহমদ মুসা বলল।

স্যার, উনি খবর পেয়েই হেলিকপ্টারে দ্রুত জেরুসালেমে চলে গেলেন। আপনাকে কয়েকবার চেষ্টা করে পাননি। আপনাকে সব জানানোর দায়িত্ব দিয়ে উনি চলে গেলেন। ড. আব্দুল্লাহ বলল।

ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ, আমি এখনি জেরুসালেম রওয়ানা হচ্ছি। বলে কল অফ করে পকেটে মোবাইল রাখতে রাখতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলল, প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের প্রিয় স্বাধীনতা, আপনার প্রিয় রাষ্ট্রের ওপর শত্রুরা আঘাত হেনেছে, প্রথম আঘাত, কাপুরুষের মত আঘাত। তারা প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ম্যাডাম এমিলিয়া এবং মসজিদুল আকসার খতিব আমাদের সকলের উস্তাদ, নেতা শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে কিডন্যাপ করে জেরুসালেমের অনুষ্ঠান থেকে........।

সম্মিলিত কণ্ঠে ইন্নালিল্লাহ উচ্চারিত হলো এবং ইহুদিবাদ বিরোধী গগণবিদারী শ্লোগান ওঠল হল থেকে আহমদ মুসার কথার মধ্যেই। আহমদ মুসা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সবাই ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আমি আমার কথা এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা মঞ্চের দিকে চেয়ে বলল, আমাকে এখনি রওয়ানা হতে হচ্ছে জেরুসালেমে।

মঞ্চে নেতৃবৃন্দের সবার মুখই উদ্বেগে আশংকায় থমথমে। সাইমুমের গাজা এলাকার চীফ এবং গাজার গভর্নর উঠে দাঁড়ালো। গভর্নরই কথা বলল, অবশ্যই আপনাকে যেতে হবে স্যার। তবে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা একটু বিলম্ব হবে স্যার। একটাই হেলিকপ্টার গাজায়, ওটা সকালে হ্যাংগারে গেছে, এতক্ষণ ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার কথা।

আহমদ মুসা বলল গভর্নরকে, হেলিকপ্টারের জন্যে দেরি করা যাবে না। আমার গাড়ি রেডি আছে। আমি গাড়িতেই যাচ্ছি।

গভর্নর সাইমুম চীফ যুবায়েরের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কয়েকজনকে নিয়ে জেরুসালেমে পৌছা পর্যন্ত স্যারের সাথে থাকবে।

পেছনে বসা গাজার পুলিশ প্রধানের দিকে চেয়ে বলল, দু'জন অফিসারের নেতৃত্বে দুই গাড়ি পুলিশ দাও, তারা স্যারের গাড়ির আগে ও পেছনে থাকবে।

যুবায়ের ও গাজার পুলিশ প্রধান আব্দুল্লাহ আকিল সংগে সংগেই বেরিয়ে গেল।

'মি. গভর্নর, আমার আগে পিছে পাহারা বসিয়ে আমাকে দেখছি দুর্বল করে ফেলতে চাচ্ছেন। এত আয়োজনের মধ্যে ভিআইপি হিসেবে আমি তো ওদের চোখে পড়ে যাব। হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

স্যার আপনার নিরাপত্তা আমাদের টপ প্রয়োরিটি। যা করছি খুবই কম। এটুকু মিনিমাম ব্যবস্থা না করে আপনাকে আমরা ছাড়তে পারি না।

জেরুসালেমের সাংঘাতিক ঘটনা ঘটার এটাই শিক্ষা। বলতে বলতে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল গভর্নরের কণ্ঠ।

আহমদ মুসা গভর্নরের পিঠে হাত রেখে সান্তনার স্বরে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে গভর্নর। ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। আল্লাহ আমাদের সহায়।

আল্লাহু আকবার। নিশ্চয় সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাদের সহায়। আপনাকে আল্লাহই পাঠিয়েছেন। আমাদের সবার আস্থার কেন্দ্র আপনি। তবু দুর্বল মন আমাদের, উদ্বেগ দূর করতে পারি না। ভারী কণ্ঠ গভর্নরের। চোখ মুছতে মুছতে কথাগুলো বলল সে।

আহমদ মুসা গর্ভনরের পিঠ চাপড়ে বলল, চলুন আমরা বের হই। দেখি, ওরা প্রস্তুত হলো কিনা।

চলুন স্যার। বলল গভর্নর।

দু'জনেই পা বাড়াল বাইরের দিকে।

আহমদ মুসা জেরুসালেমে পৌছে প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক ভবনের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দায় উঠে গেল।

সামনেই প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের অফিস কক্ষ। দরজা খোলা।

আহমদ মুসা দ্রুত প্রবেশ করল অফিস কক্ষে।

প্রধানমন্ত্রীর অফিস কক্ষের সোফায় বসে ছিল আব্দুল্লাহ জাবের, আব্দুল্লাহ আমিন, এহসান সাবরী, জাফর জামিল, যুবায়ের আওয়াস, তালাত বে সবাই। সবাই এরা ফিলিস্তিন বিপ্লবের এক একটি করে স্তম্ভ, সংগ্রামের মনি-মানিক্য।

সবারই উদ্বেগ-আশংকায় মুষড়ে পড়া চেহারা।

আহমদ মুসাকে দেখেই সবাই উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা সালাম দিয়েছিল।

ওরা সালাম গ্রহণ করল।

প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ তার টেবিলে ছিল না।

মাহমুদ কোথায়? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

কারও কাছ থেকে উত্তর এল না। সবার মুষড়ে পড়া চেহারায় ফেনিয়ে উঠেছে যেন বাধ ভাঙা আবেগ। বিপদগ্রস্ত অসহায় কোন মানুষ হঠাৎ স্বজনকে কাছে পেয়ে যেমন বাকরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। এদের অবস্থা তাই। এদের দু'চোখ থেকে দর দর করে নামছে অশ্রু।

এ সময় পাশের রুম থেকে মাহমুদ এসে তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করল। আহমদ মুসাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। সে আরও শিশুর মত কেঁদে ফেলল আহমদ মুসাকে পেয়ে।

আহমদ মুসা পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনার স্বরে বলল, মাহমুদ তুমিও এভাবে ভেঙে পড়েছে। তুমি না প্রধানমন্ত্রী!

মুসা ভাই, এই প্রথম কাঁদলাম। আল্লাহর পরে আপনার কাছে ছাড়া আমার তো কাঁদার জায়গা নেই। এটুকু না কাঁদলে আমি মরে যাব। মুসা ভাই সিনবেথের টর্চার সেল থেকে একদিন আমি তাকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। দ্বিতীয়বার সে সেই টর্চার সেলে বন্দী হয়েছে আরও অনেক বেশি অপরাধ নিয়ে। আমি যে ভাবতেও পারছি না মুসা ভাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মাহমুদ।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে তাকে ধরে নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসাল। চোখ মুছে দিয়ে বলল, তুমি যা বলার বলেছ, এসব নিয়ে দ্বিতীয়বার কথা বলো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ আছেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী, তোমার সিনবেথের ওপরও।

বলে মাহমুদের সামনে চেয়ারে এসে বসল।

মাহমুদ রুমাল দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছল। আহমদ মুসার শেষ কথাগুলো তার চোখে-মুখে ঔজ্জ্বল্যের এক তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে এসেছে। বলল, এক্সকিউজ মি মুসা ভাই। আল্লাহ সবার ওপর ক্ষমতাশালী।

'ধন্যবাদ মাহমুদ' বলে তাকাল আহমদ মুসা সোফায় বসা আব্দুল্লাহ জাবের, এহসান সাবরীদের দিকে। বলল, তোমরাও সফল বিপ্লবের একজন করে সিপাহসালার। তোমরাও কি ভুলে গিয়েছিলে আল্লাহ আছেন তোমাদের অভিভাবক হিসেবে?

স্যরি আহমদ মুসা ভাই, অবস্থা আমাদের জ্ঞান শূন্য করে দিয়েছে। পুলিশ ও আমরা স্পটের প্রাথমিক তদন্ত সম্পূর্ণ করেছি। কোন ক্লুই পাওয়া যায়নি। অবস্থা আমাদের দিশেহারা করে দিয়েছে মুসা ভাই। বলল আব্দুল্লাহ জাবের।

আহমদ মুসা ঘুরে বসল মাহমুদের দিকে। বলল, তোমার পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ কি বলছে? কিডন্যাপাররা কতজন ছিল, কি তাদের চেহারা, কোন পথে কিভাবে এল, কিভাবে গেল, এসব ব্যাপারে বলেছে কিছু?

তাদের ধারণা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা এসেছে। কয়েক গ্রুপ বোমা ফেলেছে। একাধিক গ্রুপ কিডন্যাপের কাজ করেছে। যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে তারা ভাড়া করা ট্যাক্সিতে এসেছে, কিন্তু যাওয়ার সময় এ্যাম্বুলেন্সে করে পালিয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সও তাদের লোকরাই এনে রেখেছিল। বোমা- বিস্ফোরণের

পর তাদের এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সরে পড়া সহজ হয়েছে। পুলিশ এ্যাম্বুলেন্সকে শহরের উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বলল মাহমুদ।

গুলি-গোলা শুধু ওরাই চালিয়েছে, না পুলিশও? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

কিডন্যাপের সময় ওরা গুলী চালিয়েছে। আমাদের পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরাও গুলী চালিয়েছে, কিন্তু সেগুলো ফাঁকা গুলী ছিল, না পয়েন্টেড বলা মুস্কিল। বলল মাহমুদ।

ওদের কেউ মারা গেছে? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

মৃতের মধ্যে পুলিশ আছে, স্বেচ্ছাসেবক আছে এবং সাধারণ লোক। বিশেষ পোশাকের সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া যায়নি। মাহমুদ বলল।

কিডন্যাপাররা বিশেষ পোশাকে ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে? বলল আহমদ মুসা।

না এরকম কেউ বলেনি। মাহমুদ বলল।

তার মানে কিডন্যাপাররা সাধারণ মানুষের পরিচিত পোশাকেই ছিল। আহমদ মুসা অনেকটা স্বগতোক্তি করল।

পরক্ষণেই আবার বলল, আমি স্পট দেখতে চাই, লাশগুলো কোথায়? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

স্পটটা ‘এ্যাজ ইট ইজ’ আছে। লাশগুলোও সেভাবেই আছে। আপনার দেখার জন্যেই এভাবে রাখা হয়েছে। বলল মাহমুদ।

আহমদ মুসা আব্দুল্লাহ জাবেরদের দিকে চেয়ে বলল, চল তাহলে যাই।

বলেই মাহমুদের দিকে ফিরে বলল, পুলিশরা তো ওখানে আছে, না?

আছে। আমিও আপনার সাথে যাব আহমদ মুসা ভাই। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধের সুর।

‘চল তোমরা নাকি আবার প্রটোকল লাগবে দেরি হবে না তো? বলল আহমদ মুসা।

ঘটনার পর প্রটোকল অনেকের জন্যেই হয়েছে, আপনার জন্যেও। ইচ্ছা করলেই আর আপনি যখন-তখন যেখানে সেখানে যেতে পারবেন না। তবে চলুন, এখন আমার এক প্রটোকলেই সবার হয়ে যাবে।

বায়তুল আকসা মসজিদের চত্বরে পৌছল সবাই।

বিভৎস দৃশ্য।

চারটি এলাকাকে কেন্দ্র করে বোমা ফাটানো হয়েছে। এমিলিয়া ও খতিবকে যে দিক দিয়ে গাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছিল তার দু'পাশে এবং পেছনের মূল ভেনুতে গাড়ি ও এ্যাম্বুলেন্স ছিল সেখানে।

মোট পঞ্চাশটির মত লাশ পড়ে আছে। আহতরা পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে।

গোটা স্পটের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ঠিক বলেছে তোমার পুলিশ, ওরা অনেকগুলো গ্রুপে বিভক্ত ছিল। যারা বোমা ছুঁড়েছে, গুলী-গোলা চালিয়েছে তারা কিন্তু কিডন্যাপ করেনি। বোমা ছুঁড়ে মানুষকে প্যানিকি সরিয়ে দিয়েছে। তারপর যারা ম্যাডাম এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়ের নিরাপত্তা দিচ্ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে গুলী ছুঁড়ে হত্যা করে কিডন্যাপ নির্বিঘ্ন করা হয়েছে।

গুলীতে নিহত পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের লাশ যেখানে পড়েছিল, সেখানে গেল আহমদ মুসা। নিহত তিনজন পুলিশ ও চারজন সাইমুম স্বেচ্ছাসেবকের লাশ সেখানে ছিল। আহমদ মুসা বলল, বোমা ফাটার পর এরাই সম্ভবত ম্যাডাম ও খতিবকে আগলে রেখে গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এদেরকে হত্যা করেই তাদের কিডন্যাপ করা হয়েছে।

কিন্তু চারদিকে ঘিরে রাখা এদেরকে গুলী করতে গিয়ে ওরা ম্যাডামদেরও ক্ষতি করেনি তো! বলল এহসান সাবরী।

না এহসান, ওরা ব্রাশ ফায়ার করেনি, এলোপাথারিও গুলী ছোঁড়েনি। রিভলবার দিয়ে ওরা পয়েন্টেড গুরী করেছে। দেখ না সবারই বুক কিংবা মাথা গুলীবিদ্ধ হয়েছে। ওরা ছিল একদমই ঠান্ডা মাথার প্রফেশনাল।

বলতে বলতে আহমদ মুসা হাঁটছিল গাড়ি যেখানে ছিল সেদিকে। পথে আহমদ মুসা দুই জায়গায় দলা পাকানো তুলা কুড়িয়ে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। তুলাগুলো নাকের কাছে নিল। যা সন্দেহ করেছিল তাই। তুলাগুলোতে ক্লোরোফর্মের গন্ধ। আহমদ মুসা দুই দলা তুলা মাহমুদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ওদেরকে সংজ্ঞাহীন করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুব চালাক ওরা।

সংজ্ঞাহীন দু'জনকে ওরা যখন ধরাধরি করে এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কেউ দেখলেও তাদের সন্দেহ হয়নি। ভেবেছে বোমায় আহতদের এ্যাম্বুলেন্সে নেয়া হচ্ছে। আর কিডন্যাপকারী যারা ওদের ধরাধরি করে নিয়ে গেছে তারা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের পোশাকে ছিল অথবা পুলিশের পোশাকেও থাকতে পারে। যাই হোক ওদের পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল।

আহমদ মুসা ঘুরে ঘুরে সব লাশই দেখল।

মঞ্চের কিছু দূর সামনে যেখানে অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে, তাদের থেকে কিছুটা দূরে পড়ে থাকা একটা লাশ দেখছিল আহমদ মুসা। মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে সে মারা গেছে। মুখের চেহারাটা প্রায় রক্তে ঢেকে গেছে। গায়ে আরবী আলখেল্লা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আলখেল্লার বোতামগুলো খোলা। খোলা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের কলারবিহীন টি-সার্টের একটা অংশ। টি-সার্টের বুকের ওপরের সেই অংশে একটা মনোগ্রাম ষ্টিকারের ওপর তার চোখ আটকে গেল। ঝুঁকে পড়ল আহমদ মুসা। একটা ছবির ওপর রোমান হরফে ক্যালিওগ্রাফি ঢংয়ে সাইপ্রাস লেখা। আর প্রথম দৃষ্টিতে মুখ তোলা ক্যাংগারুর মত যাকে ছবি মনে হয়েছিল ওটা ছবি নয়, সাইপ্রাসের মানচিত্র। বসে পড়ল আহমদ মুসা। তার চোখে বিস্ময়, সাইপ্রাসের টি-সার্ট ফিলিস্তিনে! কোন সময়ই তো দেখা যায়নি। কিন্তু বসার পর সাইপ্রাসের নীল মানচিত্রের নিচটা ঘেঁষে ছোট হরফের লেখা চার শব্দের একটা লাইন চোখে পড়ল আহমদ মুসার। হিব্রু হরফ লেখা দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠল আহমদ মুসা। হিব্রু হরফের লেখাটা হলো, 'নিউ তোয়া ইন্টারপ্রাইজ, তোয়া।' 'তোয়া দ্বীপ'টা আহমদ মুসার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তোয়া দ্বীপের বসতির প্রায় গোটাটাই ইহুদি। আর গোয়েন্দা রিপোর্ট হলো, এই তোয়াতেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ইসরাইল সরকারের অবশিষ্ট অংশ। তার মানে এই অভিযানের গোড়া তোয়ায়। তাহলে এমিলিয়াদেরকে 'তোয়া'তেই নেয়া হয়েছে! এসব চিন্তায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল মাহমুদ ও আব্দুল্লাহ জাবেররা। তারা নিশ্চিত আহমদ মুসা টি-সার্টটায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছে।

মুসা ভাই, গুরুত্বপূর্ণ কিছু? একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল মাহমুদ।

শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো আহমদ মুসা।

চারদিকে একবার তাকাল। জাবের, মাহমুদরা ছাড়া আশেপাশে কেউ নেই। পুলিশরা স্পটের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ানো। মাহমুদের নিরাপত্তা প্রহরীরাও কিছু দূরে দাঁড়িয়ে।

সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা নিচু কণ্ঠে বলল, এই যুবক ইহুদি। সে বন্দুকবাজদের একজন। দেখ তার আশেপাশে রিভলবার পাওয়ার কথা। বলে আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। বলল আব্দুল্লাহ জাবেরের দিকে তাকিয়ে, তোমরা লাশটাকে এখান থেকে সরাও দেখি।

লাশটা কয়েক হাত সরিয়ে নিল।

লাশের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল তার রিভলবার।

কিছু বলতে যাচ্ছিল এহসান সাবরী। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, আমার কথা শেষ হয়নি এহসান।

'স্যরি' বলে চুপ করল এহসান সাবরী।

বন্দুকবাজ যারা ম্যাডাম এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে নিরাপত্তা দানকারী আমাদের পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের হত্যা করেছে, এ যুবক তাদের একজন। তবে এর রিভলবার বের করাটা একটু আগেই হয়ে গিয়েছিল এবং পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবকরা তাকে দেখতে পায়। ফলে পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবকদের গুলীতে সে নিহত হয। সে নিহত হওয়ার সময় অন্যেরা বোধ হয় একটু সময় নিয়ে একযোগে ব্যস্ত ছিল। একটু থামল আহমদ মুসা।

থেমেই আবার বলে উঠল, আমার মনে হয়, আমাদের যা জানার তা জেনে গেছি। এই যুবক 'তোয়া দ্বীপ' থেকে এসেছে। আর তোমরা জান 'তোয়া দ্বীপ' এখন কি। আমি নিশ্চিত ম্যাডাম এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে কিডন্যাপ করে তোয়ায় নেয়া হয়েছে।

মাহমুদসহ সবার চোখে-মুখে আকস্মিকতার এক বিস্ময়।

যুবকটি কি তোয়া দ্বীপের? বলল মাহমুদ। তার কণ্ঠে বিস্ময় ও উদ্বেগ।

যুবকটির টি-সার্টটি সাইপ্রাসে তৈরি। সাইপ্রাস থেকে ‘তোয়া’ দ্বীপের একটা প্রতিষ্ঠান টি-সার্ট ইমপোর্ট করেছে। প্রতিষ্ঠানটির সিল আছে টি-সার্টটির মনোগ্রামের নিচে। আর টি-সার্টটি একেবারে নতুন। বলল আহমদ মুসা।

মাহমুদ, জাবেররা এগিয়ে গিয়ে যুবকটির টি-সার্টের মনোগ্রাম দেখল।

উঠে দাঁড়াল ওরা। বলল মাহমুদ, আহমদ মুসা ভাই ঠিক বলেছেন, যুবকটি ‘তোয়া’ থেকে এসেছে সেটা নিশ্চিতই বলা যায়। কিন্তু একটা প্রমাণ থেকেই কি আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি?

এস আরও বিকল্প তালাশ করি। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে যা পাওয়া গেছে তাকেই টার্গেট করতে হবে। আহমদ মুসা বলল।

মাহমুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার ওয়ারলেসটি ‘বিপ’ ‘বিপ’ সংকেত দিয়ে ওঠল।

সে পকেট থেকে ওয়াললেসটি তুলে নিল। সালাম দিয়ে ‘ইয়েস মাহমুদ’ বলে কথা শুনতে লাগল ওপারের।

মাঝে মধ্যে দু’একটা প্রশ্ন ছাড়া মাহমুদ শুনেই চলল। মুখ তার অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে।

ওপারের কথা শুনতে শুনতেই মাহমুদ তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

ওপারের কথা শেষ হতেই মাহমুদ আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে দ্রুতকণ্ঠে বলল, মুসা ভাই, কথা বললাম আমাদের গোয়েন্দা প্রধানের সাথে। উনি সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিয়েছে, যা আপনার তত্বকেই সমর্থন করছে। এমিলিয়াদের ওরা মনে হচ্ছে ‘তোয়া’তেই নিয়েছে।

কি তথ্য দিয়েছেন তিনি। জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে তারা জেনেছেন, জেরুসালেমের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে যেখানে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে, সেখানকার একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, এ্যাম্বুলেন্স থেকে বেরিয়ে কয়েকজন লোক দু’জন মানুষকে ধরাধরি করে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক বড় প্রাদো জীপে তুলেছে। তারপর দ্রুত উত্তর দিকে চলে গেছে। কিডন্যাপ ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাদো জীপটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে সামারিয়া পর্যন্ত পৌছে। যেহেতু জীপটা সামারিয়াতে

পাওয়া গেছে, তাই ধারণা করা হচ্ছে উত্তর দিকেই তারা গেছে। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ লেবানন গোয়েন্দা বিভাগকে অনুরোধ করেছিল তাৎক্ষণিকভাবে দেখার জন্যে যে, দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিনের কোন গাড়ি বা এ্যাম্বুলেন্স অথবা সন্দেহভাজন কোন গাড়ি বা এ্যাম্বুলেন্স তারা দেখতে পায় কিনা। সেখান থেকে দু'টি খবর পাওয়া গেছে। আমাদের সর্ব উত্তর-পূর্বের শহর ক্বিরাত শামোনা থেকে ১০ মাইল উত্তরে আমাদের বর্ডার ও লেবাননের লিতানি নদীর কাছাকাছি রাস্তার পাশে আমাদের একটি মিলিটারি ট্রাক পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় খবর হলো, লেবাননের টায়ার বন্দরের পাশে একটা ট্রলার জেটির বাইরে একটা এ্যাম্বুলেন্স পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এদিকে ঘটনার দুই ঘণ্টা পরের একটা তথ্য পাওয়া গেছে আমাদের সর্ব উত্তর-পূর্বের বাইরে ঐ ক্বিরাত শামোনা থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, একটা মিলিটারি ট্রাককে তারা দ্রুত গতিতে উত্তরে সীমান্তের দিকে যেতে দেখেছে। এসব তথ্য থেকে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগেরও ধারণা কিডন্যাপাররা এই রুটে এবং এই গাড়িগুলেই ব্যবহার করেছে এবং সাগর পথেই কোথাও তারা গেছে। থামল মাহমুদ।

আহমদ মুসা গম্ভীর। বলল, তোমাদের গোয়েন্দা বিভাগকে ধন্যবাদ কিডন্যাপারদের তথ্য যোগাড়ের ক্ষেত্রে যা সাধ্যে কুলায় তার সবটুকুই তারা করেছে। আমরা এখন নিশ্চিত ধরে নিতে পারি, তারা ট্রলার নিয়ে লেবাননের কোনো শহরে অবশ্যই যায়নি, তুরষ্কে প্রবেশেরও প্রশ্ন ওঠে না, তারা অবশ্যই হয় সাইপ্রাস, না হয় সোজা 'তোয়া' দ্বীপে চলে গেছে। হতে পারে গভীর সাগরে কোন জাহাজ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ট্রলার থেকে তারা সে জাহাজে উঠেছে।

একটু থামল আহমদ মুসা। ভাবল একটু। তারপর বলল, তাদের এই কিডন্যাপ অভিযান ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং অনেক প্রস্তুতির ফল। তবে তাদের দুর্ভাগ্য তারা আসল লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

মাহমুদ এবং সবার চোখে বিস্ময়। মাহমুদেরই প্রশ্ন, একথা বলছেন কেন মুসা ভাই? এমিলিয়া এবং মহামান্য খতিব ও আমাদের নেতা শেখ আব্দুল্লাহকে তারা হাতে পেয়েছে।

মাহমুদ, মহামান্য খতিবকে তারা বিকল্প হিসেবে নিয়ে গেছে। আসল টার্গেট ওদের ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী ও তার স্ত্রীকে একই সাথে কিডন্যাপ করা। মাহমুদ তুমি তেলআবিব চলে যাওয়ায় বেঁচে গেছ। তোমাকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তারা বায়তুল আকসার খতিবকে নিয়ে গেছে। অবশ্য এ শিকারও তাদের জন্যে খুব বড়, এ কথা নিশ্চয় তারা এখন ভাবছে। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জাবের, এহসান সাবরীরা সমস্বরে বলল, ঠিক বলেছেন মুসা ভাই।

তারপর আব্দুল্লাহ জাবের বলে উঠল, নিশ্চিতভাবে এটাই তাদের ষড়যন্ত্র ছিল। তাদের অসম্ভব আয়োজন থেকেও এটা বুঝা যায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপড! রাষ্ট্রের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত! প্রমাণ হতো, দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করতে পারলে তাদের বোধ হয় আরো কোন পরিকল্পনা ছিল।

হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ জাবের, তারা দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির সুযোগ নিত। এ প্রস্তুতিও হয়তো তাদের ছিল।

আহমদ মুসা একটু থামল। থেমেই আবার বলল, বিপ্লব করা যত কঠিন, বিপ্লব রক্ষা করা তার চেয়েও কঠিন। শত্রুর এই আঘাত তোমাদের এলার্ট করে দিয়ে গেল মাহমুদ।

মাহমুদের চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল, সব কথাই ঠিক। শত্রুরা বসে নেই, কিন্তু আমরা সাফল্যের আবেশে বসে গিয়েছিলাম। আল্লাহ তারই শাস্তি দিয়েছেন হয়তো! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

একটু থেমে আবার শুরু করল, বুঝতে পারছি, আমাদের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা এবং বাইরের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আরও সাবধান, আরও সক্রিয় হতে হবে। অন্যদিকে কিডন্যাপারদের কবল থেকে ওঁদের মুক্ত করার জন্যে আশু পদক্ষেপ প্রয়োজন। বলুন মুসা ভাই এখন আমাদের কি কি করণীয়?

বলেই অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল মাহমুদ।

মাহমুদ তোমাকে অস্থির হলে চলবে না। শান্ত হতে হবে তোমাকে। সব ঠিক আছে, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি জান, তোমার সহকর্মীরা অভ্যন্তরীন আইন-

শৃঙ্খলার ব্যাপারে কি করতে হবে। বৈদেশিকভাবে তেমন ভয়ের কোন ক্ষেত্র নেই তুমি সেটা জান। আর কিডন্যাপারদের ডিল করার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, তুমি প্রধানমন্ত্রী নাহলে মাহমুদ, এ দায়িত্ব তোমাকেই দিতাম।

হঠাৎ সজল হয়ে ওঠা মাহমুদের দু'চোখ জড়িয়ে ধরল এসে আহমদ মুসাকে। দরদর করে তার দু'চোখে নেমে এল অশ্রু। এ অশ্রু আহমদ মুসার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতার, না ব্যর্থতা, বেদনায় ভেঙে পড়ার? দু'য়েরই হতে পারে।

আহমদ মুসা মাহমুদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, বলেছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দেখবে, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার এমিলিয়া এবং আমাদের বোন এমিলিয়া ও আমাদের খতিবকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নিয়ে আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি। আমার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করো বৈরুত যাওয়ার।

মাহমুদ আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এখনই যাবেন?

হ্যাঁ মাহমুদ। বলল আহমদ মুসা।

ভাইয়া আপনি বৈরুত যাবেন কেন? তোয়াই যদি টার্গেট হয়, তাহলে সরাসরি তো যেতে পারেন সমুদ্র পথে। আর মনে হচ্ছে, আপনি একা যাবেন। কিন্তু আমরা কেউ আপনার সঙ্গি হতে চাই। বলল আব্দুল্লাহ যাবের।

'তোয়া'র চারদিকের সমুদ্রেই ওরা চোখ রাখবে। বিশেষ করে এদিক থেকে যাওয়া সব জাহাজ-জলযানকেই তারা সন্দেহ করবে। কিন্তু তোয়ায় পৌছতে হবে আমাদের সবার অলক্ষ্যে। আর এ ধরনের অভিযান দল বেঁধে হয় না, সুতরাং কাউকেই আমি সাথে নিচ্ছি না। আহমদ মুসা বলল।

'বৈরুত যাওয়ার জন্যে আমি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতে তাড়াতাড়িও যাওয়া যাবে।' বলল মাহমুদ।

মানে আমাকে ভিআইপি সাজিয়ে প্রচার করে দিতে চাও যে আমি বৈরুত গেছি! তা হবে না। আমি গাড়িতে যাব। নীরবে উঠব গিয়ে বৈরুতে। তোমাদের দূতাবাসেও যাব না। শুধু তুমি তোমাদের বৈরুত দূতাবাসে সাইমুমের যে ছেলেটা, আবু আমর, গোয়েন্দাকর্মী হিসেবে আছে, তাকে বলবে রাতে যেন সে বৈরুতের 'সি ভিউ' হোটেলে গিয়ে রেজিষ্ট্রার দেখে 'হাবিব গনজালেস' এর কক্ষে সে যায়। আমার এই মিশনে 'হাবিব গনজালেস' নামের পাসপোর্ট ব্যবহার করব। চল,

তোমার অফিসে গিয়ে আমি ফ্রেস হবো। ইতোমধ্যে আমার জন্যে একটা ভিন্নগাড়ি ঠিক-ঠাক করো। অবশিষ্ট কথা পরে বলব, চল।

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল গাড়ির দিকে।

সবাই তার পেছনে পেছনে চলল।

সাইপ্রাসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার ফিশিং ট্রলার বোটটি।

আহমদ মুসা যাত্রা করেছে দক্ষিণ সাইপ্রাসের পাফোস বন্দর থেকে। বন্দরটি মূলত ফিশিং বন্দর। আহমদ মুসা আগের দিন সাইপ্রাসে এসে থেমেছিল লিমাসোল বন্দরে একজন ট্যুরিষ্টের পরিচয়ে। বৈরুত থেকে সে সাইপ্রাসের ভিসা নিয়েছিল আবু আমরকে দিয়ে দালালের মাধ্যমে। পাসপোর্টে তার হবি লেখা আছে ফিশিং ও ফরেষ্ট ট্যুরে। আহমদ মুসা লিমসোল থেকে কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে গতকালই সড়ক পথে এসেছিল দক্ষিণ সাইপ্রাসের সর্বদক্ষিণ বন্দর শহর পাফোসে। এখানে এসে আরও খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল, তোয়া উপকূল মাছ শিকারের জন্যে বিখ্যাত। সাইপ্রাস থেকেও জেলেরা মাছ শিকারে মাঝে মাঝে সেখানে যায়। অনুমতি নিয়ে ও রয়্যালটি দিয়ে সেখানে মাছ শিকার করা যায়। তবে কয়েকদিন হলো সেখানে মাছ শিকার ভীষণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়েছে। সবাইকে মাছ শিকারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। কথা বলে খুশি হলে তবেই এই অনুমতি মেলে। দ্বীপে ট্যুরিষ্টদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। আইনসংগত ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসায় ও চাকরির প্রয়োজন ছাড়া সাইপ্রাসবাসিরাও সেখানে যেতে পারে না।

আহমদ মুসা ভালো করে খোঁজ-খবর নিয়ে একটা ফিশিং ট্রলার কোম্পানীতে যায়। নিজের পরিচয় দিয়ে বলে যে, সে একজন পর্যটক, ফিশিং তার হবি। তোয়া উপকূলে মাছ শিকার তার বহুদিনের ইচ্ছা। তাকে ভালো ট্রলার ও সহযোগিতার জন্যে জেলে দিয়ে সাহায্য করলে এর জন্যে উপযুক্ত অর্থ দিতে সে

রাজি আছে। কোম্পানির মালিক বলে, এর জন্যে তো লাগবে অনেক অর্থ। অত্যাধুনিক ট্রলার যদি নিতে হয়, তাহলে প্রথম ফেরত যোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫ হাজার মার্কিন ডলার। আর প্রতি ঘণ্টায় ট্রলারের ভাড়া ১০০ ডলার করে। কমপক্ষে ৫ জন জেলে সাথে যাবে। তাদের প্রতিজনের প্রতি ছয় ঘণ্টার কর্মদিনের জন্যে লাগবে ১০০ ডলার করে। ফিশিং সরঞ্জামের ভাড়া লাগবে না। সেটা বোটের ভাড়ার মধ্যে শামিল।

খরচের হিসেব শুনে আহমদ মুসা মনে মনে বলেছিল, এর দ্বিগুণ, কিংবা কয়েকগুণ বেশি দাবি করলেও তোমরা পেতে। কিন্তু মুখে বলেছিল, ট্রলার ভাড়া ও জেলেদের পারিশ্রমিক যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি।

কোম্পানীর কর্তা বলেছিল, তাহলে স্যার ফিশিং আইডিয়া ছেড়ে দিন, সেটাই ভাল।

এটাই যদি আপনার শেষ কথা হয়, তাহলে আমাকে রাজি হতেই হবে। অনেক আশা করে আমি এসেছি। বলেছিল আহমদ মুসা।

ধন্যবাদ। সাংঘাতিক ফিশিং হবি তো আপনার! কিন্তু আরেকটি ব্যাপারে আপনাকে রাজি হতে হবে। সেটা হলো, তোয়া উপকূল এলাকায় বর্তমানে খুব কড়াকড়ি চলছে। আপনি যদি ফিশিং অনুমতি না পান কিংবা আপনার কোন বিপদ হয় তার জন্যে আমরা দায়ী থাকব না এবং আমরা ক্ষতিও স্বীকার করব না। দ্বিতীয়ত এক কর্মদিন অর্থাৎ ছয় ঘণ্টার ভাড়া ও পারিশ্রমিক আপনাকে সিকিউরিটি মানির সাথে অগ্রিম জমা দিতে হবে। বলেছিল কোম্পানীর কর্মকর্তা।

আপনাদের এ শর্তও আমি মেনে নিচ্ছি। তবে আমার যদি কোন বিপদ হয়, তবে সেটা আমার আত্মীয়-স্বজনকে আপনাদের জানাতে হবে। আমি নিকোশিয়ার একটা পোষ্ট বক্স নাম্বার দিয়ে যাবো। সেখানে জানালেই আমার আত্মীয়-স্বজনরা তা পেয়ে যাবে। কৃত্রিম বিনীত কণ্ঠে বলেছিল আহমদ মুসা।

এভাবে একটা আধুনিক ফিশিং ট্রলার বোট এবং ৫ জন জেলে নিয়ে যাত্রা করেছে আহমদ মুসা।

বিকেল চারটায় বোট নিয়ে পাফোস থেকে যাত্রা করেছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বলেছে শেষ রাত এবং সকালেই সে মাছ ধরতে ভালবাসে। সে সন্ধ্যার মধ্যে তোয়া উপকূলে পৌছতে চায়।

পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার বোট উপকূলের দিকে।

বোটের পেছন দিকে বোটের চার ভাগের এক ভাগ জায়গায় আধুনিক কেবিন। কেবিনের মাথার উপর ফ্ল্যাগ ষ্ট্যান্ডে উড়ছে ফিশিং পতাকা।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে ৫টা বাজে। নব্বই-একশ মাইলের মত এসেছে। আরও পঞ্চাশ-ষাট মাইল বাঁকি। তার মানে আরও এক ঘণ্টা লাগবে তোয়া উপকূলে পৌছতে। সন্ধ্যায় পৌছবে তারা তোয়া উপকূলে। এ রকম একটা সময়ই আহমদ মুসা চায়।

আহমদ মুসার পরিকল্পনা হলো, সাংঘাতিক অসুস্থ হওয়ার কথা বলে সে উপকূলে নেমে সকালে ফিরে আসার কথা বলবে। আর যদি সকালে ফিরতে না পারে, তাহলে ট্রলার যেন চলে যায়। একটা বেয়ারার চেক দিয়ে যাবে, যা ভাঙালে তাদের পাওনা পরিশোধ হয়ে যাবে।

আরও এক ঘণ্টা পার হলো।

তোয়া উপকূলে তারা এসে পৌছেছে। তোয়া দ্বীপের উত্তর উপকূলটা কালো দেয়ালের মত তাদের সামনে। তোয়া দ্বীপ থেকে কোন আলো তারা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু উপকূলের পানিতে আলোর ছুটোছুটি দেখা যাচ্ছে। পাঁচজন জেলের যে সর্দার সে বলল, স্যার ছুটন্ত যে আলোগুলো দেখছেন, সেগুলো উপকূল গার্ডদের বোটের আলো। আমাদের বোটের আলো দেখলেই দেখবেন তারা ছুটে আসবে।

আমাদের বোটের আলো দেখে তারা বুঝবে কি করে যে, আমাদের এটা উপকূল গার্ডের বোট নয়। অন্ধকারে তো তারা আমাদের বোট দেখতে পাবে না। জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

স্যার, দেখুন ওদের ও আমাদের বোটের আলোর রংয়ে পার্থক্য আছে। দেখুন আমাদের বোটের আলোর রং সম্মোহনকারী হালকা নীলাভ। রাতে মাছ

শিকারের জন্যে এই রং খুব কার্যকরী। সব বোটের আলোই এই রংয়ের। কিন্তু ওদের বোটের আলো দেখুন স্বচ্ছ সাদা। বলল জেলেদের সর্দার।

আহমদ মুসাদের বোট তখন ‘তোয়া’ উপকূলের আরও কাছে চলে এসেছে।

এই সময় জেলেদের সর্দার নিকোলাস নেলসন দ্রুতকণ্ঠে বলল, স্যার দেখুন, দু’টি বোট আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসাও দেখল দু’টি আলো তীর বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে। আহমদ মুসা বলল, আমি সাইপ্রাসের লোক নই দেখলে তারা আমাকে কি করবে বলে মনে কর?

স্যার, তারা কথা বলে ছেড়েও দিতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে নিয়েও যেতে পারে। উর্ধ্বতন অফিসাররা ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু স্যার, সন্দেহ হলে তারা নির্ঘাত মেরে ফেলবে। স্যার, এখনকার ওরা মানুষের বাচ্চা নয়। গত সপ্তাহ দুই ধরে এই অবস্থা হয়েছে।’ বলল জেলেদের সর্দার নিকোলাস নেলসন।

আমাকে নিয়ে গেলে তোমরা কি করবে? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

নিয়ে যাবে তারা? আমরা বুঝতে পারছি না স্যার, আপনাকে নিয়ে গেলে আমরা কি করব। আপনিই বলুন।

আমি ভয় করছি না। আমাকে নিয়ে গেলেও তারা ছেড়ে দেবে। সন্দেহের কিছু পাবে না। নিয়ে যদি যায় তাহলে তোমরা অপেক্ষা না করে চলে যেও। আমি যাবার সময় একটা চেক দিয়ে যাব, সেটা পাফোসের ব্যাংকে ভাঙিয়ে পাওনা নিয়ে নিতে পারবে। বলল আহমদ মুসা।

আপনার কথা শুনে আমারই ভয় করছে স্যার। কিন্তু আপনাকে ভীত দেখছি না? বলল জেলেদের সর্দার।

‘ভয় পাব কেন? আমার কোনই অপরাধ নেই। মানুষ মানুষকে ভয় পাবে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু ওরা তো মানুষ নয়। সামান্য সন্দেহ হলেও ওরা পাখির মত গুলী করে মানুষ মারে। ভয়টা আমার এ জন্যেই। আপনি খুব ভাল মানুষ.......।

কথা শেষ না করেই বলল, স্যার ওরা এসে গেছে।

ঠিক আছে, আসতে দাও। বলল আহমদ মুসা।

এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দু'দিক থেকে দুই পেট্রল বোট এসে আহমদ মুসাদের বোটের দু'পাশে অবস্থান নিল। দু'পাশের দু'বোট থেকে দু'হুক দিয়ে আহমদ মুসাদের বোটকে ওদের বোটের সাথে আটকে দেয়া হলো।

দু'বোট থেকে দু'অফিসার আহমদ মুসাদের বোটে উঠে এল। তাদের সাথে উঠে এল আরও দু'জন প্রহরী। তাদের হাতে উদ্যত সাব-মেশিনগান, তা তাক করা বোটের লোকদের দিকে।

বোটে উঠেই একজন অফিসার বোটের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, পরিচয়ের কাগজপত্র নিয়ে সার বেধে দাঁড়াও।

জেলেরাসহ আহমদ মুসা সার বেঁধে দাঁড়াল। জেলেদের সবার কাগজপত্র দেখে ওকে করে দিল। কিন্তু অফিসারটি আহমদ মুসার ফিসিং কন্ট্রাক্টের কাগজপত্র ও পাসপোর্ট দেখে বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, জানেন না, 'তোয়া উপকূলে পর্যটকদের আসা নিষিদ্ধ হয়েছে?

আমি পর্যটক হিসেবে আসিনি, আমি এসেছি এখানে ফিশিং-এর জন্যে। বলল আহমদ মুসা।

কিন্তু নিশ্চয় আপনি জেনেছেন, সাইপ্রাসের নাগরিক ছাড়া অন্য সবার জন্যে ফিশিং এখানে নিষিদ্ধ?

আমি সাইপ্রাসের নই বটে, কিন্তু যাদের নিয়ে আমি ফিশিং এ এসেছি, সবাই সাইপ্রাসের। বোট, ফিশিং সরঞ্জাম, জেলে সবাই সাইপ্রাসের। আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু আপনি সাইপ্রাসের নন। অন্যদের ব্যাপারে প্রশ্ন নেই।

কথা শেষ করেই অফিসারটির দিকে চেয়ে বলল, এঁকে আমাদের বেজ ক্যাম্পে নিয়ে যাও। তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখুক।

অফিসারটির কথা শেষ হতেই জেলেদের সর্দার নিকোলাস নেলসন বলল, স্যার, ওঁকে নিয়ে যাবেন না। আমরা ফিশিং করব না, আমরা ফিরে যাচ্ছি সাইপ্রাসে।

ওঁকে ছাড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। অবাঞ্ছিত কেউ আমাদের জলসীমা ও উপকূলে ধরা পড়লে, তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যেতে হবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তাঁদের কাছে নামের তালিকা ও ফটোর এ্যালবাম আছে, সে সবের সাথে মিলিয়ে যা ইচ্ছে তারাই করবেন। থামল অফিসার।

থেমেই সে পুলিশ অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ইলাম, এঁকে সার্চ করে তোমার বোটে তুলে নাও।

ইলাম নামের অফিসার এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা নিজের থেকেই হাত তুলে দাঁড়াল।

অফিসারটি এসে আহমদ মুসার জ্যাকেট ও প্যান্টের সবগুলো পকেট সার্চ করল। কমর সার্চ করার সময় চামড়ার খাপে একটা ছুরি পেল সে।

ছুরিটি খুলে নিয়ে অন্য অফিসারটির উদ্দেশ্যে বলল, পকেটে মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই স্যার।

ঠিক আছে তাকে বোটে তুলে নাও। বলল অফিসারটি।

আহমদ মুসা সার্চকারী অফিসারটিকে বলল, একটু সময় দিন।

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা চেক বের করে জেলেদের সর্দারের হাতে দিয়ে বলল, ব্যাংকে এটা ভাঙিয়ে আপনাদের ও মালিকের পাওনা নিয়ে নেবেন।

কথা শেষ করেই অফিসারটির সাথে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। জেলেদের সর্দার নেলসন বলল, স্যার আমরা কি অপেক্ষা করব না?

না অপেক্ষা করবে না। বলল আহমদ মুসা।

আপনি ফিরবেন কি করে? জিজ্ঞাসা নেলসনের।

যারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরই দায়িত্ব হবে আমাকে আমার জায়গায় ফেরত পাঠানো। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা বোটে উঠলে তারপর অফিসারটি বোটে উঠে এল।

সংগে সংগেই বোট ষ্টার্ট নিল।

বোটে অফিসারসহ ওরা পাঁচজন।

আহমদ মুসাকে বোটের সামনে রেখে বোটের মাঝখানে অফিসারসহ চারজন বসল। বোটের পেছনে একজন। বোটকে সেই ড্রাইভ করছে।

বোটের মাঝখানে অফিসার ছাড়া তিনজনের হাতেই ষ্টেনগান। নির্দেশ বা প্রয়োজন হলেই ষ্টেনগানগুলোর নল উঠে আসবে এবং গুলীর বৃষ্টি সৃষ্টি করবে।

বোট দ্রুত চলছে উপকূলের দিকে।

অফিসারটি এক সময় আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাকে খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি এভাবে ফাঁদে পড়লে কেন?

ফাঁদে কোথায়? জিজ্ঞাসাবাদ তো তোমরা করতেই পার। আহমদ মুসা বলল।

হাসল অফিসারটি। বলল, ফাঁদ নয় ফাঁসি কাষ্টের দিকে তুমি যাচ্ছ। দুঃখের সাথে বলছি, তোমার মত অবাঞ্চিত, অপরিচিত যারা তোয়া দ্বীপে পা রাখে, তারা আর ফিরে যায় না।

আহমদ মুসা ওদের চ্যালেঞ্জ করারই একটা পথ খুঁজছিল। সে সুযোগ পেয়ে বলল, কিন্তু তোমরা আমাকে বলেছ, তোমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। এখন বলছ তোমাদের মতলব অন্যরকম। তাহলে তো আমি যাব না।

হেসে উঠল অফিসারটি। বলল, মনে হচ্ছে যাওয়া না যাওয়া তোমার হাতে?

দেখ, আমি এখনও তোমাদের বেজ ক্যাম্পে যাইনি। আমি এখনও মুক্ত।

তোমার সামনে তিনটি ষ্টেনগান আছে দেখতে পাচছ না? নির্দেশ দিলেই হা করে উঠবে তোমার দিকে, তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে গুলীর বৃষ্টি।

আহমদ মুসা পা মুড়ে বসে ছিল। মুড়ানো তার ডান পা তার ডান 'হিপ'-এর বাইরে বেরিয়ে ছিল। আহমদ মুসার ডান হাতটা তার ডান পায়ের টাকনুর উপর রাখা ছিল। আর তার পায়ের মোজার ভেতর গুজে রাখা এম-১৬ এর সর্বাধুনিক মিনি সংস্করণ 'লিটল ক্যানল' রিভলবারটির বাট আহমদ মুসার ডান হাত স্পর্শ করে আছে। আহমদ মুসার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে এক টুকরো হাসি।

সে দুটো আঙুল দিয়ে নাইলনের মোজা ইতিমধ্যেই নামিয়ে দিয়েছে। এবার 'লিটল ক্যানন'-এর বাঁটে হাত রেখে বলল, তোমরা কি করবে, আমাকে মেরে ফেলবে?

কেন, ক্ষতি কি? যে কাজটা ওরা একটু পরে করবে, সে কাজ আমরা এখন করলে ক্ষতি কি? বরং তারা খুশি হবে এই ভেবে যে, আমরা শেয়ানা হয়েছি।

কিন্তু মি. এ্যারন, শুধু গন্ডাখানেক ষ্টেনগান থাকলেই মানুষকে আটকানো যায় না।'

বলেই আহমদ মুসা রিভলবার সমেত ডান হাত বিদ্যুত বেগে সামনে এনে চারজনকে তাক করল। বলল, তোমরা ষ্টেনগান তোলার চেষ্টা করলে আর মি. এ্যারন তুমি পকেটে হাত দেয়ার চেষ্টা করলে এই 'লিটল ক্যানন' ব্রাশ ফায়ার করবে। তোমার হাতের ষ্টেনগান, হাতের রিভলবার বোটে রেখে পানিতে নেমে যাও, আমি তোমাদের মারতে চাই না।

একথা বলার সময় পেছনে ড্রাইভিং-এ বসা লোকটি তার পাশে রাখা ষ্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা এদের সাথে কথা বললেও তার চোখ পেছনের লোকটিকেও কভার করছিল।

কথা বলার মধ্যেই আহমদ মুসার 'লিটল ক্যানন' রিভলবারটির ট্রিগার সেকেন্ডের জন্যে চেপে বসল আর সামনে বসা চারজনের মধ্যে দু'জনের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা বুলেট ছুটে গিয়ে নিখুঁতভাবে তার মাথায় আঘাত করল।

লোকটির দেহ উল্টে ঝপ করে পানিতে পড়ে গেল।

এরা চারজনই পলকের জন্যে পেছনে তাকিয়ে মরিয়া হয়ে তিনজন তাদের ষ্টেনগানের নল উপরে তুলেছিল। আর অফিসারটিও হাত দিয়েছিল পকেটে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগারের উপরেই ছিল। তা আবার চেপে বসল ট্রিগারে। আর আহমদ মুসার হাতটি রিভালবারটি ঘুরিয়ে নিল চারজনের ওপর দিয়ে।

মুহূর্তেই চারজনের দেহ ঝরে পড়ল বোটের ওপর।

আহমদ মুসা চারদিকে চেয়ে দেখল, আশেপাশে কোন পেট্রল বোটের আলো দেখা যাচ্ছে না। আর অটো সাইলেন্সারের 'লিটল ক্যানন' গুলী করার সময় সামান্য হিস হিস ছাড়া কোন শব্দ করে না।

আহমদ মুসা তার 'লিটল ক্যানন'-এর নলটা মুছে নিয়ে সেটা আর সে পায়ের মোজায় গুজল না। কাঁধের মধ্যখানে ঘাড়ের নিচে জ্যাকেটের একটা গোপন পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর লাশগুলো পানিতে ফেলে দিল। বোটের আলো নিভিয়ে দিয়ে সে গিয়ে পেছনের ড্রাইভিং সিটে বসল। বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ফ্লাগ ষ্ট্যান্ডের সাথে বেঁধে রাখা ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাগ খুলে ফেলল। তারপর ফ্ল্যাগ ষ্ট্যান্ড খুলে নিয়ে বৈঠা বেয়ে সে চলল উপকূলের দিকে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে চলল বোটটি।

পৌনে এক ঘণ্টার মত বোট চালিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আহমদ মুসা উপকূলের গাছপালার আড়ালে পৌছে গেল।

তীরের কোথায় কি আছে, কোথায় রাস্তা, কোথায় কোথায় ওদের বেজ ক্যাম্প আছে, এ সম্পর্কে আহমদ মুসার কোন কিছুই জানা নেই। তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত, তোয়া দ্বীপের তোয়া শহরটি এবং তোয়ার শাসনকেন্দ্র যেহেতু পূর্ব উপকূলের মাঝামাঝি স্থানে, তাই বোটটি সে উত্তর উপকূলের পূর্ব অংশের কোথাও নোঙর করে স্থলপথে 'তোয়া' শহরের দিকে এগোতে চায়। উপকূলের পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভাগের দুই স্থানে আলো দেখতে পেল আহমদ মুসা। ওগুলো কি কোষ্টাল গার্ডদের বেজ ক্যাম্প? যাই হোক, তার গন্তব্য এটা নয়। তাকে আরও পূর্বে এগোতে হবে।

উপকূল ধরে আরও এগোলো আহমদ মুসা।

পূর্ব প্রান্তের দিকে অনেকটাই চলে এসেছে আহমদ মুসা।

ডান পাশে উপকূলে আরো এক গুচ্ছ আলোর রেখা দেখতে পেল আহমদ মুসা। আর পূর্বে এগোনো নয়, এরই আশেপাশে তাকে নামতে হবে। তার নিশ্চিত ধারণা, ওটা যদি ওদের বেজ ক্যাম্প হয়, তাহলে সে ক্যাম্পের সাথে তোয়া সিটির সংযোগ-রাস্তাও আছে। সেই রাস্তা আহমদ মুসার দরকার।

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে উপকূলের আলোটাকে আহমদ মুসা বামে রেখে উপকূলের দিকে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা।

অস্ত্র-শস্ত্রসহ বোটটাকে সামলে রেখে আহমদ মুসা প্রায় পনের মিনিট ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছে।

বোট থেকে নেমে দেড়শ' গজের মত সোজা দক্ষিণে হেঁটে আহমদ মুসা পূর্ব দিকে টার্ন নিল। তার হিসেব হলো বেজ ক্যাম্প থেকে কোন রাস্তা তোয়া সিটির দিকে গেলে, তাকে অবশ্যই প্রথমে কিছুটা দক্ষিণে এগোতে হবে, তারপর রাস্তাটা পূর্ব-দক্ষিণ কৌণিক টার্ন নিতে পারে। এই হিসেব কষেই আহমদ মুসা অল্প কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে সোজা পূর্ব দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার অনুমান অনুসারে শ'খানেক গজ এগোলেই বেজ ক্যাম্প থেকে দক্ষিণে যাওয়া রাস্তাটাকে ক্রস করবে। কিন্তু একশ' দেড়শ' গজ এগিয়েও আহমদ মুসা রাস্তার চিহ্নও পেল না। কোন অমনোযোগিতার কারণে হয়তো সে রাস্তাটা মার্ক করতে পারেনি, হয়তো সেটা কাঁচা রাস্তা হতে পারে। আহমদ মুসা আবার ফিরে দাঁড়াল। আবার হাঁটল একশ' দেড়শ' গজ। কিন্তু রাস্তার কোন চিহ্ন নেই।

আহমদ মুসা বেজ ক্যাম্পে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

একটা গাছে উঠে সে আলো দেখে জায়গাটা মার্কিং করে সেদিকে এগোলো। পৌছল সেখানে। কিন্তু বেজ ক্যাম্প কোথায়? ওটা তো একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। তার সাথে আছে একটা জ্বালানি ডিপো। দু'টিই সদ্য নির্মিত। আহমদ মুসা বুঝল ইসরাইলীরা তোয়া দ্বীপে নতুন আস্তানা গড়ার পর তারা এই নতুন পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও সাপ্লাইকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এই কারণে এখনও রাস্তা তৈরি হয়নি। আহমদ মুসা ভাবল, তাহলে ওদের বেজ ক্যাম্প কোথায়? পেছনে ফেলে আসা দু'টিই কিংবা তাদের একটি বেজ ক্যাম্প হতে পারে? অতীত ভেবে আর লাভ নেই, মনে মনে বলল আহমদ মুসা। পেছনে ফেরার পথ নেই। তাকে সামনেই এগোতে হবে। আহমদ মুসা দ্রুত আরেকটা গাছে উঠল। লক্ষ্য, তোয়া

দ্বীপের পূর্ব উপকূলে তোয়া শহরের অবস্থানের একটা ধারণা নেয়া। শহরের বিদ্যুৎ বাতির যে ছটা আকাশে উঠে। তা দেখে এই অবস্থান স্থির করা যায়।

আহমদ মুসার চাওয়া সফল হলো। সে গাছ থেকে পূর্ব আকাশের মাঝামাঝি একটা জায়গায় আকাশে আলোর ছায়া দেখতে পেল। আহমদ মুসা অনুমান করল, গাছকে বিন্দু হিসেবে ধরে যদি সোজা পূর্বমুখী একটা সরল রেখা টানা যায়, তাহলে যে একটা সমকোণ তৈরি হয়, তারপর বেজ বিন্দু থেকে একটা রেখাকে যদি তোয়া নগরীর আলোক ছটার সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে বেজ বিন্দুতে ভূমি সংলগ্ন যে কোণের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৪০ ডিগ্রি অনুমান করল আহমদ মুসা। তার মানে তাকে এখান থেকে ৪০ ডিগ্রি সরল রেখা অণুসরণ করে চলতে হবে। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আহমদ মুসা দেখল, তার কল্পিত ৪০ ডিগ্রি রেখা বরাবর ঠিক উপরে আকাশে লুব্ধক তারা, আদম সুরতের পায়ের নিচে জ্বল জ্বল করছে। লুব্ধককে ঠিক না বরারবর রেখে এগিয়ে গেলে 'তোয়া সিটি' পেয়ে যাবে আহমদ মুসা। খুশি হলো আহমদ মুসা। মাটিতে নেমে ৪০ ডিগ্রি রেখার দিক ঠিক করা তার পক্ষে সহজ হতো না।

আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আহমদ মুসা গাছ থেকে নামল এবং বিসমিল্লাহ বলে সে যাত্রা শুরু করল।

উপকূল অঞ্চলেই বনটা গভীর। আহমদ মুসা যতই এগোতে লাগল, তখন বনটা হালকা হয়ে এল। তবে ঝোপ-ঝাড় ও ভূমির উঁচু-নিচু অবস্থা বৃদ্ধি পেল। মাঝে মাঝে পাহাড়ও সামনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসা পাহাড়গুলো এড়িয়ে উপত্যকার পথে ডাইরেকশন ঠিক রেখে চলতে লাগল।

একদম নীরব মনে হলো তোয়া দ্বীপটাকে। যতটা পথ এল একটা লোকালয়ও তার চোখে পড়েনি।

আটশ' বর্গ মাইলের ছোট্ট দ্বীপ এই তোয়ার। লোক সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি নয় শুনেছে। অধিবাসীদের প্রায় সবাই ইহুদি। পেশায় তারা জেলে। একটা বড় অংশ চোরাকারবারের সাথে জড়িত। দ্বীপটা ইসরাইলের তত্ত্বাবধানেই ছিল। এটা জানা গেছে, ইসরাইল সরকার ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর। এরপর তারা এই 'তোয়া' দ্বীপে এসে আসন গেড়েছে। নানা সূত্র থেকে জেনেছে

প্রায় ৭ হাজার ইসরাইলী এখন পর্যন্ত এই দ্বীপে এদের মধ্যে রয়েছে সৈনিক, সরকারি আমলা, ব্যবসায়ীসহ প্রায় সবাই। ইসরাইল সরকার, সেনাবাহিনী, আমলা ও পুলিশের উর্ধ্বতন লোকরা, যারা পালাতে পেরেছে, তারা সবাই এখানে এসেছে। এদেরকে নিয়েই এখানে একটা অস্থায়ী সরকার, ইসরাইল সেনা ও পুলিশ বাহিনী ও আমলা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

আহমদ মুসা আরও ঘণ্টা খানেক চলার পর হঠাৎ করেই একটা রাস্তা সে পেয়ে গেল।

রাস্তাটা পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। কাঁচা সড়ক যাকে বলে, এ তাই।

খুশি হলো আহমদ মুসা।

রাস্তাটা যখন পূর্বদিকে এগিয়েছে, তখন ঘুরে-ফিরে রাস্তাটা তোয়া সিটিতে যাবে নিশ্চয়।

রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

মিনিট পাঁচেক চলার পর একটা পাহাড় ঘুরে রাস্তাটি সমতল একটি বনজ উপত্যকায় প্রবেশ করল। তার সাথে রাস্তাটা ঘুরে গেল দক্ষিণ দিকে।

দু'দিকে গাছ-গাছড়ার সারি, মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে রাস্তা।

দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে মিনিট দশেক চলার পর ডান দিকে একটা ফাঁকা এলাকা দেখতে পেল। প্রথম বারের মত ফসলের ক্ষেত তার নজরে পড়ল। ফসলের ক্ষেতের ওপর দিয়ে একটা ছোট পাহাড় নজরে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলো। আর পাহাড়ের এ প্রান্তের গোড়ায় দেখতে পেল গুচ্ছাকার আলো। ওটা কি বাজার কিংবা রেষ্টুরেন্ট? যাই হোক, আহমদ মুসা সেখানে যাবে ঠিক করল। কি পরিচয় দেবে, কি কথা বলবে, অবস্থা বুঝে তার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে আহমদ মুসা দেখল, সড়ক থেকে এক প্রস্ত রাস্তা ক্ষেত দু'পাশে রেখে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা সেই পথ ধরে গুচ্ছ আলো লক্ষ্য করে চলতে লাগল।

ঠিকই, আলোর গুচ্ছটা একটা রেষ্টুরেন্ট গেছে। আশেপাশে আরও কিছু দোকান-পাট আছে। সব মিলিয়ে জায়গাটা গ্রামীণ বাজারের মত।

আহমদ মুসা এগোলো রেষ্টুরেন্টের দিকে। ছয়-সাতজন লোক বসে আছে। মগে করে তারা কি খাচ্ছে।

আহমদ মুসা রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করলে সবাই একযোগে তার দিকে তাকাল, দু'জন বয় ও ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিও।

আহমদ মুসা হিব্রু ভাষায় শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাশ-কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি তোয়া শহরে যাচ্ছিলাম। পথে আমার গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। আমি এ এলাকায় নতুন। তোয়া শহরে যাওয়ার কি ব্যবস্থা হতে পারে?

কাউন্টারের লোকটি আহমদ মুসার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তবে তার দৃষ্টিতে সন্দেহ দেখলো না, বরং দেখতে পেল কিছুটা অস্বস্তি। বলল আঞ্চলিকটানের অশুদ্ধ হিন্দিতে, এ পথ দিয়ে কোন গাড়ি গেলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে, তারা যদি রাজি হয়। অন্যথায় হাঁটা ছাড়া কোন পথ নেই। ঘোড়ায় টানা গাড়ি মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু রাতে তা পাওয়া যাবে না।

আহমদ মুসা পাশের একটা টেবিলে বসতে বসতে বলল, কিন্তু খুব জরুরি, আমাকে রাতেই পৌছতে হবে। এখান থেকে তোয়া শহর কত দূর হবে?

ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি কিছু বলার আগেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলল, পাঁচ-ছয় কিলোমিটার হবে। তোয়া'র সরকারের কারও সাথে পরিচয় আছে?

নেই। আহমদ মুসা বলল।

তাহলে রাতে আপনি যেতে পারবেন না। খুব কড়াকড়ি ও ধর-পাকড় চলছে। বলল লোকটি।

আপনাদের কারও পরিচয় নেই। কারও নাম বলতে পারেন না। আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

না, আমরা কাউকে চিনি না। ওরা সবাই নতুন। রাতে আমাদের যাওয়াও নিরাপদ নয়। শুনেছি, আমাদের আইডি কার্ড দেবে, কিন্তু এখনও দেয়নি।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে গাড়ির শব্দে আহমদ মুসা সেদিকে ফিরে তাকাল। দেখল, একটা গাড়ি উন্মত্ত গতিতে এদিকে ছুটে এসে দাঁড়াল।

ঠিক এ সময় আরও দু'টি গাড়ি তীব্র গতিতে রেষ্টুরেন্টের দিকে ছুটে এল।

আগের গাড়ি থেকে একটি মেয়ে লাফ দিয়ে নেমেই 'বাঁচাও' বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে করতে রেষ্টুরেন্টের দিকে ছুটে এল।

পেছনের গাড়ি দু'টিও আগের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। দু'গাড়ি থেকে সাত আটজন লোক নামল এবং ছুটে এল রেষ্টুরেন্টের দিকে মেয়েটির পেছনে পেছনে।

মেয়েটি ছুটে এসে যে টেবিলে ছয় সাতজন লোক বসেছিল, তার পেছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি তখনও চিৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচান আপনারা এ গুন্ডা লোকদের হাত থেকে।

মেয়েটি অনিন্দ সুন্দরী এক তরুণী। বয়স একুশ-বাইশ। একটি ফুলকে দলিত করলে যে অবস্থা হয়, ফুলের মত সুন্দর মেয়েটিরও সেই অবস্থা। মেয়েটির সার্টটি ছেঁড়া, চুল আলু-থালু।

মেয়েটির কথিত গুন্ডারা ছুটে এসে রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করল।

মেয়েটি তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে, বাঁচান আপনারা আমাকে।

গুন্ডারা রেষ্টুরেন্টে ঢুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসল মেয়েটির দিকে। তাদের একজন চিৎকার করে বলল, আমাদের এ মেয়েটি হঠাৎ পাগলের মত আচরণ করছে। তোমরা কিছু মনে করো না। আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।

মেয়েটিকে ধরার জন্যে এগোলো ওরা।

চিৎকার করে মেয়েটি বলল, ওদের কথা মিথ্যা। আমি ওদের চিনি না। ওরা আমার ক্ষতি করতে চায়। ওদের কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আমাকে বাঁচান আপনারা। কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

রেষ্টুরেন্টে উপস্থিত লোকগুলো সবাই পাথরের মত হয়ে গেছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবার চোখে-মুখেই অস্বস্তি ও ভয়।

মেয়েটিকে ওরা ধরেছে, নিয়ে আসছে চ্যাংদোলা করে। মেয়েটি চিৎকার করছে আর ফাঁদে আটকা মাছের মতো তড়পাচ্ছে।

আহমদ মুসা সবকিছু দেখছিল। তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, একটা সুন্দরী মেয়ে একাকি আসতে গিয়ে গুন্ডাদের হাতে পড়েছে। কোন রকমে সে প্রথম দফা গুন্ডাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিল। তার ছেঁড়া জামা ও বিধ্বস্ত অবস্থাই তার প্রমাণ। হাত থেকে পালিয়ে আসা শিকারকে আবার তারা ধরতে এসেছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসার সমগ্র হৃদয়তন্ত্রীতে একটা অসহনীয় যন্ত্রণার সৃষ্টি হলো। ভুলে গেল সে তার নিজের কথা, ভুলে গেল রাতেই তাকে তোয়া শহরে পৌছতে হবে সে কথা। তার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান বড় হয়ে উঠল অসহায় মেয়েটির আর্তচিৎকার আর তাকে বাঁচানোর জন্যে বুক ফাটা তার আকুল আবেদন।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসার পাশ দিয়ে তারা নিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটিকে।

যে লোকটা মেয়েটির পায়ের দিকটা ধরেছিল তার বাম কানের নিচে ঘাড়টা লক্ষ্যে ডান হাতের কারাত চালাল আহমদ মুসা।

লোকটি আহমদ মুসার দিকে তাকানোরও সুযোগ পেল না। একবার টলে উঠে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মেয়েটির পেছন দিকটা পড়ে গেল মেঝের ওপর। মাথার দিকটা যে ধরেছিল, সে ঘুরে দাঁড়াল দেখার জন্যে কি ঘটেছে। তারও বাম কানের পাশটা আহমদ মুসার সামনে এসে গেল।

লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বুঝার আগেই আহমদ মুসার ডান হাত আবার বজ্রের মত ছুটে গিয়ে দশ কেজি ওজনের কারাত চালাল বাম কানের নিচে নরম জায়গায়।

সেও মুখ তুলে দেখারও সুযোগ পেল না। সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পেছনে আসছিল দু'জন লোক। তাদের একজনের হাতে উঠে এসেছে রিভলবার। রিভলবারের নল উঠে আসছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার কাছেই টেবিলে দু'টি গ্লাস ছিল। হাত ছিল তার কাছেই। চোখের পলকে গ্লাসটি নিয়ে বুলেটের গতিতে ছুঁড়ে মারল রিভলবারধারী লোকটির কপাল লক্ষ্যে।

নিখুঁত লক্ষ্য। গ্লাসটি গিয়ে বজ্রের মত আঘাত হানল লোকটির কপালে।

মুখ থেকে তার গগণ বিদারী 'আ' চিৎকার উঠল এবং তার দেহটা বেঁকে গেল পেছন দিকে।

তার শিথিল হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে যাচ্ছিল। বাজপাখির মত আহমদ মুসা তা লুফে নিল।

পেছনের দ্বিতীয় লোকটির হাতেও রিভলবার। কিন্তু কপালে গ্লাসের ঘা খাওয়া লোকটি তার ওপর পড়ে গিয়েছিল। তাকে সামলাতে গিয়ে সে তার হাতের রিভলবার আহমদ মুসার লক্ষ্যে যথাসময়ে তুলতে ব্যর্থ হলো। সে তাড়াতাড়ি তার ডান হাতটাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা এ সুযোগ গ্রহণ করলো। তাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসার রিভলবার আগেই উঠে এসেছে। শুধু তর্জনিটা চাপল ট্রিগারের ওপর। একটা বুলেট গিয়ে নিমেষে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিল।

মেয়েটি আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভয় ও আতংকে তখন সে কাঁপছে।

আপনি ভেতর দিকে সরে যান। ভয় নেই। আমি দেখছি। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

কম্পমান মেয়েটি টলতে টলতে পেছনে সরে গেল।

মেয়েটির সাথে কথা বলার আগেই আহমদ মুসা রিভলবার তাক করেছিল সামনের তিনজনের লক্ষ্যে।

ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

সম্ভবত ওদের কারও কাছেই রিভলবার ছিল না। আহমদ মুসার রিভলবার দেখে ওরা আহমদ মুসার দিকে এগোতে গিয়েও পিছিয়ে গেছে। দু'জনের সংজ্ঞাহীন দশা, ফাটা কপাল নিয়ে একজনের বেহাল অবস্থা এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে আরেকজন সাথীর নির্মম মৃত্যু তারা চোখের সামনেই দেখছে।

আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্যে বলল, দেখ অনর্থক কোন মানুষকে হত্যা করা আমি পছন্দ করি না। তোমরা যদি না মরতে চাও। আমার নির্দেশ পালন কর।

তারপর আহমদ মুসা তাকাল মেয়েটির দিকে। বলল, আপনি ওদের কাছ থেকে কিছু দড়ি যোগাড় করুন।

দড়ি যোগাড় হয়ে গেলে সেই দড়ি ওদের তিনজনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, তুমি ওদের দু'জনকে পিছমোড়া করে বাঁধ।

লোকটি নির্দেশ পালন করল। পিছমোড়া করে ওদের দু'জনের হাত-পা বাঁধল।

ওদের বাঁধা হয়ে গেলে সংজ্ঞাহীন দু'জন ও আহত একজনকেও বাঁধতে বলল।

লোকটি বিনা বাক্য ব্যয়ে আহমদ মুসার নির্দেশ পালন করল।

বাঁধা হয়ে গেলে আহমদ মুসা নির্দেশ দিল, মৃত একজনসহ যাদের বেঁধেছ, তাদের এক এক করে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে রাখ।

রেষ্টুরেন্টে যারা বসেছিল, ভীত-সন্ত্রস্ত তারা সকলেই এক এক করে রেষ্টুরেন্ট থেকে ভেগেছে। শুধু বসে আছে ক্যাশ-কাউন্টারের লোকটি এবং ওয়েটার বয় দু'জন। উদ্বেগ-আতংকে তারা কুকড়ে গেছে।

মেয়েটির মুখে এখন আগের সেই উদ্বেগ-আতংক নেই। তার চোখে এখন রাজ্যের বিস্ময়। আহমদ মুসার কাজ তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। সাত জন সশস্ত্র লোককে যেখানে যেমন দরকার সেখানে আঘাত হেনে কুপোকাত করে ফেলল। তাদের অস্ত্র তাদের ওপর প্রয়োগ করল। তাদেরকেই আবার শ্রমিকের মত খাটাচ্ছে তাদের নিজেদের বাঁধার জন্যে। বাঁধা লোকগুলোকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে কি করতে চায় লোকটি।

আহমদ মুসা নির্দেশ দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। পড়ে থাকা দ্বিতীয় রিভলবারটির দিকে ইংগিত করে বলল, আপনি ঐ রিভলবারটি তুলে নিয়ে চেয়ারে বসুন, আমি পাহাড়ে গিয়ে দেখি যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

মেয়েটি সংগে সংগেই যন্ত্রের মত এগিয়ে এসে পড়ে থাকা রিভলবার তুলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল।

মেয়েটির উদ্দেশ্যে 'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা বাঁধা একজন লোককে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের গোড়ার দিকে অগ্রসর লোকটি পেছনে পেছনে চলল।

সবশেষে মৃত লোকটিকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে গেল লোকটি।

লোকটিকে নিয়ে আহমদ মুসা রেষ্টুরেন্টে ফিরে এল। বলল লোকটিকে, মেঝের রক্ত ধুয়ে মুছে দাও তুমি। তোমাদের কারণে রেষ্টুরেন্টের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক কাষ্টমার পয়সা না দিয়েই চলে গেছে।

ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, ওটুকু ক্ষতি কিছুই নয়। আপনি মেয়েটিকে বাঁচিয়েছেন, এজন্যে দয়াময় জিহোবা আপনার মঙ্গল করুন। আর স্যার, আমরাই রক্ত পরিষ্কার করে ফেলব। মেয়েটির উদ্ধারে আমরা তো সাহায্য করতে পারিনি। ঐটুকু কাজ করতে পারলে আমাদের ভাল লাগবে।

আহমদ মুসা দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আপনারা খুব ভালো লোক।

গুন্ডাদের সেই অবশিষ্ট লোকটি আহমদ মুসার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে দুই খন্ড দড়ি।

আহমদ মুসা তার হাত থেকে দড়ি নিয়ে বলল, শুয়ে পড়, তোমাকে তুমি বাঁধতে পারবে না, আমিই বাঁধব।

আহমদ মুসা লোকটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

রেষ্টুরেন্টের লোকরা তখন মেঝের রক্ত পরিষ্কার করতে লেগে গেছে।

স্যার দু'কাপ কফি দেব আপনাদের? ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি বিনীত কণ্ঠে বলল।

ধন্যবাদ। আমার কোন কিছু খাওয়ার মুড নেই। কিন্তু অবাঞ্চিত কাজ করতে হলো। ম্যাডামকে কফি দিতে পার। আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই মেয়েটি বলল, ধন্যবাদ। আমিও এ সময় কোন কিছু খাব না।

এখানে থানা কত দূর? ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

স্যার নতুন একটি পুলিশ ষ্টেশন হয়েছে কয়েকদিন আগে। সেটা এখান থেকে মাইল দুই, মানে এ জায়গা ও তোয়া সিটির মধ্যবর্তী স্থানে পুলিশ ষ্টেশনটি। বলল ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি।

ঠিক আছে, তাহলে তোয়া যাওয়ার সময় আপনি থানায় একটা ডায়েরি করবেন, ওরা এসে লাশ ও বন্দীদের নিয়ে যাবে। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলল, আমিও তোয়া সিটিতে যাব, আপনি লিফট দিলে খুশি হবো। বলল আহমদ মুসা মেয়েটিকে।

মেয়েটি বেদনা জড়িত বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার দিকে তাকাল, আপনি এভাবে কথা বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। আপনি শুধু ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাননি, মুক্তই করেননি, আমাকে ওদের হাত থেকে আপনি জয় করে নিয়েছেন। এখন তো আপনি আমাকে কমান্ড করার কথা এবং আমাকে তা অবশ্যই শুনতে হবে।

আমি যেটা করেছি, আমি বিপদে পড়লে আপনিও সেটাই করতেন। আমি বিশেষ কিছু করিনি। বলল আহমদ মুসা।

আমি কিছু বলব না এর উত্তরে। আপনি দেখছি, যেমন কাজে বড়, তেমনি বিনয়েও বড়। যাক, আমার গাড়ি আছে সত্যি, আপনি সাথে না থাকলে আমি তোয়া যেতে পারব না। আমার মনে হচ্ছে, গোটা রাস্তা জুড়েই গুন্ডারা ওঁৎপেতে বসে আছে। বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল।

গাড়ির শব্দ ও হর্নে সে থেমে গেল। দু'টি গাড়ি এসে দাঁড়াল রেষ্টুরেন্টের সামনে পাহাড়ের গোড়ায়।

পুলিশের গাড়ি।

সামনের জীপ থেকে একজন অফিসার লাফ দিয়ে নামল। পেছনের গাড়িটা একটা পিকআপ। সে গাড়ি থেকে ছয় সাতজন পুলিশ নামল।

অফিসারসহ পুলিশরা এসে ঘরে ঢুকল। মেয়েটিকে দেখেই অফিসার চিৎকার করে বলল, থ্যাংক জিহোবা, মিস নিনা নাদিয়া আপনি এখানে? ওখানে

লাশ ও বাঁধা লোকগুলো কিসের জন্য? ওরা কারা? স্যারের টেলিফোন পেয়েই আমরা বেরিয়েছি। যাচ্ছিলাম যে ঠিকানা আপনি দিয়েছিলেন সেদিকে। এখানে এতগুলো গাড়ি দেখে উঠে এলাম। এক নিশ্বাসে কথাগুলো গড় গড় করে বলে গেল অফিসারটি।

মেয়েটি অফিসারকে আগেই স্যালুট দিয়েছিল। এখন অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে পুলিশ অফিসারের পরিচয় দিয়ে বলল, ইনি পুলিশ সুপার কোহেন কার্লম্যান। প্রথমে যখন গুন্ডাদের হাতে পড়ি, তখন অফিসে মোবাইল করতে পেরেছিলাম। পরে ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে আসার সময় মোবাইল ও রিভলবার দুই-ই হারাই। আমার সেই টেলিফোন পেয়েই অফিস ওদের পাঠিয়েছে।

ইনি কে মিস নাদিয়া? বলল পুলিশ সুপার কোহেন কার্লম্যান।

ইনি আমাকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি গুন্ডাদের হাত থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাকে ফলো করে এখানে এসে ওরা আবার আমাকে ধরেছিল। আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ইনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওদের তিনজন সংজ্ঞাহীন, একজন নিহত এবং তিনজন আত্মসমর্পণ করেছে। থামল মিস নিনা নাদিয়া।

ও ওরাই তাহলে পাহাড়ের গোড়ায় বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে?

জি হ্যাঁ। বলল নিনা নাদিয়া।

শুনেই পুলিশ অফিসার কোহেন কার্লম্যান একজন পুলিশ সিপাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা কয়েকজন যাও, পাহাড়ের গোড়ায় পড়ে থাকা লোকদের পিকআপে তোল।

বলে সে আহমদ মুসার দিকে তাকাল এবং ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েই তার চোখ যেন আটকে গেল। সে দু'ধাপ এগিয়ে আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল। কপাল কুঁচকে গেছে পুলিশ অফিসারটির। তার চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বলল সে আহমদ মুসার চোখের দিকে তাকিয়ে, আপনাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার ফটো আমি

দেখেছি তেলআবিবে আমাদের ভিআইপি ডসিয়ারে। আপনার পাসপোর্ঠ, কাগজপত্র দেখি।

বলে হাত পাতল পুলিশ অফিসার।

আহমদ মুসা জ্যাকেটের ভেতরে পকেট থেকে তার পাসপোর্ট, তার ট্যুরিষ্ট ও ফিসিং ডকুমেন্ট বের করে পুলিশ অফিসারের হাতে দিল।

পুলিশ পাসপোর্টে আহমদ মুসার নাম 'হাবিব গনজালেস' দেখে তাকাল তার দিকে। বলল, আপনি খৃষ্টান?

আহমদ মুসা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, সন্দেহ আছে কি?

সন্দেহ অবশ্য নেই। কিন্তু আমার মন বলছে, ডসিয়ারের সেই ছবির নামের যেন কোথায় ফাঁক আছে। যাক, আপনি তোয়া দ্বীপে অপরিচিত এবং আইন ভংগ করে আপনি তোয়া দ্বীপে এসেছেন। সুতরাং আপনি সন্দেহজনক ব্যক্তি। আমার সাথে আপনাকে তোয়া শহরে যেতে হবে।

তার মানে আপনি তাকে গ্রেফতার করছেন। কিন্তু আমি বলেছি অফিসার, উনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন এবং আপনি যা বলছেন, সে অনুসারেও বড় কোন অপরাধ করেননি। শুধুমাত্র অপরিচিত বলে সন্দেহভাজন বলেই তাঁকে গ্রেফতার করা ঠিক হবে না। আমার অনুরোধ, তাকে আপনি গ্রেফতার করবেন না।

মিস নিনা নাদিয়া, আপনি ও আপনার বিভাগ আমার চেয়ে এটা ভালো জানেন যে, দ্বীপে বলতে গেলে এখন সামরিক শাসন চলছে। আমরা সবাই জরুরি আইনের অধীন। অপরিচিত লোকের ব্যাপারে এটা সিদ্ধান্ত, যেখানে যে নামে যে পরিচয়েই অপরিচিত লোক পাওয়া যাক, তাকে জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স সেলে পাঠাতে হবে। তার ব্যাপারে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার নেই। সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না। জয়েন্ট সেলে তো আপনার লোকজনই থাকবে, আপনি বরং কিছু বলার থাকলে সেখানে বলবেন। আমাকে দয়া করে বিপদে ফেলবেন না। থামল পুলিশ অফিসার।

বিষন্ন হয়ে গেল নিনা নাদিয়ার মুখ। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার মুখে দেখল সে উজ্জ্বল হাসি। আচ্ছা অদ্ভুত মানুষ তো! তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তবু তার মধ্যে কোন চিন্তা নেই, উদ্বেগ

নেই! আসলে সে জানে না আজ তোয়ায় ইসরাইলীরা কাউকে সন্দেহভাজন ভাবার অর্থ কি! এর অর্থ হলো, অপরিচিত ঐ লোকটা নিরপেক্ষ প্রমাণ হলেও চলবে না, সে যদি সবদিক থেকে ইসরাইলের বন্ধু না হয়, তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। এই বিষয়টা জানলে সে হাসতে পারতো না। কিন্তু আমি তো জানি না, আমি এখন কি করব, কি বলব!

মিস নিনা নাদিয়ার বিব্রত-বিষণ্ন অবস্থা দেখে আহমদ মুসা বলল, ম্যাডাম আপনি ভাববেন না। আমি তো তোয়া শহরে যেতে চেয়েছিলাম। যাওয়া তো হচ্ছে। বন্দী অবস্থায় যাচ্ছি এই আর কি!

মিস নিনা নাদিয়া আহমদ মুসার দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিছুই বলতে পারল না। তার চোখ দু'টি অশ্রুতে ছলছল হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো।

আহমদ মুসা তাকালো পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, হাতকড়ি লাগাতে চান লাগান। আমার আপত্তি নেই।

'স্যরি' বলে আহমদ মুসার হাতে হাতকড়ি পরানোর দিকে কান না দিয়ে বলল, আপনি ক্রিমিনাল নন, সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করছি। সন্দেহভাজনদের হাতকড়ি পরানো হয় না।

বলে উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। আহমদ মুসাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল বাইরে বেরোনোর জন্যে।

মিস নিনা নাদিয়া বিহবলের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ তখন বেরিয়ে গেছে। নিনা নাদিয়া তখনও দাঁড়িয়ে।

লাশ কাউন্টারের লোকটা এসে নিনা নাদিয়ার কাছে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখও বেদনার্ত। বলল সে, লোকটাকে ধরেই নিয়ে গেল! লোকটা আসলেই খুব ভালো। দেখলেন না কেমন সে ভয়-উদ্বেগহীন। পাপি লোক এমন হয় না।

দুঃখটা এজন্যেই বেশি হচ্ছে যে, তার জন্যে কিছু করতে পারলাম না। বলল নিনা নাদিয়া।

আপনিও কি পুলিশের লোক। পুলিশ অফিসারের কথা শুনে তাই মনে হলো। বলল লোকটি।

হ্যাঁ, তবে আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, একজন গোয়েন্দা অফিসার। নিনা নাদিয়া বলল।

আমরা তো শুনেছি, গোয়েন্দারা বেশি ক্ষমতাশালী। তাহলে আপনার কথা সে শুনল না কেন?

এটা ক্ষমতা বেশি-কমের ব্যাপার নয়। এটা আইনি সিদ্ধান্তের ব্যাপার। পুলিশ আইন অনুসারেই কাজ করেছে। তবে চিন্তা করবেন না আমার কাজ আমি করব।

বলে নিনা নাদিয়া ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল।

৪

ঘুম ভেঙে গেল আহমদ মুসার।

ধাতব একটা ক্ষীণ শব্দ কানে আসছে।

ক্ষীণ হলেও এই শব্দেই তার ঘুম ভেঙে গেছে, বুঝল আহমদ মুসা।

ঘুম ভেঙে গেলেও চোখ খোলেনি।

বন্দী সেলে তখন তীব্র আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মত আলো। এরকম আলোর মধ্যে চোখ বন্ধ করে রাখলেই সুবিধা। তাছাড়া শব্দটার গতি কি হয় সেটাও সে আঁচ করতে চায়। সে বুঝতে পারছে, শব্দটা তার সেলের দরজা থেকে। তার মানে দরজায় কেউ আছে। চোখ খুললেই সে জেনে যাবে, আমি জেগে আছি। শত্রু বা লোকটির টার্গেট সম্পর্কে আরও একটু না জেনে সে তার অবস্থা তাকে জানাতে চায় না।

হ্যাঁ, ওটা দরজা থেকে আসাই শব্দ।

কে হতে পারে ওখানে?

পুলিশ কর্তৃপক্ষের কেউ? কিন্তু ওরা আসবে কেন? তোয়া সিটি পুলিশের প্রধানসহ কয়েকজন অফিসার একবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। আহমদ মুসাকে তারা গুরুতর সন্দেহ করেছে। তার পাসপোর্ট ও কাগজপত্রকে তারা বানানো বলে মনে করেছে। তারা পরিষ্কার মন্তব্য করেছে, আমার চেহারা ও কথাবার্তার সাথে পাসপোর্ট ও কাগজপত্রের চরিত্রের মিল নেই। পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধানগণ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ ব্যস্ত ছিল তারা আসতে পারেননি। তাই চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা ঝুলে আছে। আসছে সকালে তার চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ হবে। আহমদ মুসাও সেই সময়কে মুক্তি ও কাজ শুরুর মুহূর্ত হিসেবে ঠিক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সরে পড়ার চিন্তা সে করেছিল। কিন্তু সেলের গেটে চারটি তালা এবং একটু দূরে চারজন পুলিশ পাহারা থাকায় সে চেষ্টা

আপাতত সে ত্যাগ করেছে। ভোর রাতে সে একবার উদ্যোগ নেবে, ভেবে রেখেছে। কিন্তু এর মধ্যে আবার দরজায় কে এলো?

নতুন শব্দ পেল আহমদ মুসা। সেলের দরজার হুক খোলার শব্দ।

হুক খুলে গেল দরজার।

দরজা খোলারও মোটা একটা ধাতব শব্দ হলো।

নিশ্চয় লোকটা আসছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা। আগে থেকেই ঘাড়ের পেছনে জ্যাকেটের গোপন পকেটে রিভলবার ঢোকানো আছে।

'মি. গনজালেস, মি. গনজালেস' একটা চাপা কন্ঠের ডাক তার কানে এল। ডাকটা নারী কণ্ঠের। নিনা নাদিয়া কি?

চোখ খুলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ, নিনা নাদিয়াই তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বসে আছে।

আহমদ মুসা উঠে বসল।

নিনা নাদিয়া দাঁড়িয়ে গেল। বলল, তাড়াতাড়ি আসুন। বেরোতে হবে তাড়াতাড়ি।

বলে নিনা নাদিয়া সেলের বাইরে যাওয়ার পথ ধরল।

তার সাথে আহমদ মুসাও সেলের বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল সে, চারজন পুলিশ টেবিলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

আহমদ মুসাকে পুলিশের দিকে তাকানো দেখে নিনা নাদিয়া হেসে বলল, ওদের মদে ঘুমের ওষুধ মেশানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।

তারা পুলিশের টেবিল অতিক্রম করে ঘর থেকে বেরোনোর করিডোরের কাছাকাছি এসে পৌছেছে, এ সময় অনেকগুলো বুটের শব্দ খুব কাছ থেকে তাদের কানে এল।

দু'জন তাকাল পরস্পরের দিকে।

আহমদ মুসা নিনা নাদিয়াকে ইংগিত করল আড়ালে সরে যাওয়ার জন্যে। সংগে সংগেই নিনা নাদিয়া পাশের দরজা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেল।

আর কিছু ভাবনা-চিন্তা করার আগেই পাঁচজন পুলিশ এসে দরজায় দাঁড়াল। তাদের হাতে ষ্টেনগান। একজন অফিসারের হাতে একটা রিভলবার।

আহমদ মুসা তাদের দেখেই মুহূর্তে ঘাড়ের পেছনে জ্যাকেটের গোপন পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাদের দিকে তাক করে বলল, তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলে না দিলে গুলী করব।

ওরা আহমদ মুসাকে গুলী করার মুডে ছিল না। এরকম বোধ হয নির্দেশ ছিল না। যেহেতু তারা সংখ্যায় বেশি, তাই বোধ হয় তারা মনে করেছিল, তাদের দেখেই বন্দী আত্মসমর্পণ করবে। যে লোক বন্দী হয়ে আসতে সামান্য আপত্তিও করেনি, তার কাছ থেকে এটাই আশা করা যায়। এই ধারণা থেকে পুলিশ অফিসারসহ পুলিশরা বন্দীকে দেখেই তাকে গান-পয়েন্টে আনেনি। বন্দী নিরস্ত্র হওয়াও পুলিশদের অপ্রস্তুতির কারণ ছিল।

আহমদ মুসার রিভলবার এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু আহমদ মুসার কথা ও তার উদ্যত রিভলবারের নলের প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আহমদ মুসা লক্ষ্যে ষ্টেনগান ও রিভলবারের নল দ্রুত তুলে নিচ্ছিল। বন্দী একটা রিভলবার দিয়ে পাঁচজন পুলিশকে গুলী করতে সাহস পাবে, তা তারা মনেই করেনি।

আহমদ মুসা যা বলেছিল তাই করল।

তার 'ব্ল্যাক ক্যানন' পুলিশ অফিসারসহ সব পুলিশের ওপর দিয়ে ঘুরে এল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। পাঁচ পুলিশের লাশ পড়ে গেল করিডোরের ওপর।

মিস নিনা নাদিয়া বেরিয়ে.............।

কথা শেষ করতে হলো না আহমদ মুসাকে। বেরিয়ে আসছিল নিনা নাদিয়া। সব কিছুই সে দেখেছে। মুহূর্তের জন্যে মুখটা বিষণ্ণও হয়ে উঠেছিল।

তবু বেরিয়ে এসেই বলল সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, আপনি দেখছি অসাধ্যও সাধন করতে পারেন মি. গনজালেস। সাহস, ক্ষীপ্রতা, কৌশল, লক্ষ্যভেদ সব দিক থেকেই আপনি দেখছি অদ্বিতীয়!

এসব কথার দিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, এখন কি করতে হবে বলুন।

আসুন। ওরা জানতে পেরেছে, সামনে দিয়ে আর বের হওয়া যাবে না। পেছন দিক দিয়ে বের হওয়ার গোপন পথ আছে, আসুন। বলল নিনা নাদিয়া।

বলে নিনা নাদিয়া দৌড়াতে শুরু করল। পেছনে আহমদ মুসা।

গভীর রাত, বিভিন্ন পয়েন্টে প্রহরী আছে। তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য কিংবা বাড়তি সতর্কতা দেখল না। বন্দী পলায়নের খবর তারা পায়নি। তাহলে ওরা পাঁচজন জানতে পারল কি করে? পর মুহূর্তেই মনে পড়ল, ওরা বন্দীখানার নিয়ন্ত্রণ কক্ষের বাড়তি প্রহরী। সম্ভবত বন্দীসেলগুলোর দরজার সাথে এলার্ম সিষ্টেম রয়েছে বন্দীখানার কন্ট্রোল কক্ষে। আহমদ মুসার সেলের দরজা খোলার এলার্ম পেয়েই তারা ছুটে এসেছিল সেলে।

গোপন পথ দিয়ে বের হওয়ার পথে আর কোন বাধা পেল না আহমদ মুসারা। পাহারার পয়েন্টগুলো এড়িয়ে পেছনের গোপন দরজাটায় পৌছে গেল আহমদ মুসারা।

দরজাটা ডিজিটাল লকে আটকানো।

দরজার সামনে পৌছে নিনা নাদিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, এই লকই শেষ সমস্যা। এর সমাধান আমার কাছে নেই। ডিজিটাল লক ডিকোড করে খোলা না গেলে লকটা গুলী করে ভেঙে দিলেও দরজা খুলবে না।

গোপন পথের শেষ এই দরজাটা প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু ষ্টিলের। দরজা ভাঙার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মিস নিনা নাদিয়া, দরজা খোলার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। বলল আহমদ মুসা।

ডিজিটাল লকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা তারপর বলল, ওপেনার কোর্ডটা থ্রি ডিজিটের।

থ্রি ডিজিটের? কেমন করে জানলেন থ্রি ডিজিটের। কেন নয় 'ফোর' বা 'ফাইভ' ডিজিটের? বলল নিনা নাদিয়া। তার কণ্ঠে অপার বিস্ময়।

লকটা যে ডিজাইনের, যে সাইজের, তাতে এর ওপেনার কোড থ্রি ডিজিটের বেশি হওয়ার কোনই স্কোপ নেই। এই লকের নির্মাতা কোম্পানীর

বিভিন্ন কোড-ডিজিটের লকগুলো একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন সাইজের। আহমদ মুসা বলল।

এ সাংঘাতিক একটা ইনফরমেশন। এটা জানা ছিল না। ধন্যবাদ আপনাকে। বলল নিনা নাদিয়া।

আহমদ মুসা ততক্ষণে ডিজিটাল লক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নিনা নাদিয়া তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, তিন অক্ষরের সবচেয়ে প্রিয় শব্দ এখন ইসরাইলীদের কি মিস নিনা নাদিয়া?

নাদিয়া একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'তোরাহ।'

'হ্যাঁ, হিব্রু ভাষায় 'তোরাহ' তিন বর্ণে লেখা হয়। তবে সব ইহুদিদের এটা প্রিয় শব্দ, শুধু ইসরাইলীদের নয়। ইসরাইলীদের আলাদা কোন প্রিয় শব্দ কি আছে?

তেমন কোন শব্দ আমি দেখছি না। একটু চিন্তা করে বলল নিনা নাদিয়া।

আমার মনে হচ্ছে সে শব্দটা 'তোয়া।'

'তোয়া' লিখতে ইংরেজিতে তিনটা বর্ণ লাগে। আর ডিজিটাল লকটা ইংরেজি বর্ণের। সুতরাং ওপেনার কোর্ডটা ইংরেজি বর্ণেই হবে। আমার মনে হয় ওপেনার কোর্ডটা 'তোয়া হতে পারে।

বলেই আহমদ মুসা ডিজিটাল লকের 'কি' গুলোর উপর আঙুল চালাতে লাগল।

'নিনা নাদিয়া'র চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে। তোয়া এখন সব ইসরাইলীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু 'তোয়া' এখন তাদের কাছে প্রিয় নামও। কিন্তু আমার তো এটা মনে পড়েনি। বাইরের একজন খৃষ্টান গনজালেসের এটা মনে হলো কেমন করে? আসলে কে এই 'হাবিব গনজালেস'? তার নামের সাথে কিন্তু তার সাহস, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা কিছুরই মিল নেই। কে তাহলে এই হাবিব গনজালেস?

নিনা নাদিয়ার এই চিন্তার মধ্যেই আহমদ মুসা বলে ওঠল, মিস নিনা নাদিয়া, আমরা সফল। খুলে গেছে দরজা। আসুন।

বলে আহমদ মুসা দরজা খুলে বের হয়ে গেল।

আহমদ মুসার কথায় নিনা নাদিয়ার চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। এরপরও মাথা থেকে তার প্রশ্নগুলো গেল না।

সে নীরবে আহমদ মুসাকে অনুসরণ করে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল।

নিনা বের হয়ে এলে আহমদ মুসা দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। সংগে সংগেই 'ক্লিক' করে দরজার লকটাও বন্ধ হয়ে গেল।

ভালো হলো লকটা তার আগের জায়গায় ফিরে গেল। কিছু বুঝতে পারবে না, আমরা এই দরজা দিয়ে পালিয়েছি। আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি, এ কথা বলে আপনাকে ছোট করব না। কিন্তু আরো একটা ফেভার আমি আপনার কাছে চাই।

বলুন। আপনার কাছে আমার ঋণ শোধ হওয়ার নয়। বলল নিনা নাদিয়া গম্ভীর কণ্ঠে।

আপনি এভাবে কথা বলছেন। কথা তাহলে আমার বলা হলো না। আহমদ মুসা বলল।

নিনা নাদিয়া মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ঋণ, পরিশোধ এসব কথা বাদ। বলুন আপনার কথা।

আহমদ মুসার মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠল। বলল, মূল্যবান ভিআইপি বন্দীদের কোথায় রাখা হয়?

নিনা নাদিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। একটু ভাবল। বলল, এমন কোন বন্দী তোয়াতে নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন কেন?

মিস নাদিয়া, আমি দু'জন বন্দীকে খুঁজতে এসেছি। আপনার সাহায্য আমি চাই। আহমদ মুসা বলল।

কোন দুই বন্দী?

এমিলিয়া এবং বায়তুল আকসা মসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে। আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়ে-বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে নিনা নাদিয়ার দু'চোখ। তাহলে গনজালেস নামের এই লোক ফিলিস্তিন থেকে এসেছে! এর নাম তাহলে গনজালেস অবশ্যই নয়। তাহলে কে? এসব ভাবনার মধ্যেই সে বলল, আমি যেহেতু আগেই ঠিক করেছি, আপনাকে সাহায্য করব, তাই আমি দুই বন্দীর তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি কে? আপনার নামের সাথে আপনার এই পরিচয় মেলে না, এটা আমি আগেই বুঝেছি। তাহলে আপনি কে?

আপনার ধারণা ঠিক। আমি হাবিব গনজালেস নই। নামের দিক দিয়ে আমি বড় কোন পদ, পরিচয়ের মালিক নই। আমি ফিলিস্তিন সরকারেরও কেউ নই। বলতে পারেন একজন ফ্রি ল্যান্সার সেবক আমি। ধর্মের পরিচয়ে আমি মুসলমান। আমি মানুষকে সাহায্য করি। নিজের নামটা গোপন রাখতে গিয়ে আহমদ মুসাকে এভাবে অনেক কথা বলতে হলো। নিজের মুসলিম পরিচয় ও এমিলিয়াদের উদ্ধার করতে এসেছে, একথা বললেও নিজের নাম তাকে বলতে চাইলো না কারণ, আহমদ মুসা জানে নিনা নাদিয়া ইসরাইলীদের একজন গোয়েন্দা অফিসার। তারা আহমদ মুসার প্রতিই এলার্জিক বেশি। আহমদ মুসার নাম শুনলে সাহায্য পাওয়া ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

'আপনি তাদের খোঁজ করতে এসেছেন। খোঁজ দিচ্ছি, তাঁদেরকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী প্রাসাদের সিকিউরিটি জোনে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে আপনি কি করবেন?'

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কি একই প্রাসাদ? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, একই প্রাসাদে ওরা থাকেন। নিনা নাদিয়া বলল।

সিকিউরিটি জোনটা কোন দিকে?

'প্রাসাদের রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে থাকেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। তার চারধার ঘিরেই সিকিউরিটি জোন। এই এলাকা সার্বÿণিক ও সর্বোচ্চ পাহারার অধীন, যাতে রেসিডেন্সিয়াল ব্লক নিরাপদ থাকে। বলল নিনা নাদিয়া।

ধন্যবাদ। এই সেক্রেটারিয়েটের প্রধান গেটের বিপরীত দিকের বড় গেটটাই তো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের গেট, তাই না? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের লোকেশন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছেন কেন? আপনি কি তাদের উদ্ধারেরও চিন্তা করছেন? আমার একটা পরামর্শ, খোঁজ নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুন। ঐ দুই বন্দীর সাথে ইসরাইলীদের ভাগ্যের সবটা জড়িত। যেখানে ভাগ্যের প্রশ্ন, সেখানে মানুষ মরিয়া হয়। বলল নিনা নাদিয়া।

উত্তরে আহমদ মুসা বলতে চাইল, এমিলিয়া ও খতিব আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানের উদ্ধারের সাথে গোটা ফিলিস্তিনি আবেগ জড়িত, তাদের মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু এ কথা না বলে আহমদ মুসা বলল, ধন্যবাদ আপনাকে একটা সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে।

‘ধন্যবাদ আপনাকেও।’ বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখন রাত আড়াইটা। কোথায় যাবেন এখন আপনি?

ঠিক নেই। আমি যে কাজে তোয়া আসতে চেয়েছিলাম, সে কাজ তো হয়নি। বলল আহমদ মুসা।

বিমর্ষতা নামল নিনা নাদিয়ার চেহারায়। বলল, বুঝেছি। ইশ্বর আপনাকে হেফাজত করুন। আমি চলি।

বলে নিনা নাদিয়া হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ড শেকের জন্যে।

আহমদ মুসা হ্যান্ড শেক না করে হেসে বলল, ‘মুসলিম পরিচয় দেয়ার পর আর পারছি না হ্যান্ড শেক করতে। ধন্যবাদ আপনাকে মিস নাদিয়া। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমিও চলি।

আহমদ মুসা ও নিনা নাদিয়া বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক ধাপ এগিয়ে নিনা নাদিয়া পেছন ফিরে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসাকে দ্বিধাহীনভাবে সামনে এগোতে দেখল। কিন্তু নিনা নাদিয়ার মুখে প্রবল দ্বিধা-দ্বন্দের ছাপ। অন্তরে তার ঝড় বইছে। তার বুঝতে বাকি নেই গনজালেস পরিচয়ের লোকটা তোয়ায় এসেছে এমিলিয়াদের উদ্ধারের জন্যেই। কিন্তু এটা হতে পারে কি করে? এমিলিয়ারাই ইসরাইলীদের ভাগ্যের ট্রাম কার্ড এটা হাতছাড়া হলে তাদের ভাগ্যও যে শেষ হয়ে যাবে।

চোখ-মুখের দ্বন্দ্ব-বিমর্ষতা আরও বাড়ল নিনা নাদিয়ার।

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের পেছনে বাগানের একটা গাছের অন্ধকারে এসে বসল। পেছনের প্রাচীর টপকে আহমদ মুসা এখানে প্রবেশ করেছে। প্রাচীরের ওপারের তিনজন প্রহরী তাকে ধরে ফেলেছিল, যেন তারা তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তবে তাদের সামলাতে গুলীর ব্যবহার করতে হয়নি। কারাত চালিয়েই তাদের কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুম পাড়ানো গেছে।

আহমদ মুসা তোয়া নগরীর স্যাটেলাইট ফটোর উপর পেন্সিল টর্সের আলো ফেলে আবার তার উপর চোখ বুলাতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ঘিরে যে সিকিউরিটি জোন, তার মধ্যে পেছনে এই দিকটাই নিরাপদ, নিঃর্ঝঞ্ঝাট। অতএব বন্দীরা এদিকেই থাকা স্বাভাবিক। আহমদ মুসা এদিকটাই বেছে নিয়েছে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রবেশের জন্যে।

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্ট প্রসাদের স্যাটেলাইট ফটোর উপর আবার নজর বুলাতে লাগল। পেছনের দিকে নিরাপত্তার বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে ছোট একটা গার্ড ব্যারাক রয়েছে। ব্যারাকের পর তিন-চার গজের একটা ফাঁকা জায়গা। তারপর কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার পর প্রাসাদের দেয়াল।

দেয়ালের জানালাগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছিল আহমদ মুসা।

আকস্মিক একটা টর্চের তীব্র আলোতে সে আলোকিত হয়ে ওঠল।

চমকে ওঠে আহমদ মুসা উপর দিকে তাকানোর বদলে আলোর বাইরে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তির হাঁটু লক্ষ্যে মাথা সামনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটির হাঁটুতে আহমদ মুসার মাথা প্রচন্ড শক্তিতে আঘাত হানল।

আঘাত লোকটির জন্যে অভাবিত ও আকস্মিক ছিল। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উপুড় হয়ে আহমদ মুসার ওপর। সাথে সাথে টর্চের আলোও নিভে গিয়েছিল।

সে পড়ে গিয়ে স্থির হওয়ার আগেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটি ওঠার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা তাকে সামলানোর জন্যে সময়ক্ষেপণ করতে চাইল না। লোকটির নাগাল পেয়েই

আহমদ মুসা লোকটির কানের নিচের জায়গাটায় তার ডান হাতের দু'টি মোক্ষম কারাত চালাল। লোকটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে গার্ড ব্যারাকের দিকে এগোলো। এ গার্ডের খোঁজে অন্যেরাও এদিকে আসতে পারে। গাছের অন্ধকার থেকে বেরোনোর পর মাটিতে শুয়ে পড়ে দেহটা গুটিয়ে নিয়ে গড়িয়ে চলল গার্ড রুমের দিকে।

গার্ড রুমের সম্মুখটা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দিকে। পেছনে তিনটি পর্যবেক্ষণ জানালা। জানালাগুলো দেয়ালের লেভেলে বাইরে বেরিয়ে আসা। এর তিন দিকে তিনটি জানালা।

মাঝখানের জানালার নিচে গিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তাকালো ঘরের ভেতরে।

ছয়-সাতজন গার্ড বসে চা খাচ্ছে। সবার সামনেই একটি করে ষ্টেনগান।

একজন বলল, জনাথনের চা তো ঠান্ডা হয়ে গেল। এখনও আসছে না কেন। বাইরেটা একটু দেখতে পাঠানো হলো, কি হলো তার।

অন্য একজন বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি চা-খাওয়া শেষ করো। আজকের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হুকুম এসেছে, পাহারায় যেন সামান্য গাফিলতিও না হয়। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে, সোজা গুলী করার হুকুম এসেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি করো।

ঘর থেকে বের হওয়ার একমাত্র দরজা পশ্চিম দিকে। ওদেরকে ঘরে আটকাতে হবে, নয়তো শেষ করতে হবে। ওরা বেরিয়ে এলে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ঢোকার আগেই আরেক ঝামেলায় পড়তে হবে।

আহমদ মুসা দ্রুত গুড়ি মেরে দৌড়ে গার্ড ব্যারাকের সামনে গিয়ে পৌছল। বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত গিয়ে দরজার মাঝখানে দাঁড়াল।

ভেতরে সাত জনের একবারে প্রান্তের জন আহমদ মুসাকে দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখেই সে দ্রুত দরজার আড়ালে সরে গিয়েছিল। আহমদ মুসার তা নজর এড়ায়নি।

সে দরজার আড়াল নিয়ে এগোচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তার ‘ব্ল্যাক ক্যানন’ সামনের লোকদের দিকে তাক করে এক ধাপ সামনে এগিয়েই চোখের পলকে রিভলবার বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপেই রিভলবারের নল সামনে নিয়ে এল।

‘ব্ল্যাক ক্যানন’ গুলী করার পর একটুও শব্দ হলো না।

সাথীকে গুলী খেয়ে পড়ে যেতে দেখে ওরা পাগলের মত ষ্টেনগানগুলো পাশ থেকে তুলে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে ঘুরতে গেল।

আহমদ মুসার নীরব কামান ‘ব্ল্যাক ক্যানন’ নীরবে গুলী বৃষ্টি করে সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল।

আহমদ মুসার দু’চোখ সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এসে নিশ্চিত হয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল।

বারান্দা থেকে নিচে মাটিতে ঝাপিয়ে পড়ে দেহটা গুটিয়ে দেহকে দ্রুত গড়িয়ে নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে গিয়ে স্থির হলো।

তারপর শুয়ে থেকেই জুতার গোড়ালি খুলে ভেতর থেকে রকেটাকৃতির ক্ষুদ্র ‘গামা বিমার’ (গামা রে’ উৎক্ষেপক) বের করল।

আহমদ মুসা বুঝেছে, কাঁটাতারের বেড়া বিদ্যুতায়িত করে রাখা হয়েছে। সে দেখতে পাচ্ছে তার কয়েক ধাপ পেছনে, কাঁটাতারের বেড়ার সাথে একটা বাদুড় পাখি আটকে আছে। সম্ভবত বাদুড়টা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বেড়ার বিদ্যুৎ তাকে টেনে নিয়েছে। আহমদ মুসা জানে ইদানিং বেড়ার বিদ্যুৎ প্রবাহটা বেশ শক্তিশালী ও আকর্ষণযোগ্য কিছু বেড়ার কাছাকাছি হলেই তাকে টেনে নেয় ধ্বংস করার জন্যে।

আহমদ মুসা গামা বিমার টর্চ হাতে নিয়ে ফায়ার লকটি অন করে বেড়ার সবচেয়ে নিচের তারটিকে লক্ষ্য করে গামা বিমারের লাল বোতামটি অন করে দিল। চোখের পলকে তারটি কেটে গেল, বিদ্যুৎ সামান্য স্পার্ক করার সুযোগ পেল না। এর উপরের তারটিও সে একইভাবে কেটে ফেলল। দু’ফুট উচ্চতা পরিমাণ ফাঁকা জায়গা তাতে সৃষ্টি হলো। এরপর আহমদ মুসা গড়িয়ে দু’আড়াই গজ পরিমাণ পেছনে গিয়ে কাঁটাতার দু’টির এ পাশটাও কেটে দিল। তার দু’টি মাটিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা কাঁটাতারের খন্ড দুটি সরিয়ে দু'ফুট উঁচু এবং সাত ফুটের দীর্ঘ স্পেস দিয়ে খুব সহজে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢোকার পর শুয়ে থেকেই অপেক্ষা করতে লাগল।

কাঁটাতার কাটার সময় বিদ্যুৎ তরঙ্গে বিপরীত ওয়েভ সৃষ্টি হওয়া কিংবা তার কেটে পড়ার পর দুটি বিদ্যুৎ ওয়েভে যে ছেদ পড়েছে তার একটা প্রতিক্রিয়া কনট্রোল রুমের রাডারে স্পন্দিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা এখনি ছুটে আসবে, এখানে।

আসলও তারা।

আহমদ মুসা তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, কিন্তু সে তা টের পেল না।

তারা এল আহমদ মুসার দিক থেকে।

তারা এসে যখন আহমদ মুসার দিকে ষ্টেনগান তাক করে চিৎকার করে ওঠল, শুয়োরের বাচচা হাত তুলে উঠে দাঁড়া। তোর খেলা শেষ। যথেষ্ট ভুগিয়েছিস আমাদের।

আহমদ মুসা মাথার ওপর হাত রেখে উঠে দাঁড়াল। যেন সে মাথার পেছন দিকটা ধরে আছে।

ওরা তিনজন।

একজনের হাতে উদ্যত ষ্টেনগান। অন্য দু'জনের হাতে রিভলবার। আহমদ মুসা হাত তুলে উঠে দাঁড়ানোর পর তারা রিভলবার নামিয়ে নিয়েছে।

রিভলবারধারী একজন, তাকে বেরিয়ে আসতে বলল। আমরা কষ্ট করে ওখানে যাব কেন?

ষ্টেনগানধারী তার ষ্টেনগানের নল নেড়ে ইশারা করে বলতে লাগল বেরিয়ে এস।

আহমদ মুসার নজর ছিল লোকটার ষ্টেনগানের নলের দিকে। যে মুহূর্তেই ইশারা করতে গিয়ে ষ্টেনগানের নল নড়েছে। সে মুহূর্তেই আহমদ মুসার ডান হাত মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে গিয়ে জ্যাকেটের গোপন পকেটে তার 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর বাট ধরে চোখের পলকে তা ঘুরিয়ে এনে গুরী করল ষ্টেনগানধারীকে।

রিভলবারধারী দু'জন আহমদ মুসাকে গুলী করার জন্য তাদের রিভলবার তুলছিল দ্রুত।

ষ্টেনগানধারীকে গুলী করার পর আহমদ মুসা তার অটোমেটিক 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর ট্রিগার থেকে তার তর্জনী তুলল না। শুধু 'ব্ল্যাক ক্যানন'- এর নিঃশব্দ গুলীর ঝাঁক তাদের ঘিরে ফেলে।

ষ্টেনগানধারীর মত তারাও আতংকগ্রস্ত চোখ ও ঝাঁঝরা বুক নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা সেদিকে আর না তাকিয়ে পেছন ফিরে দৌড় দিল প্রাসাদের দিকে।

আশেপাশেও প্রহরী আছে। আহমদ মুসা তাদের নজরে পড়লে তারাও ছুটে আসবে।

একটা জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। স্যাটেলাইট ফটোতে আগেই দেখেছিল এদিকের জানালাগুলো লোহার গরাদে ঢাকা। গরাদের পর আবার কি আছে বলা মুষ্কিল। তবে পাশ্চাত্যের নিয়ম হলো, জরুরি অবস্থা বা সিকিউরিটির অবস্থা বিবেচনা করে গরাদের পেছনে আর কিছু প্রতিবন্ধক রাখে না, যাতে জরুরি অবস্থায় বেরোনো যায়। তাই গরাদ ব্যবস্থাপনা ও গরাদকে তারা যথেষ্ট মজবুত করে।

এ জানালার গরাদ মনে হলো তার চেয়েও মজবুত। গরাদের ইস্পাত প্রায় দুই ইঞ্চি। কামানও এ গরাদের কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু আহমদ মুসার কামান নয়, আছে 'গামা বিমার'। কামানের চেয়েও শক্তিশালী। এর শক্তিশালী অতি বেগুনি রশ্মি এসব ইস্পাতকে নিমিষে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে।

গামা বিমারটা হাতে নিল আহমদ মুসা।

মনোযোগ দিল গরাদের দিকে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আর একটু ভেবে নেয়া দরকার। ঢুকে সে কোন দিকে যাবে! কোন দিকে এমিলিয়াদের পাওয়া যেতে পারে।

একথা ভেবে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফটি আবার বের করল। পাশের দেয়াল ও ছাদের গঠনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল। কিন্তু ছাদের লে-আউটে কোন পার্থক্য নেই। একই রকম গোটা ছাদটা। নিখুঁতভাবে দেখতে গিয়ে সব শেষে ছাদের পূর্ব দিকে দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে কয়েকগজ উত্তরে ছাদের ওপর একটা ঢাকনা দেখতে পেল। এ রকম ঢাকনা গোটা ছাদের আর কোথাও নেই। ঢাকনা কি ঢেকে রেখেছে? আহমদ মুসা খুব ভালো করে দেখল, ঢাকনাটা আড়াই তিনফুটের কম নয়। আর ঢাকনাটা পূর্ব দেয়ালের সাথে লাগোয়া। এর অর্থ একটাই। সেটা হলো ঢাকনাটা একটা সিড়িমুখের ওপর। ভেতর থেকে সিঁড়ি সাধারণত দেয়াল অবলম্বন করেই ওঠে এবং বিপরীত দিকের আরেকটা দেয়ালেই সাধারণত এর শীর্ষটা স্থাপিত হয়। সুতরাং সিঁড়িমুখেই ঢাকনাটা স্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু সিঁড়িটা এখানে কেন? সিকিউরিটি জোনে এই সিঁড়ির কারণ কি? এর অর্থ কি এটাই যে সিকিউরিটি জোনের কেন্দ্রবিন্দু এটা? জরুরি অবস্থায় ছাদ যাতে ব্যবহার করা যায়, এজন্যেই এই সিঁড়ির ব্যবস্থা। তাহলে এই এলাকারই কোথাও এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে পৌছার পর আহমদ মুসা জানালার গরাদের দিকে এগোলো।

পকেট থেকে বের করে হাতে নিল 'গামা রে' বিমার'।

জানালা কাঁধ পরিমাণ উঁচু।

হাত যতটা উপরে তোলা যায় তুলে আহমদ মুসা জানালার ২ বর্গফুটের মত জায়গা 'গামা রে বিমার' দিয়ে কেটে ফেলল।

কাটা খন্ডটা বাইরে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে নিচের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে জানালার ওপর রাখা দেহের ভর রেখে দেহের পেছনটা নিচে নামিয়ে দিল।

নিঃশব্দে নেমে গের সে একটা অন্ধকার ঘরের মেঝেয়।

জানালার কাটা অংশ দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে ঘরের একাংশে। তাদের ঘরের অন্য অংশের অন্ধকারও ফিঁকে হয়ে গেছে।

ঘরটা একটা বেড রুম। ঘরে চারটি বেড পাতা। কিন্তু কোন বেডেই কেউ নেই।

আহমদ মুসা একটা বেডের পাশে গিয়ে একটা হাত রেখে তাপ পরীক্ষা করল। বেডটা গরম নয়, আবার ঠান্ডাও নয়। তার মানে পনের বিশ মিনিট আগেও এখানে লোক শুয়ে ছিল। গেল কোথায় তারা? এরা নিশ্চয় গার্ড ছিল, বেডের চেহারা দেখে তাই মনে হয়। গার্ডরা রাতে এক সাথে উঠে গেছে কেন? কোন খবর পেয়ে তাদের সবাইকে কি ডিউটিতে ডাকা হয়েছে? তাহলে তার আসার খবর এরা পেয়েছে? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ব্যারাকের গার্ডদের কথোপকথনের কথা। তাদেরকেও প্রহরা জোরদার করতে বলা হয়েছিল আহমদ মুসার আরও মনে পড়ল, বাউন্ডারী ওয়ালের বাইরের গার্ডরাও তারই অপেক্ষা করছিল। সব মিলিয়ে তার মনে হলো, সব কিছু মোকাবিলার জন্যে তারা প্রস্তুত রয়েছে।

আহমদ মুসা ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল একটা করিডোরে। তার দু'পাশেই ঘরের সারি। সবগুলোই বন্ধ। সবগুলোকেই গার্ড রুম বলে মনে হলো।

আহমদ মুসা করিডোরের পশ্চিম দিকে এগিয়ে আরেকটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিডোরে এসে পড়ল।

ফটোতে দেখা সিঁড়িঘরটা আরেকটু উত্তরে হবে। আহমদ মুসা তাই প্রশস্ত করিডোরটি ধরে উত্তর দিকে এগোতে লাগল।

কোথাও একজন লোক, কিংবা কোন দিকে কোন সাড়াশব্দও সে পাচ্ছে না। সবাই কি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে গিয়ে মোতায়েন হয়েছে?

প্রশস্ত করিডোরটি বড় একটা ঘরের দরজায় গিয়ে শেষ হলো। কিন্তু প্রশস্ত করিডোর থেকে অপেক্ষাকৃত সরু দু'টি করিডোর দু'পাশে বড় ঘরটির ধার ঘেঁষে এগিয়ে গেল। মনে হলো করিডোর দু'টি ঘরটিকে বেষ্টন করে তৈরি। বাইরে থেকেই ঘরটিকে গোলাকার মনে হলো।

এ ঘরটাতেই কি সেই সিঁড়ি। দূরত্বের বিচারে তাই মনে হয়।

ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ, এই ঘরেই সেই সিঁড়িটি।

আহমদ মুসা তাকাল ঘরের চারদিকে।

তার অনুমান ঠিক, ঘরের চারদিক ঘিরেই করিডোর। ঘরের চারদিকের দরজা সাত-আটটির মত হবে। সবগুলোই হা করে খোলা। কোন দরজাই বন্ধ বা হাফ বন্ধ নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো এটা পরিকল্পিত। তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

আহমদ মুসার এই চিন্তা শেষ হওয়ার আগেই একটা ভারী কণ্ঠ উচ্চারিত হলো। বলল, 'আহমদ মুসা তুমি ঠিকই ভেবেছ। তুমি আমাদের ফাঁদে পড়েছ। আটটি ষ্টেনগান তোমাকে ঘিরে আছে।'

থামল কণ্ঠটি।

কণ্ঠটি থামার সাথে সাথেই আট দরজা দিয়ে আটটি উদ্যত ষ্টেনগান তার দিকে এগিয়ে আসছে।

কয়েক মুহূর্ত।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে উদ্যত আটজন ষ্টেনগানধারী আহমদ মুসাকে ঘিরে বৃত্তের সৃষ্টি করে দাঁড়াল। বৃত্তের একটা প্রশস্ত মুখ কিন্তু থাকল। মুখটা উত্তরের প্রশস্ত দরজা বরাবর।

চারদিকে ঘেরা ৮টি উদ্যত ষ্টেনগানের মুখে 'ব্ল্যাক ক্যানন' দিয়ে আক্রমণে যাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সমতুল্য। আহমদ মুসা তার রিভলবার নামিয়ে নিল।

উত্তরের প্রশস্ত দরজা পথে রাজসিকভাবে হেঁটে একজন প্রবেশ করল ঘরে। আহমদ মুসা তাকে খুব ভাল করে চিনে। সে হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স 'সিনবেথ'-এর প্রধান জেনারেল শামিল এরফান।

দরজায় থাকতেই সে চিৎকার করে ওঠল আহমদ মুসা তোমাকে এবার আমাদের মত করে হাতে পেয়েছি। প্রথম দর্শনেই তোমাকে গুলী করে মারার কথা, কিন্তু কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। তুমি ইসরাইলের যে ক্ষতি করেছ, ইতিহাসে সেরকম ক্ষতি আর কেউ করতে পারেনি। তুমি আমাদের পিতৃভূমি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। এখন আবার পিতৃভূমি উদ্ধার বা প্রতিশোধের

একটা অবলম্বন মানে এমিলিয়া ও খতিব আব্দুল্লাহকে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছ। সে আশা তোমার সফল হবে না একথা বলার জন্যেই তোমাকে এই কয়েক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রেখেছি। আহমদ মুসা, আমি কৃতজ্ঞ আমাদের দক্ষ গোয়েন্দা অফিসার নিনা নাদিয়ার প্রতি। তুমি তার উপকার করেছিলে, তোমাকে মুক্ত করে সেও তোমার উপকারের বিনিময় হিসেবে। কিন্তু দেশপ্রেমিক নিনা নাদিয়া তুমি যে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে আসছ, এ খবর দিয়ে তোমাকে ধরার ক্ষেত্রে অমূল্য সাহায্য করেছে।

বলতে বলতে সে আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসার হাত থেকে তার 'ব্ল্যাক ক্যানন' রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

রিভলবারটি ছুঁড়ে দেয়ার পরপরই দরজার ওপারে পাথরের মেঝেয় একটা খট খট শব্দ ওঠল। শব্দটা আহমদ মুসার চোখ দু'টিকে যেন টেনে নিয়ে গেল ঐ দরজা দিয়ে ঘরের বাইরে। দেখল, নিনা নাদিয়া আহমদ মুসার রিভলবারটা তুলে নিচ্ছে।

রিভলবার তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নিনা নাদিয়া। আহমদ মুসা তখনও তার চোখ ফিরিয়ে নেয়নি। চোখাচোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার সাথে। আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার চোখে গভীর এক বিস্ময়-মোহিত দৃষ্টি দেখতে পেল। মুখটা তার ভারী, জেনারেল শামিল এরফানের কাছে নিনা নাদিয়ার যে কথা শুনল, তার সাথে নাদিয়ার এই চেহারা মেলে না।

জেনারেল শামিল এরফানের গর্জনে আহমদ মুসা তার চোখ ফিরিয়ে নিল।

জেনারেল শামিল এরফান বলছিল, আহমদ মুসা রেডি হও। মৃত্যু তোমার সামনে।

জেনারেল এরফানের রিভলবার তাক করা আহমদ মুসার দিকে।

তার তর্জনি তার রিভলবারের ট্রিগারে।

খুব আনন্দ হচ্ছে আহমদ মুসা কতদিন ধরে আমি এই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি আল্লাহর নাম নাও। আমি তিন পর্যন্ত গুণব। 'তিন' শব্দটিই তোমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘোষণা করবে।

এক.... দুই........... করে গোণা শুরু করল জেনারেল শামিল এরফান।

'দুই' বলার পর 'তি.....' উচ্চারণের সাথে সাথে একটা গুলীর শব্দ হলো। উপস্থিত গার্ডদের সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার দিকে। তারা দেখতে চেয়েছিল গুলী খেয়ে আহমদ মুসার লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য। কিন্তু তার বদলে চিৎকার শুনল জেনারেল শামিল এরফানের। গার্ডদের সবার দৃষ্টি ফিরে গেল জেনারেল শামিল এরফানের দিকে।

অন্যদিকে আহমদ মুসা গুলীর শব্দ লক্ষ্যে তাকিয়ে ছিল উত্তরের দরজা দিয়ে বাইরে। দেখল নিনা নাদিয়ার ডান হাতের রিভলবার তখনও জেনারেল শামিল এরফানের দিকে তাক করা। তার রিভলবারের নল থেকে বেরোনো বিস্ফোরণের ধোঁয়া তখনও শেষ হয়ে যায়নি।

আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার দিকে তাকাতেই সে তার বাম হাতের রিভলবার ছুঁড়ে দিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা রিভলবারটি হাতে পেয়েই নিজের দেহের পেছনটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়েই ট্রিগার টিপে রেখেই তা ঘুরিয়ে নিল গার্ডদের আটজনের বৃত্তের ওপর দিয়ে। 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর গুলী বৃষ্টি সবাইকে লাশ করে মাটিতে শুইয়ে দিল।

পলকের মধ্যেই যেন ঘটনাটা ঘটে গেল।

গার্ডরা গুলীর শব্দে প্রথমে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে, তারপর চিৎকার শুনে তাকিয়ে ছিল জেনারেল শামিল এরফানের দিকে। এই যে সময় নিয়েছে গার্ডরা, এরই সুযোগ গ্রহণ করল আহমদ মুসা। নিনা নাদিয়ার ছুঁড়ে দেয়া রিভলবার যখন পেল, সেটা গার্ডদের নজরেও পড়েছিল। কিন্তু তখন তারা অপ্রস্তুত। তারা কিছু করার আগেই আহমদ মুসর 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর তারা শিকার হয়েছে।

গুলী করা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

নিনা নাদিয়া ছুটে এসেছে দরজার কাছে। বলল, আসুন, এমিলিয়ারা এদিকে বন্দী আছে।

বলেই নিনা নাদিয়া ছুটল উত্তর দিকে। বৃত্তাকার করিডোর ক্রস করে ছুটছে সে উত্তরমুখী আরেকটা করিডোর ধরে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে নিনা নাদিয়ার পাশাপাশি দৌড়াতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, ধন্যবাদ মিস নিনা নাদিয়া আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে।

কোন উত্তর দিল না নিনা নাদিয়া।

আহমদ মুসা তাকাল তার মুখের দিকে। দেখল, তার চোখে অশ্রু, মুখ ভারী।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

থমকে দাঁড়াল নিনা নাদিয়া। বলল, ফিস ফিস করে, আমরা এসে গেছি। সামনে যে দরজা, তার পরে একটা ঘর, গার্ড রুম। গার্ড রুমের পরে আরেকটা দরজা। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে একটা বড় হল ঘর। হল ঘরটাতে অনেকগুলো কেবিন। প্রত্যেকটা কেবিনের তিন দিকে দেয়াল, একদিকে মোটা গ্রীলের দেয়াল। তাতেই দরজা।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, সামনে এই যে পুরু ষ্টিলের দরজা, তা ভেতর থেকেই শুধু খোলা যায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজার স্পিকারে কথা বলতে হবে।

ভেতর থেকে ফটোও দেখবে, কথাও শুনবে। মানুষ ও তার কথা তাদের তালিকার সাথে মিললে তবেই তারা দরজা খুলবে। তালিকার সাথে না মিললে সংগে সংগে তারা এটা জানিয়ে দেবে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের নিরাপত্তা হেডকোয়ার্টারে। তাছাড়া এই দরজায় গোপন ‘বুলেট-হোল’ রয়েছে। এই বুলেট-হোল ব্যবহার করে তারা আক্রমণেও আসতে পারে।

সব শুনে আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর দরজাটায় তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। চৌকাঠের উপরের দেয়াল এবং দরজার ঠিক উপরের ছাদের দিকে সন্ধানী নজর বুলাল। কিন্তু দরজার উপরের ছাদ ও দরজার উপরের দেয়ালে

সন্দেহ করার মত সামান্য কিছুও পেল না। তাহলে দেয়ালের গায়ে সেট করা স্পিকার অথবা দরজা সংলগ্ন উপরের দেয়ালের নিচের প্রান্তের কোথাও সার্কিট ক্যামেরার চোখ কি সেট করা আছে।

চিন্তা করেই আহমদ মুসা মাটিতে বসে করিডোরের দুই পাশ দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে দরজার মাটি সংলগ্ন কোণায় বসে দরজার উপরের মাথা সংলগ্ন দেয়ালের বটম প্রান্ত দু'পাশ থেকে পরীক্ষা করল। না, সেখানেও সন্দেহজনক কিছু নেই।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো স্পিকারের সাথেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার চোখ সেট করা আছে।

এই উপসংহারে পৌছেই আহমদ মুসা পকেটে 'গামা রে বিমার' বের করে হাতে নিয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে চলে এল, যাতে ক্যামেরার চোখের বাইরে দিয়ে সে দরজার গোড়ায় পৌছতে পারে।

দরজার গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা দরজার গা ঘেঁষে উঠে দাঁড়াতে লাগল। স্পিকার যে লেবেলে, তার ফুট খানেক নিচে পৌছে হাত ওপরে তুলে স্পিকার হোল টার্গেটে 'গামা রে বিমার'-এর বোতাম টিপে দিল।

মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে গেল স্পিকারের অস্তিত্ব।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দরজার উপর-নিচ বরাবর ভার্টিক্যাল দুই ধার আহমদ মুসা পরীক্ষা করতে লাগল কোথায় লক আছে তার সন্ধানে। আহমদ মুসা দেখল দরজাটির ষ্টিলের পাল্লা ডান দিকের দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দরজা কভার করার পর বাম দিকের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়নি। তার মানে লকের মাধ্যমে দেয়ালের সাথে দরজা আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক একাধিক থাকতে পারে।

কিন্তু লকের কোন চিহ্ন আহমদ মুসা দরজার গায়ে দেখতে পেল না। লককে বাইরে থেকে দৃশ্যমান করা হয়নি, সেজন্য বাইরে লক খোলার ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু লকের অস্তিত্ব তো বের করতেই হবে। আহমদ মুসা আবার বাম দিকে দরজা ও দেয়ালের সংযোগ স্থানটা পরীক্ষা করল। কিন্তু লকের অস্তিত্ব বের করতে পারলো না। দেয়াল ও দরজার পাল্লার মধ্যেকার ফাঁকটা এতই সুক্ষ্ণ যে চোখের দৃষ্টি তার মধ্যে প্রবেশ করে না।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল নিনা নাদিয়ার দিকে। বলল, আমি করিডোরের এদিককার কয়েকটা বাল্ব নিভিয়ে দিতে চাই। আমার মনে হচ্ছে করিডোরটাকে অন্ধকার করলে দরজার লক বা লকগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে।

নিনা নাদিয়া গম্ভীর মুখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দরজা খোলার চেষ্টাকে দেখছিল। চোখের অশ্রু এখন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মুখের থমথমে গাম্ভীর্যটা যায়নি।

আপনি নেভাতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল নিনা নাদিয়া।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা তার হাতের 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর নল উপরে তুলে একে একে চারটি বাল্বে গুলী করে গুঁড়ো করে দিল। করিডোরের এ প্রান্তটা বেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত এগোলো দরজার বাম দিকের প্রান্তের দিকে।

দেয়াল ও দরজার ফাঁকের দিকে তাকাতেই আহমদ মুসা খুশি হয়ে উঠল। ফাঁক বরাবর সুক্ষ্ম আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। আলোর ভার্টিক্যাল রেখার দুই জায়গায় সে ছেদ দেখতে পেল, উপরের দিকে এক জায়গায় এবং নিচের দিকের এক জায়গায়।

নিনা নাদিয়া পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

মিস নিনা নাদিয়া দরজার দুই জায়গায় লক আছে। লকগুলোর ব্যাসও দেড় ইঞ্চির মত হবে।

একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। বলল, মিস নাদিয়া, আমি লকগুলো কাটতে যাচ্ছি। আমি যতটুকু অনুমান করছি, তাতে লকগুলো কাটার সাথে সাথেই দরজা ডান দিকের দেয়ালে ঢুকে যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের গুলীও ছুটে আসতে পারে। সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে। বলল নিনা নাদিয়া। আগের চেয়ে অনেকখানি সহজ কণ্ঠ তার।

ধন্যবাদ মিস নাদিয়া। আপনাকে করিডোরের ডান পাশ ঘেঁষে দরজার কাছাকাছি জায়গায় শুয়ে পড়তে হবে। নিচের লকটা কাটার পর আমিও শুয়ে পড়ব। প্লিজ আপনি ওপাশে যান। বলল আহমদ মুসা।

তার মানে ওদের আক্রমণের প্রথম শিকার আপনি হতে চান। কারণ দরজা খুলতে শুরু করার সাথে সাথে ওদের আক্রমণ এ প্রান্ত দিয়েই শুরু হবে। আমার ও প্রান্ত থেকে ওদেরও আক্রমণ হবে না, দরজার ব্লক থাকায় আমিও শুরুতে কিছু করতে পারবো না। আমিও বরং এ পাশেই থাকি। বলল নিনা নাদিয়া।

প্লিজ মিস নাদিয়া, দু'জন শুরুতেই এক সাথে বিপদে পড়া যৌক্তিক নয়। আপনি প্রাথমিক টার্গেটের বাইরে থাকলে ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণে আসা আপনার জন্য সহজ হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের দিক থেকে আক্রমণের সুযোগ দুই প্রান্ত থেকেই থাকা দরকার। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথাগুলো এত কোমল এতটাই হৃদয়-নিসৃত যে, নিনা নাদিয়ার হৃদয়-মনকে তা নিমিষেই দখল করে ফেলল। নিনা নাদিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকানো ছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না।

নির্দেশ পালন করল নিনা নাদিয়া।

আহমদ মুসা 'গামা রে বিমার' দিয়ে দ্রুত লক কাটতে শুরু করল।

নিচের শেষ লকটি বাম হাত দিয়ে কাটার সময় ডান হাতে 'ব্ল্যাক ক্যানন' ভেতরের দিকে টার্গেট করে ট্রিগারে আঙুল রাখল।

দরজা কাটা শেষ হতেই একটা 'হিশ' শব্দ ওঠলো এবং দরজা ডান দিকে সরতে শুরু করল।

দরজা কাটা শেষ করেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছিল।

দরজা যতটুকু ফাঁক হচিছল, আহমদ মুসার ‘ব্ল্যাক ক্যানন’ ততটুকুকে কভার করছিল।

কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হতেই আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল করিডোরের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

ফুট খানেক ফাঁক হওয়ার সংগে সংগেই তার রিভলবারের নল দরজার সমান্তরালে ডান দিকে ঘুরিয়েই গুলী করতে শুরু করে দিল। আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল চেপে রেখেই বাম দিক পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিল।

তার রিভলবারের নল বাম দিকে আসার আগেই দরজা ডান দিকের দেয়ালে ঢুকে গেল। আহমদ মুসা দেখল, ডান দিকে গেটের তিন চার গজ ভেতরে একটা চেয়ারের ওপর একটা লাশ পড়ে আছে।

আহমদ মুসা খুশি হলো, দু’জনের একজন তাহলে সে।

বাম দিক থেকে গুলীবর্ষণ তখন শুরু হয়ে গেছে আহমদ মুসার দিক লক্ষ্য করে।

ডান দিকে গুলী শুরু হলে বাম দিকের লোকটি নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এখন সে আক্রমণে এসেছে।

আহমদ মুসা তার গুলী বন্ধ করে পেছনে সরে এসেছে, যাতে সে আহমদ মুসাকে টার্গেট করার জন্যে বেরিয়ে আসে।

বেরিয়ে সে এল।

নিনা নাদিয়ার টার্গেটে সে এল। এরই অপেক্ষা করছিল নিনা নাদিয়া।

নিনা নাদিয়া তার রিভলবার থেকৈ পরপর দু’বার গুলী করল।

আহমদ মুসাকে লোকেট করার জন্যে বেরিয়ে আসা দ্বিতয়ি গার্ডকে নিনা নাদিয়ার দু’টি গুলী গিয়েই আঘাত করল। লুটিয়ে পড়ল তার দেহ গেটের ভেতরের পাশে।

নিনা নাদিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

দু’জনেই গেটের ভেতরে ঢুকে গেল।

ধন্যবাদ মিস নাদিয়া। আমার পক্ষে তাকে গুলী করা অসুবিধাজনক ছিল। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়ার মুখ উজ্জল হয়ে উঠেছে। বলল, কৃতিত্ব আপনার প্রাপ্য। গেম মেকার আপনি। আমি মাত্র ছুটে আসা বলে পা ছুইয়েছি, বল আপনাতে গোলে গেছে।

কথা শেষ করেই নিনা নাদিয়া সামনের দরজার দিকে ইংগিত করে বলল, আসুন ঐ দরজার ওপারেই ওঁরা আছেন।

ছুটল দু'জন দরজার দিকে।

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

সামনের দিকটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। চোখে পড়ল 'কেবিন বন্দীখানা' গুলো।

সামনেই পাশাপাশি দুই কেবিনে বন্দী আছে এমিলিয়া ও বায়তুল আকসার খতিব শেষ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

এমিলিয়া ও খতিব দু'জনেই দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

'ভাইয়া' বলে কেঁদে উঠল এমিলিয়া।

আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলায়কুম, আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সালাম গ্রহণ করে প্রথমে তার দরজার লকটাকে গুলী করে ভেঙে ফেলল।

অন্যদিকে নিনা নাদিয়া গিয়ে ভেঙে ফেলেছে এমিলিয়ার কেবিনের দরজার লক।

এমিলিয়াকে ধরে বের করে আনল নিনা নাদিয়াই।

খতিব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে আগেই বের করে নিয়ে এসেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার নিকটবর্তী হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল এমিলিয়া।

নিনা নাদিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

কান্নার সময় শেষ বোন। ওদিকে সবাই ভাল আছে, মুক্ত হয়েছ। তুমিও এখন সৈনিক। কোন কান্না নয়। এখন বের হতে হবে আমাদের।

বলে আহমদ মুসা তাকাল নিনা নাদিয়ার দিকে।

বুঝতে পারল নিনা নাদিয়া আহমদ মুসার চোখের ভাষা। বলল, বের হওয়ার একটা গোপন পথ আছে। কিন্তু আপনি যে দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন, সেই পথটাই নিরাপদ। ওদিক দিয়ে বাইরের প্রাচীর ডিঙালেই সাগর-কূলে পৌছা যাবে। সাগর কূলে গিয়ে কিছু একটা যোগাড় করতে হবে।

ধন্যবাদ মিস নাদিয়া। আপনি পথ দেখান। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া চলতে শুরু করল।

তার পেছনে এমিলিয়া ও খতিব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

সবশেষে আহমদ মুসা।

একটা মিলিটার গান-বোট চলছে ভুমধ্যসাগর ধরে পূর্বে ফিলিস্তিন উপকূলের দিকে।

গান বোটের ড্রাইভিং চেয়ারে আহমদ মুসা। তার সামনে পার্টিশন আনফোল্ড করা উন্মুক্ত কেবিনে বসে আছে এমিলিয়া ও নিনা নাদিয়া পাশাপাশি। পাশেই একটু সরে বসে আছে খতিব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

মিলিটারি গানবোটটি অত্যাধুনিক।

ডেকের দু'পাশেই ক্ষেপণাস্ত্র লাঞ্চার। আর কেবিনের ছাদে বিমান বিধ্বংসি কামান।

বোটটি দখল করে রাত সাড়ে তিনটায় তারা বোটে উঠেছে।

মিলিটারি বোটটি বাঁধা ছিল প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটা ছোট্ট গোপন জেটিতে। জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে এ ধরনের বোট প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের উপকূলে আরও কয়েকটি আছে।

সব সময় একজন সেনা অফিসার ও সেনা-ক্রু থাকে জরুরি অবস্থায় দায়িত্ব পালনের জন্যে।

নিনা নাদিয়াই এ বোটটা দখল করেছিল।

সে ঘাটে গিয়ে তার কার্ড দেখিয়ে সেনা অফিসার ও সেনা ক্রুকে ডাকে। তারা এলে নিনা নাদিয়া রিভলবার তাদের দিকে তাক করে বলে আপনাদের এ্যারেষ্ট করা হলো।

এ সময় আহমদ মুসা সেখানে আসে এবং তাদের দু'জনকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। মুখে কাপড় গুজে তাদের চিৎকার করার পথ বন্ধ করে দেয়।

আহমদ মুসা গানবোটে উঠে সব পরীক্ষা করে দেখে বলে, সব ঠিক আছে। জ্বালানিও যথেষ্ট রয়েছে। আমরা ষ্টার্ট করতে পারি।

নিনা নাদিয়া এমিলিয়াকে হাত ধরে গানবোটে তুলে দেয়। শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে সম্মানের সাথে বোটে তুলে নেয় আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া দাঁড়িয়েছিল নিচে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে ছিল বোটে। তার পেছনে এমিলিয়া ও শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

নিনা নাদিয়ার মুখ ভারী। চোখে-মুখে একটা বিমূঢ় ভাবও। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে।

দাঁড়িয়ে কেন, উঠুন তাড়াতাড়ি। বলেছিল আহমদ মুসা।

আমি উঠব? কোথায় যাব আমি? বলেছিল নিনা নাদিয়া। ভাঙা, কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ তার।

কেন আমাদের সাথে, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে! বলেছিল আহমদ মুসা।

কিন্তু এখানেই তো আমার সব। বলেছিল নিনা নাদিয়া। কাঁপছিল তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা একটু ভাবে। বলে ‘মিস নিনা নাদিয়া, আপনি এখন আর সে নিনা নাদিয়া নন। এখানে যারা আছে, ইতোমধ্যেই তাদেরকে আপনি পরিত্যাগ করছেন। প্লিজ আপনি আসুন।

দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছিল নিনা নাদিয়া। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, আমি আমারই বিরুদ্ধে গিয়েছি।

না মিস নিনা নাদিয়া, বিরুদ্ধে নয়, আপনি নিজের পক্ষে কাজ করেছেন। আপনি যা করেছেন নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ তা করতে পারে না। বলেছিল আহমদ মুসা নরম সুরে।

নিনা নাদিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে এসেছিল বোটে।

এখন একেবারেই স্বাভাবিক নিনা নাদিয়া।

নানা রকম গল্প চলছিল এমিলিয়া ও নিনা নাদিয়ার মধ্যে। মাঝখানে দু’একটা কথা বলছিল আহমদ মুসা।

শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ফজরের নামাযের পর তসবি নিয়ে বসেছিল। ঘণ্টা খানেক পর সহজ হয়ে বসে। মাঝে মাঝেই আহমদ মুসার সাথে কথা বলছিল সে।

এক সময় শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানই নিনা নাদিয়াকে প্রশ্ন করল, তোমার সম্পর্কে কিছুই জানা হলো না মা।

নিনা নাদিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

মিস নাদিয়া সম্পর্কে আমিই বলছি জনাব।

বলে আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে প্রিজন সেলে প্রবেশ পর্যন্ত সব কথা বলল।

নিনা নাদিয়ার দিকে এমিলিয়ার বিস্ময় মিশ্রিত সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি।

শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, মা তুমি আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্য হিসেবে এসেছ। তুমি এখন আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মা। আল্লাহ তোমার মহান কাজের জন্যে অশেষ জাজাহ দান করুন।

শুভ্র চুল, শুভ্র দাড়ি এবং শক্ত দৈহিক গড়নের মানুষ শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান। চোখ-মুখ থেকে পবিত্রতা যেন ঠিকরে পড়ছে। মনে স্বর্গীয় ভাব জাগায় এই চেহারা।

নিনা নাদিয়া মাথা নিচু করে বাউ করে শ্রদ্ধা জানাল শেখ খতিবকে। বলল, জনাব প্রার্থনা করুন, আমি যা ছেড়ে দিয়েছি, যা আমি গ্রহণ করেছি তা যেন আমাকে শান্তি দেয়। ভারী কণ্ঠ নিনা নাদিয়ার।

আল্লাহ তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে কবুল করুন মা। বলল শেখ খতিব আব্দুল্লাহ।

নিনা নাদিয়া আবার বাউ করে শ্রদ্ধা জানাল শেখ খতিব আব্দুল্লাহকে।

মিস নিনা নাদিয়া, আমার একটা কৌতুহল। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া তাকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে। বলল, কি কৌতূহল বলুন?

আমি আপনাকে বাঁচিয়ে ছিলাম, আমাকে আপনি বন্দী দশা থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু মুক্ত করার পর ধরিয়ে দেয়ার জন্যে নিরাপত্তা বিভাগকে আমার কথা বলে ছিলেন। পরে আবার মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে বাঁচালেন এবং এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করলেন। কেন আপনি এমনটা করলেন, খুব কৌতূহল আমার এটা জানার জন্যে।

গম্ভীর হলো নিনা নাদিয়া। বলল, আপনার কৌতুহল খুবই স্বাভাবিক। আমি আন্তরিকতার সাথে আপনাকে মুক্ত করেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম আপনি আমাদের বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করতে চান এবং আমার কাছ থেকে বন্দীরা কোথায় আছে জেনে নিলেন; তখন একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমার মনে। আমার মনে অপরাধ বোধ সৃষ্টি হয়েছিল এই ভেবে যে, আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে দু'জন বন্দী, যাদের বিনিময়ে বড় কিছু পাব আশা করছি তাদেরকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছি। এই চিন্তাতেই আমি বিষয়টা তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় 'সিনবেথ'-এর প্রধান জেনারেল শামিল এরফানকে। তারপর আবার আপনাকে বাঁচিয়েছি বলছেন, কিন্তু আমি তখন আপনাকে বাঁচাইনি, বাঁচিয়েছি আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসাকে বাঁচিয়েছি, সেজন্যে বন্দীদের উদ্ধারের জন্যে আহমদ মুসাকেই সাহায্য করেছি। বলল নিনা নাদিয়া।

বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে। অপার বিস্ময় এমিলিয়ার চোখেও। বলল সে, বুঝলামনা তোমার কথা। তুমি তাঁকে বাঁচাওনি, বাঁচিয়েছ আহমদ মুসাকে। তিনি ও আহমদ মুসা তো ভিন্ন সত্তা নন।

তা ঠিক। কিন্তু তাঁকে আমি বাঁচাতে যেতাম না যদি তার নাম আহমদ মুসা না শুনতাম। বলল নিনা নাদিয়া।

বিস্ময় সবার চোখে। আহমদ মুসার চোখেও। বলল আহমদ মুসা, নামটাকে আপনি বাঁচাতে গেলেন কেন?

নিনা নাদিয়া তার মুখ নিচু করল। বলল, আহমদ মুসা নামের সাথে আমার জীবনের একটা মর্মান্তিক স্মৃতি জড়িত।' তাই মৃত্যুর মুখে উপস্থিত তাঁর নাম যখন আহমদ মুসা শুনলাম, তখন সেই স্মৃতি এসে আমাকে পাগল করে

তুলেছিল। সব কিছু ভুলে আমি তাকেই বাঁচাতে গিয়েছিলাম এবং আক্রমণে আসার জন্যে তাকে রিভলবার সরবরাহ করেছিলাম।

খুব কৌতূহল সেই স্মৃতি সম্পর্কে, যার সাথে আহমদ মুসার নাম জড়িত। আমি কি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি বোন? বলল এমিলিয়া।

না জিজ্ঞেস করতে পারার মত ওটা কোন প্রাইভেট ব্যাপার নয়।

বলে থামল নিনা নাদিয়া। মাথা নিচু করল। বলল, সে আমার জীবনের এক দুর্ভাগ্যের কাহিনী। ইসরাইলে আমার জন্ম। আমি মুসলিম পিতা ও ইহুদি মাতার সন্তান। বড় হয়ে জেনেছি আমার পিতা ওমর আব্দুল্লাহ ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের একজন আন্ডার গ্রাউন্ড কর্মকর্তা ছিলেন। আর মা ছিলেন ইসরাইল গোয়েন্দা সংস্থার একজন অফিসার। পরিকল্পনা করেই মা'কে আমার পিতার প্ল্যান্ট করা হয়। পিতার মাধ্যমে ফিলিস্তিন জনশক্তি ও নানা গোপন তথ্য যোগাড় করে ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগকে সরবরাহ করাই ছিল আমার মায়ের কাজ। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি, মা সর্বদা আমাকে আমার পিতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। শিশুকালে আমার মা আমাকে রেখেছেন ডে-কেয়ার সেন্টারে। একটু বড় হলে আবাসিক কিন্ডার গার্টেনে। আরও বড় হলে মা আমাকে পাঠিয়ে দেন তেল আবিবে। আমি তেল আবিবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করি। ছুটিতে বাড়ি যেতাম, তখনও দেখেছি আমি পিতার সাথে গল্প-গুজব করার মত এক্সক্লুসিভ সুযোগ পাইনি। সে সুযোগ মা আমাকে দেননি। কার্যত মা আমাকে ইহুদি হিসেবেই গড়ে তোলেন। আমার পিতা সব সময় বাইরে ব্যস্ত থাকতেন বলে এসব কোন খবর তিনি রাখতেন না, মায়ের ওপরই নির্ভর করতেন সব ব্যাপারে। আমার চিন্তা ও মন-মানসিকতা ছিল ইহুদিদের পক্ষেই। মুসলমানদের আজাদী চিন্তা আমার বিদ্রোহ বলে মনে হতো। পিতা এ সবের কিছুই জানতেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আমার বেপরোয়া খরচে মা অনেক সময় রাগ করতেন। পিতা-মাকে বুঝাতেন, নাদিয়াই তো আমাদের সংসার। সংসারের সবকিছু তো তার জন্যে। ওর মনে কোন কষ্ট দিও না। পিতার এই ভালবাসাকে কোন দিনই মূল্য দেইনি।

তারপর এল সেই মর্মান্তিক দিন।

আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম।

পিতা শরীর খারাপ লাগছে বলে ঘুমাতে গিয়েছিলেন। মা ও আমি বসে টিভি দেখছিলাম।

মা'কে একটু অস্থির বলে মনে হচ্ছিল। একটু পরপর ঘড়ি দেখছিলেন তিনি।

এক সময় বলে উঠলেন। মা তুমি ঘুমাতে যাও। আমাকে একটু অফিসে যেতে হবে।

আমি জানতাম মা একটি তথ্যকেন্দ্রে কাজ করেন। তথ্যকেন্দ্রের কাজ ২৪ ঘণ্টা চলে। পরে জেনেছিলাম তথ্য কেন্দ্রটি আসলে গোয়েন্দা অফিস।

মা চলে গেলে আমি শুতে চলে গেলাম।

চিৎকার ও কথাবার্তায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলাম।

বাড়ির ভেতরে আমার পিতা হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। তার দেহ রক্তাক্ত। তার হাতে পায়ের আঙুলে সুচ ফোটানো হচ্ছে। চাকু দিয়ে তার গায়ের চামড়া কেটে নেয়া হচ্ছে। একজন তাকে অবিরাম জিজ্ঞাসা করে চলেছে, 'মুসলিম কমান্ডোদের যে গোপন তালিকা তুমি আজ পেয়েছ এবং নেটওয়ার্কের যে প্ল্যান পেয়েছ, সেটা আমাদের দাও। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব।' অন্যদিকে আমার পিতা বলে চলেছেন, 'সে তালিকা ও নেটওয়ার্ক প্ল্যান তোমরা পাবে না। তোমরা যা ইচ্ছা কর।'

পিতার ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলল।

আমি ছুটে গেলাম আম্মার ঘরে তিনি আছেন কিনা দেখার জন্যে। দেখলাম তার বেড শূন্য। অর্থাৎ তিনি তখনও ফেরেননি।

আমি কি করব ভেবে পেলাম না। দেখলাম বাইরে বেরোনোর গেটে চারজন ইসরাইলী পুলিশ।

আমি গিয়ে কিছু বলতে পারবো না তা আমার কাছে পরিষ্কার। রাগ হলো পিতার প্রতিই। কেন তিনি মুসলমানদের জন্যে কাজ করেন, কেন তিনি তালিকাটা ও নেটওয়ার্ক প্ল্যান ওদের দিয়ে দিচ্ছেন না? এদিক থেকে আমার পিতাকে তারা

অপরাধী মনে করে, বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে করে। সুতরাং শাস্তি তো তারা দেবেই।

একজন চিৎকার করে উঠল, 'চেষ্টা করে লাভ নেই। হারামজাদা মুখ খুলবে না। শেষ করে দে তাকে।'

একজন ক্রুদ্ধ মানুষ ছুড়ি নিয়ে ছুটে গিয়ে আমার পিতাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে লাগল। আরেকজন গিয়ে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল।

আমি চিৎকার করে চোখ বুঝলাম। শুনতে পেলাম পিতার কণ্ঠ। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'তোমাদের দিন শেষ ইসরাইলিরা। আহমদ মুসা এসেছে, আহমদ মুসা, আহমদ মুসা। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য স্বরূপ এসেছেন। তিনি বিজয়ী হবেন; তোমরা পরাজিত হবে। শোন, তোমরা শোন, শুনে যাও, আহমদ মুসা বিজয়ী হবেন। তিনি নতুন প্রভাত আনবেন।'

এক সময় থেমে গেল পিতার কণ্ঠ।

আমি ভয়ে ভয়ে চোখ খুললাম। দেখলাম, ওরা কেউ কোথাও নেই।

নেতিয়ে পড়ে আছে আমার পিতার দেহ।

আমি ছুটে গেলাম।

পিতা তখন জীবিত নেই।

আমি আছড়ে পড়লাম পিতার রক্তমাখা বুকের উপর। হঠাৎ মনে হলো, পিতাকে আমি খুবই ভালবাসি।

কিন্তু একথা শোনার জন্যে তখন তিনি বেঁচে নেই।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে নিনা নাদিয়ার। তার দু'চোখ থেকে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল অবিরামভাবে। এবার সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সবারই চোখ ভিজা। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার চোখ থেকেও। কে কাকে সান্তনা দেবে!

একটু পর চোখ মুছে মাথা তুলল নিনা নাদিয়া।

বলতে লাগল ভাঙা কণ্ঠে, পিতার মৃত্যুর পর আমরা স্থায়ীভাবে উঠে গেলাম তেলআবিবে। লেখাপড়া শেষ করে মায়ের তাকিদেই ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দিলাম। মা বিয়ে করলেন একজন গোয়েন্দা অফিসারকে।

সব ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৎ পিতা গোয়েন্দা প্রধানের মুখে আহমদ মুসার নাম শুনলাম, তখন ভুলে যাওয়া পিতা আমার সামনে হাজির হলেন। 'আহমদ মুসা বিজয়ী হবেন'-এই শব্দ আমার কানে বজ্রের মত বাজতে লাগল। যখন দেখলাম আমার পিতার সেই আহমদ মুসা মৃত্যুর মুখে এবং পরাজিত হতে চলেছে আমারই সৎ পিতা গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শামিল এরফানের হাতে, তখন আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। মনে হলো, আমার পিতার সেই আহমদ মুসাকে বাঁচানো, তাকে বিজয়ী করা আমার একমাত্র কাজ, পিতার দেয়া কাজ তার সন্তানের একমাত্র দায়িত্ব। মনে হলো, আমি মুসলিম মুক্তি সংগ্রামী ওমর আব্দুল্লাহরই সন্তান, আমার আর কিছু পরিচয় নেই। এই পরিচয়ের কথা মনে হতেই আমি গুলী করেছিলাম আমার সৎ পিতা জেনারেল শামিল এরফানকে। আবেগ-রুদ্ধ হয়ে থেমে গেল নিনা নাদিয়ার কণ্ঠ।

ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (সিনবেথ) প্রধান জেনারেল শামিল এরফান আপনার সৎ পিতা? বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ। আমার পিতার মৃত্যুর এক বছর পর আমার মা তাঁকে বিয়ে করেন। বলল নিনা নাদিয়া। কণ্ঠ তার ভারী।

এমিলিয়া নতমুখী নিনা নাদিয়ার কাঁধে হাত রাখল। বলল, একটা অসম্ভব কাজ আপনি করেছেন। আপনার মা বেঁচে আছেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসার। আমি পেরেছি কারণ আমার সৎপিতা ও তার গোয়েন্দা বিভাগই আমার পিতাকে খুন করেছে নৃশংসভাবে। আমি সেদিন না বুঝলেও পরে বুঝেছি, আমার মা জানতেন সেদিন রাতে আমার পিতাকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি পরিকল্পিতভাবেই বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ। মা নাদিয়া, আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি হোন। তারই দয়ায় তোমার আসল পরিচয়ে ফিরতে পেরেছ। এ রকম বড় ঘটনা খুব কমই ঘটে। আলহামদুলিল্লাহ। বলল শেখ খতিব আব্দুল্লাহ।

নিনা নাদিয়া শেখ খতিবকে বাউ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। বলল, মুহতারাম হযরত, আমি আমার পরিচয় ফিরে পেয়েছি সবকিছু হারিয়ে। পিতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আমি পাইনি। এমন হল যে, আমার মাও আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবেন না। ভারী হয়ে উঠেছিল নিনা নাদিয়ার কণ্ঠ।

মিস নিনা নাদিয়া, সবকিছু হারানোর পর সবকিছু পাওয়ার সময় আসে, এটাই সৃষ্টির একটা নিয়ম। আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল নিনা নাদিয়া। কিন্তু তার পকেটের মোবাইল বেজে ওঠল এই সময়।

নিনা নাদিয়া চুপ করে গিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে মোবাইল আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, জনাব, আপনার টেলিফোন।

আহমদ মুসা মোবাইলটি নিল।

আহমদ মুসা গানবোটে উঠেই ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের কম্যুনিকেশন কক্ষে আহমদ মুসারা ফিরে আসছে এ খবর জানিয়ে তার কনট্যাক্ট পয়েন্ট হিসেবে নিনা নাদিয়ার নাম্বার দিয়েছিল। এর অল্প পরেই প্রধানমন্ত্রী কল ব্যাক করে আহমদ মুসাকে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে যে, তাদের স্বাগত জানানোর জন্যে তারা আসছেন।

আহমদ মুসা সালাম দিতেই ওপার থেকে মাহমুদের কণ্ঠ পেল। বলল, আপনারা কোথায় আহমদ মুসা ভাই?

আহমদ মুসা গানবোটের ড্যাশ বোর্ডের লোকেশন চার্টের দিকে চেয়ে তাদের অবস্থানের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বলে দিল।

ওপার থেকে মাহমুদ বলল, আপনারা আমাদের জল সীমায় এসে গেছেন। আমরাও এসে গেছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জংগী বিমান, হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আকাশে তিনটি জংগী বিমান দুটি হেলিকপ্টার দেখা গেল। ওগুলো গানবোটের উপরে টহল দিতে লাগল।

আর কিছুক্ষণ পরে এল দুটি নৌ যুদ্ধ জাহাজ।

জাহাজ দু'টি দু'দিক থেকে আহমদ মুসাদের গান বোটের দিকে এগিয়ে এল। গান বোট থেকে জাহাজে প্রথম উঠে এল শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দের ইয়াসিনি। তাকে স্বাগত জানাল প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ।

তারপর একে একে নেমে এল নিনা নাদিয়া ও এমিলিয়া। সব শেষে জাহাজে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ। কথা বলতে গিয়েও মাহমুদ কথা বলতে পারল না। আবেগে ভেঙে পড়ল তার কণ্ঠ। দু'চোখ থেকে তার নেমে এল অশ্রুর ঢল, কৃতজ্ঞতার অশ্রু, আনন্দের অশ্রু।

পাশে দাঁড়িয়েছিল এমিলিয়া, নিনা নাদিয়া। তাদের চোখেও অশ্রু টলটল করছে।

শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আগেই বসেছেন একটা ডেক চেয়ারে। বলল ধীর কণ্ঠে, মাহমুদ কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে আহমদ মুসাকে দুর্বল করো না। আল্লাহর সৈনিক হিসেবে যা করার সেটাই তো করেছে।

নিনা নাদিয়া তাকাল শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানের দিকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠল তার পিতার অন্তিম দৃশ্য। তিনি জীবন দিয়েছেন, কিন্তু মুসলিম কমান্ডোদের তালিকা ও তাদের নেটওয়ার্কের বিবরণ শত্রুর হাতে অর্পণ করেননি। তিনি আল্লাহর এমন একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন! গর্বে ফুলে ওঠল নিনা নাদিয়ার বুক।

এক মাস পরের ঘটনা। হাইফা নৌ-ঘাঁটির সদর দফতরে বসে আছে আহমদ মুসা। প্রশস্ত উন্মুক্ত জানালা দিয়ে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি দেখা যাচ্ছে। সাগর ছোঁয়া স্নিগ্ধ বাতাস তার শরীরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। আহমদ মুসা চেয়েছিল সামনে। নীল দিগন্ত রেখা পেরিয়ে হারিয়ে গেছে তার দৃষ্টি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মধ্য এশিয়ার এক বিরাট জনপদ। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। জনপদের বুকের উপর গড়ে উঠেছে কার্পাস ক্ষেতের সরকারি ফার্ম। মসজিদের ধসে পড়া ভিত ঢাকা পড়েছে গভীর বনে। এ বিধ্বস্ত জাতিরই সে একজন। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। জাতির জন্য কতটুকু কি করতে পেরেছে সে! চোখের সামনে দিয়ে সাগরের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছিল ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের একটি যুদ্ধ জাহাজ। ওর বুকে পতপত করে উড়ছে পতাকা। পতাকার ছয়টি তারকা অন্তর্হিত হয়ে সেখানে স্থান পেয়েছে চাঁদ ও তারা। আহমদ মুসা ভাবল, মুসলমানদের যুদ্ধ জাহাজগুলো এমনিভাবে বিজয়ীর গর্বে ঘুরে বেড়াত একদিন সমগ্র ভুমধ্যসাগরে! সেদিন কি ফিরে আসবে? পাবে কি ফিলিস্তিনের সাইমুমকর্মীরা সে গৌরবময় দিনের পুনরুজ্জীবন করতে? তারিকের জন্ম হবে না কি আমাদের মধ্যে আর? আহমদ মুসার চোখের কোণে চিক চিক করে উঠল দুই ফোঁটা অশ্রু।

নৌ-সদর দফতরের গেটে জাতীয় সরকারের পতাকাশোভিত একটি গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের প্রধান মাহমুদ। সে হাত ধরে নামাল এমিলিয়াকে। তার সাথে নামল নিনা নাদিয়াও। সর্বাঙ্গ কাল চাদরে ঢাকা এমিলিয়া। তার পরনেও ফুল আরবীয় পোশাক। তার উপর মাথায় চাদর। এমিলিয়া ও নাদিয়া দু'জন হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে।

তারা রেষ্টরুমে পৌছে গেলে মাহমুদ চলে এল অফিস কক্ষে। দরজা ঠেলে প্রবেশ করে দেখতে পেল জানালা দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে বসে আছে আহমদ মুসা। তন্ময়তার কোন অতল গভীরে ডুবে আছে সে! চোখের কোণের দু'ফোটা অশ্রু মাহমুদের দৃষ্টি এড়াল না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। কাঁধে একখানা হাত রেখে ডাকল, মুসা ভাই।

চোখ না ফিরিয়েই আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ এসেছ?

জি হ্যাঁ? কি ভাবছেন মুসা ভাই অমন করে?

প্রাথমিক কাজ ফুরালো, এবার শুরু করতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। আল্লাহর এই জমীনে আল্লাহর বান্দাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খোদায়ী বিধানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এবার।

এ বিরাট দায়িত্ব। আমাদের সকলের অনুরোধ এ দায়িত্বভারও আপনি গ্রহণ করুন---- আমাদের পরিচালনা করুন মুসা ভাই।

না, মাহমুদ, আমার সিদ্ধান্তে ভুল হয়নি। তুমি পারবে এ দায়িত্ব পালন করতে। একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, আমাকে এবার যেতে হবে মাহমুদ।

কোথায়? চমকে উঠল মাহমুদ।

মধ্য এশিয়ায়?

হ্যাঁ, ভাই। তুমি তো জান, হাসান তারিককে WRF ধরে নিয়ে গেছে। ওকে উদ্ধারের সব অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এ দিকের কাজ আপাতত শেষ। এবার আমাকেই যেতে হবে ওদিকে। তাছাড়া ডাকছে মধ্য এশিয়া আমাকে হাতছানি দিয়ে।

মাহমুদও এমনি আশংকা করছিল। কোন কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। দু'ফোটা অশ্রু নেমে এল মাহমুদের দু'গন্ড বেয়ে। বলল সে, জানি, আপনি যাবেন কিন্তু আপনি আমার মাথার উপর না থাকলে........।

মাহমুদকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আহমদ মুসা বলল, তোমার আমার সাহায্যকারী তো কোন মানুষ নয় মাহমুদ। এই মহাবিজয় যিনি আমাদের দিলেন, তিনিই তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন। আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ টেলিফোনটা দেখ।

মাহমুদ টেলিফোনে কথা বলল, পরে আহমদ মুসাকে জানাল, প্লেন ছাড়ছে বেলা দু'টোয়।

এখন বেলা একটা। সময় তো বেশি নেই মাহমুদ। চল উঠি।

প্লে..... কেন, কোথায় যাবেন? কাঁপল যেন মাহমুদের কণ্ঠ।

আপাতত মদিনায়। সেখান থেকে যাব রিয়াদে বাদশাহ ফয়সালের কবর জিয়ারতে। তাঁর অর্ধ সমাপ্ত কাজ আমরা সমাপ্ত করেছি, তাঁর স্বপ্ন আমরা স্বার্থক করে তুলতে পেরেছি মাহমুদ। বায়তুল মোকাদ্দাস আজ মুক্ত। পবিত্র ভূমি থেকে ইহুদি পতাকা ডুবে গেছে ভূমধ্যসাগরে। জীবন দিয়ে হলেও এটিই তো চেয়েছিলেন শাহ ফয়সল। একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, রিয়াদ থেকে বাগদাদ হয়ে যাব মধ্য এশিয়ায়।

আজই, এখনি যাচ্ছেন? মাহমুদের কণ্ঠ যেন আর্তনাদ করে উঠল। সে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না, মুসা ভাই, এমন করে আমরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।' তার দু'গ- বেয়ে নেমে এল সেই অশ্রুর ধারা।

আহমদ মুসা মাহমুদকে সান্তনা দিয়ে বলল, 'আবেগপ্রবণ হয়ো না মাহমুদ। বসে থাকার সময় কোথায়- অজস্র কাজ সামনে। নিপীড়িত মানবতার ক্রন্দন রোলে দেখ পৃথিবীর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আল্লাহর এ বান্দাদের বাঁচানোর দায়িত্ব তো মুসলমানদের।' বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা একটি ব্যাগ তুলে নিল হাতে।

আহমদ মুসার সাথে মাহমুদ এয়ারপোর্টে যেতে চাইল। কিন্তু আহমদ মুসা নিষেধ করল। বলল, 'কথা তো হলোই।'

আহমদ মুসা যখন গাড়িতে উঠে বসল নাদিয়া ও এমিলিয়া তখন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে মাহমুদ। তিনজনের চোখেই অশ্রু।

আহমদ মুসা ওদের দিকে চেয়ে বলল, অশ্রু মোছ মাহমুদ। কেঁদো না বোন এমিলিয়া ও নাদিয়া। মাটির মায়া, স্নেহের বাঁধনের চেয়ে একজন মুসলমানের কাছে মজলুম মানবতার ক্রন্দন অনেক বেশি মূল্যবান।

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামলেন। দাঁড়াল এমিলিয়া ও নাদিয়ার সামনে। বলল এমিলিয়াকে, বোন নাদিয়া এখন একা। আমি তাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।'

ফুপিয়ে কেঁদে উঠল এবার নাদিয়া।

একটু থেমে আহমদ মুসা তাকাল মাহমুদের দিকে। বলল, 'এহসান সাবরির সাথে আমার কথা হয়েছে। নিনা নাদিয়াও জানে তাকে। দু'টি জীবনকে তোমরা এক করে দিও। আমি উপস্থিত থাকতে পারবো না কিন্তু আমার দোয়া থাকবে।

কথা শেষ করেই আবার গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ি নড়ে উঠল। কিছু বলতে গিয়েছিল মাহমুদ। পারল না। কান্নায় ডুবে গেল কথা।

সাইমুমের কর্মীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই কাঁদছে। স্বজন হারানোর সে কি করুণ দৃশ্য তাদের চোখে মুখে! তাদের দিকে চেয়ে মধুর হেসে আহমদ মুসা বলল, 'তোমরা না আল্লাহর সৈনিক! কোন ব্যক্তি, কোন মাটি নয়, কাজ আর দায়িত্বই হবে তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।' বড় নরম আর মমতায় ভরা আহমদ মুসার সে কথাগুলো।

সাইমুমকর্মীদের অশ্রু যেন আরও উথলে উঠল। আহমদ মুসাকে নিয়ে ছুটে চলল গাড়ি এয়ারপোর্টের পথ ধরে।

৭

দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে 'প্যানামে'র বোয়িংটি। নীচে আরব সাগরের অথৈ জল। জেদ্দা ছেড়ে অনেকক্ষণ, আরব-উপদ্বীপের আদিগন্ত বালির রাজ্য আর দেখা যায় না। ইবরাহীম-ইসমাইল (আঃ)-এর স্মৃতিভূমি, মহানবী (সঃ)-এর পূর্ণ কর্মক্ষেত্র, নীল গম্বুজের দেশ শাহ ফয়সলের দেশের ওপর প্রসারিত আকুল দু'টো চোখ এবার আহমদ মুসা বিমানের অভ্যন্তরে সরিয়ে নিল।

বিমানের মধ্যভাগ দিয়ে লম্বালম্বী এক সরু গলিপথ। এর দু'পার্শ্বে সারিবদ্ধ আসন।

প্রথম শ্রেণীর বাম ধারের দ্বিতীয় সারির একেবারে বামপ্রান্তে জানালার ধারে বসেছে আহমদ মুসা।

জানালা থেকে চোখ ঘুরিয়ে ডানপাশে তাকাতে গিয়ে একটি লোকের সাথে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার। লোকটি বসেছে ওধারে দ্বিতীয় সারির প্রথম সিটটিতেই।

শ্বেতাংগ লোকটি। গাঢ় নীল স্যুট পরনে। লম্বাটে মুখ। খাড়া নাক। জোড়া ভ্রু। ছোট করে ছাঁটাচুল। ডান ভ্রুর নীচে চোখের মোহনায় একটি আঁচিল। সবচেয়ে লক্ষণীয় তার কুতকুতে কুৎসিত দু'টো চোখ।

চোখাচোখি হতেই লোকটি অপ্রতিভভাবে চোখ সরিয়ে নিল। মুখও ঘুরে গেল তার সেই সাথেই।

বিস্মিত হল আহমদ মুসা। লোকটি অমন করে মুখ ঘুরিয়ে নিল কেন? তার দিকে অমন করে চোরা দৃষ্টি রাখার কারণ কি লোকটির? সমগ্র অতীতকে সে একবার হাতড়িয়ে দেখল না এই মুখ সে কখনও দেখেনি। হঠাৎ তার মনে পড়ল জেদ্দার রেস্ট হাউসে তার পাশের রুমটিতে এই লোকটিকেই তো সে ঢুকতে দেখেছিল। তখন তার ছিল আরবী পোশাক-আরবী রমাল ছিল মাথায়।

সেই যে মুখ ঘুরিয়েছে লোকটি, আর ফিরে তাকালো না। আহমদ মুসার সন্ধানী মনের কোথায় যেন খচ খচ করতে লাগল।

কেবিন-মাইক থেকে ক্যাপটেনের কণ্ঠ শোনা গেল, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা এখন ৩৩ হাজার ফিট ওপর দিয়ে ঘন্টায় ৫৫০ মাইল বেগে এগিয়ে চলেছি। আর আধ ঘন্টর মধ্যে করাচীতে ল্যান্ড করব।

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হবার সাথে সাথে রোলিং টেবিলে করে নাস্তার ট্রে নিয়ে আগমন ঘটল বিমান বালাদের। স্টুয়ার্ট ককপিটের দিক থেকে নেমে এসে ফার্স্ট ক্লাস রুম হয়ে পিছনের দিকে চলে গেল।

এমন সময় সারির দু'টো আসন থেকে দু'জন লোক উঠে দাঁড়াল। দু'জনেই কালো ধরনের ঢিলা প্যান্ট ও ওভারকোট গায়ে। ওরা সামনের পার্টিসন ডোর ঠেলে অতি দ্রুত চলে গেল ককপিঠের দিকে।

এক মিনিটও অতিক্রান্ত হয়নি। ওদের একজন ফিরে এল। ডান হাতে তার রিভলভার। বাম হাতে বাঘা সাইজের একটি গ্রেনেড সেফটিফিন তুলে নেয়া।

এই সময় বিমানটি দ্রুত বড় ধরনের একটি মোড় নিল। থর থর করে কেঁপে উঠল বিমানটি। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেল কেবিন লাউডস্পীকারে, ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। মহাশূন্যের বুকে বিমানের ৯০ জন যাত্রীর মূল্যবান জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার চাইতে, বিমান দস্যুদের নির্দেশ পালন অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করেছি। আমরা তাদের নির্দেশে এখন দক্ষিণে গভীর সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছি। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

যাত্রীদের মধ্যে প্রথমে মৃদু গুঞ্জন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি হল। কিন্তু তারপরই তাদের মধ্যে মৃত্যু স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। প্রত্যেকের চোখে উদ্বেগ-আতংকের ঢেউ।

আহমদ মুসা শান্ত চোখে পার্টিশন ডোরে দাঁড়ানো লোকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। শ্বেতবর্ণ চেহারা কিন্তু মুখাকৃতি ও দেহের মাপে লোকটি জাপানী ও ফিলিপিনোদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লোকটি পাথরের মুর্তির মত স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

এ বিমান-দস্যুতার কারণ কি? অর্থ লাভ, না কোন যাত্রী অপহরণের বিশেষ উদ্দেশ্য? কিন্তু কোন যাত্রীর প্রতিই তাদের মন দিতে দেখা যাচ্ছে না তো। আহমদ মুসা জেদ্দার রেস্টহাউসে দেখা সেই সহযাত্রীটির দিকে তাকাল। দেখল, সে তাকিয়ে আছে সেই বিমানদস্যুর দিকে। তার মুখে কিন্তু উদ্বেগ-আতংকের লেশমাত্র নেই, বরং কেমন একটা উন্মুখ ভাব তার চোখে। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আহমদ মুসা। নিঃসীম নীল জলরাশি। নীল জলের নীল সীমানা নীল আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সে নীলের সীমানা পেরিয়ে হারিয়ে গেল আহমদ মুসার মন। পাকিস্তান হয়ে কারাকোরামের সিল্ক রোডের পথ ধরে সে প্রবেশ করবে মধ্য এশিয়ায়-এই ছিল তার পরিকল্পনা। কিন্তু কোথায় এখন চলেছে সে? অবশ্য কোন দুঃশ্চিন্তা তার মনে নেই। জ্ঞান ও বিবেকের রায় নিয়ে সে কাজ করে যেতে পারে, ফল তো তার হাতে নেই। আর ফলদানের যিনি মালিক তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং চিন্তা কি তার!

আহমদ মুসার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। কেবিন-মাইক থেকে ঘোষিত হল, ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারত মহাসাগরের কোন এক দ্বীপে ল্যান্ড করছি। আমি বেল্ট বেধে নেবার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

আহমদ মুসা তার সন্ধানী চোখ নীচের নীল জলরাশির ওপর মেলে ধরল। আহমদ মুসা মনে মনে হিসেব করে দেখল, বিমান দু'হাজার মাইলের মত এসেছে। বিমান নীচে নামতে শুরু করেছে।

আরো দশ মিনিট কেটে গেল। অবশেষে দৃষ্টির পরিসীমায় ভেসে উঠল ছবির মত একটি দ্বীপ। ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠল দ্বীপটি। চারদিকে অথৈ সাগর জলের মাঝে ছোট একখন্ড মরুদ্যানের মত মনে হচ্ছে দ্বীপটিকে।

চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে বিমানটি নেমে যেতে লাগল দ্বীপের ওপর, গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত দ্বীপ। আহমদ মুসা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল অল্প কিছু দুরত্বে পাশাপাশি দু'টি গাছের ওপর দু'টি সাদা নিশান উঠে এল। দু'টি নিশানের পাশ দিয়ে মেটে রংয়ের দীর্ঘ একটি রানওয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ভৌতিক সে রানওয়েতে ল্যান্ড করল বোয়িংটি। বিমান দস্যুদের মত একটি চেহারার একদল লোক এসে ঘিরে দাঁড়াল বিমানটিকে। ভিতরের বিমান-দস্যুটি কিন্তু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ঘটে কি হয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই মুহূর্ত গুণছে। বিমানের ফ্লোরে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল। সাত আটজন ওরা উঠে এসেছে বিমানে। হাতে ওদের সাব-মেশিন গান। ওদের কয়েকজন এসে ঢুকল প্রথম শ্রেণীর কেবিনে। ইতিমধ্যে ককপিটের বিমান-দস্যুও এসে প্রবেশ করল এখানে। ওদের একজন বলল, ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ, "আমরা দুঃখিত যে একজন মাত্র লোকের জন্য আপনাদের কষ্ট দিয়েছি। আমরা তাকে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর আপনারা মুক্ত।"

বক্তার দেহটি দামী কাল স্যুটে আবৃত। টাইটিও কাল। কাল টাইয়ের বুকে ধবধবে সাদা একটি সাপ আঁকা। সাপের মুখে রক্তাক্ত তিনটি 'C'। উষ্ণ এক রক্তস্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার গোটা শরীরে। ট্রিপল সি? সেই কুখ্যাত 'কু ক্লাক্স ক্লান' এরা, যাদের হাতের প্রাণ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ অশ্বেতাংগ মানুষ?

লোকটির কথা শেষ হতেই রিভলভার নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বিমান দস্যুটি অকস্মাৎ সামনের আসনের একজন লোকের মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করে বলল, "হ্যালো, কালো বাজ, এখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি, বুঝতে পারনি যম এসেছে তোমার?

'কালো বাজ' নামক লোকটি উঠে দাঁড়াল। সেও জাপানী বা ফিলিপাইনোদের মতই খাটো। কিন্তু তার নাসিকা উন্নত, নীল টানা চোখ, মাথায় ঘন কাল কোঁকড়ানো চুল।

লোকটি উঠে দাঁড়াতেই আরও দু'জন বিমান দস্যু তার দিকে এগিয়ে এল এবং তারা তাকে দু'দিক থেকে ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেল বিমান থেকে।

বিমান দস্যুদের সবাই বিমান থেকে নেমে গেল। আহমদ মুসা দেখল, জেদ্দা রেস্টহাউসে দেখা সেই কুতকুতে চোখের সহযাত্রীটিও তাদের পিছনে নেমে যাচ্ছে।

বিমান এবার মুক্ত। কেবিন-মাইকে ক্যাপ্টেন বললেন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে উড়ব। বিমানের গেট বন্ধ হতে যাবে, এমন সময় কয়েকজন বিমান দস্যু, আর সেই কুতকুতে চোখের লোকটি দ্রুত ফিরে এল। বিমানে প্রবেশ করল তারা। সোজা এসে তারা দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। একজন আহমদ মুসাকে বলল, আপনি নেমে আসুন।

এই অভাবিত ঘটনা আহমদ মুসাকে চমকে দিয়েছিল। সে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে গেল কি মনে করে। তারপর শান্তভাবে নেমে গেল বিমান থেকে তাদের সাথে।

বিমান থেকে নেমে মেটে রংয়ের রানওয়ে ছেড়ে সরু পাথরের গুড়ি বিছানো পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল। দু'দিকেই জংগল। অপরূপ সবুজের রাজ্য এই দ্বীপটি। আহমদ মুসা ভাবল, বিচ্ছিন্ন ও বিজন এই দ্বীপে এত বিরাট, এত সুদৃঢ় রানওয়ে এল কোথা থেকে? রানওয়েটি বেশ পুরাতন। তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কোন শক্তির কি গোপন কোন বিমান ঘাঁটি ছিল এটা?

সেই সরু পথটি তাদেরকে সবুজ বৃক্ষ-লতা পরিবেষ্টিত একতলা এক সবুজ বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়িটি একতলা হলেও বিরাট পাথরের তৈরী বাড়িটি খুবই মজবুত।

ইসপাতের দরজাওয়ালা দু'টি ঘর পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল এক হল ঘরে। ঘরে তখন তিনটি প্রাণী। কালো টাইয়ে সাদা সাপওয়ালা সেই লোকটি গা এলিয়ে বসে আছে সোফার পিছনে। আর কিছুক্ষণ আগে বিমান থেকে ধরে আনা 'কালোবাজ' নামক লোকটি পড়ে আছে মেঝেতে। তার নগ্ন পিঠে চাবুকের রক্তাক্ত দাগ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লোকটি জ্ঞান হারিয়েছে। আহমদ মুসা হল ঘরে প্রবেশ করতে করতে ভাবলো, ঐ চাবুক হয়তো তারই অপেক্ষা করছে। এক যন্ত্রণাদায়ক অনুভুতি এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করতে চাইল। কিন্তু আহমদ মুসা আমল দিল না সে চিন্তাকে।

পায়ের শব্দে সোফায় গা এলিয়ে দেয়া সেই লোকটি চোখ খুলল। একবার আহমদ মুসার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুতকুতে চোখের সেই লোকটিকে বলল, এই কি আপনার আহমদ মুসা, মিঃ কোহেন?

-হ্যাঁ, মিঃ স্মিথ।

এবার মিঃ স্মিথ নামক লোকটি সরাসরি আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই আপনি কি সেই আহমদ মুসা? আপনি কি সাইমুমের অধিনায়ক?

-হ্যাঁ। পরিষ্কার কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

মিঃ স্মিথ উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ কোহেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাদের দাবী মেনে নিলে আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজী আছি। জানিয়ে দিন আপনার বসদের। তারপর সে চাবুকধারীদের দিকে চেয়ে বলল, এ ঘরেই এরা থাকবে, বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবি মিস মার্গারেটকে দিয়ে দিও। আর তোমরা চারজন বাইরের ফটক ছেড়ে কোথাও যেও না।

সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজা বন্ধ হল, দরজায় তালা লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল সেই সাথে। ওপরে কয়েকটি ঘুলঘুলি এবং ঐ একটি মাত্র দরজা ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এবার মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা। তার মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে তার মুখ একটু তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির চোখ দু'টিও খুলে গেল। নির্বিকার ও নিরুত্তাপ তার দৃষ্টি। আবার চোখ বুজল সে।

-এখন কেমন বোধ করছেন?

লোকটি চোখ খুলল। বিস্ময় তার চোখে। বলল সে, কে আপনি?

-বিমান থেকে আমাকেও ওরা ধরে এনেছে। 'এ ব্যাপারে আমি আপনার মতই অন্ধকারে।' বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে রুমাল বের করে তার পিঠের রক্ত ধীরে ধীরে মুছে দিতে লাগল।

-আমাদের অস্তিত্বই আমাদের অপরাধ।

-অর্থাৎ?

-আমাদেরকে ওরা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়।

-আপনার দেশ কোথায়?

-মিন্দানাও।

-ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে! আপনি মুসলমান?

-হ্যাঁ, আমি মুসলমান।

আহমদ মুসা চিন্তা করল। যেন কিছু মিলিয়ে নিচ্ছে সে। তারপর বলল, আপনি কি আবদুল্লাহ হাত্তা? প্যাসেফিক ক্রিসেন্ট ডিফেন্স আর্মির অধিনায়ক কি আপনিই?

-হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? এত কথা জানেন কেমন করে? চোখে তার একরাশ বিস্ময়।

আহমদ মুসা অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল আবদুল্লাহ হাত্তার দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের অপূর্ব জ্যোতি। তারপর ধীরে ধীরে মুখ খুলল সে। বলল, ফুল ফুটলে সৌরভ ছোটে।

-কিন্তু আপনি কে?

-আমি আহমদ মুসা।

-কোন আহমদ মুসা। ফিলিস্তিন বিজয়ী সাইমুমের অধিনায়ক আহমদ মুসা?

-হ্যাঁ, সেই হতভাগা আমি।

দু'জনের চোখেই আনন্দের উজ্জ্বল ঢেউ। জড়িয়ে ধরল দু'জন দু'জন কে। আবদুল্লাহ হাত্তা ভুলে গেছে যেন সব বেদনা-সব যন্ত্রণা। তার দু'চোখ বেয়ে নামছে আনন্দের অশ্রু।

গভীর রাত। প্যাসেফিক শিপিং লাইনের একটি জাহাজ এসে নোঙ্গর ফেলল সেই দ্বীপে। আহমদ মুসা ও আবদুল্লাহ হাত্তাকে এনে হাত-পা বেধে ঢুকিয়ে দেয়া হল সেই জাহাজের অন্ধকার সেলে। এরপরই জাহাজ নোঙ্গর তুলল। ভারত মহাসাগরের পানি কেটে কেটে সে জাহাজ এগিয়ে চলল ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের দিকে।

পরবর্তী কাহিনীর জন্য পড়ুন

মিন্দানাওয়ের বন্দী

কৃতজ্ঞতায়ঃ

Mahfuzur Rahman